# ভূমিকা

কবিতাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ। সেই কবিতার সঙ্গে আমার সংযোগ আজন্ম। আর আমার ভিতর থেকে তার জন্ম হয়ে চলেছে আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে। যাঁরা কবিতার খবর রাখেন তাঁরা জানেন বাংলার ছোট বড় জানা অজানা পত্র-পত্রিকায় গত চার দশক ধরে অজস্র কবিতা লিখেছি। সে সব কবিতা যদি দু মলাটের মাঝখানে স্থায়িত্ব পেত, হয়ত আমার কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা অতি প্রসবের দোষগ্রস্ত হত। আমার কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা তাই তিনটি। প্রকাশ কাল ১৯৬৫, ১৯৭৬ এবং ১৯৮৫ সহজ সুন্দরী, কবিতা পরমেশ্বরী এবং হরিণাবৈরী। এই গ্রন্থ তিনটি অজস্র রচনার সাক্ষ্য নয়, অজস্র বিসর্জনের প্রমাণস্বরূপ মাত্র। এবং এরাই প্রমাণ করেছে যে সংখ্যার সঙ্গে সম্মানের কোনো সম্পর্ক থাকে না। কবির উত্তরণ কেবল একই কবিতার নব নব লিখনেই হয় না, হয় নিজেকে অতিক্রমের মধ্য দিয়ে। কবিতার গ্রন্থগুলি যেন এক এক খানি সরণির মত,—সম্পর্কযুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এই শ্রেষ্ঠ কবিতায় আমার তিনটি কাব্যগ্রন্থের প্রিয়তম কবিতাগুলির চয়নের সঙ্গে যুক্ত করেছি প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ 'বিমল হাওয়ার হাত ধরে'র কয়েকটি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের চরণে নিবেদিত শত কবিতা,—'রবীন্দ্রনাথের নামে'র কয়েকটি কবিতা। এই সম্পূর্ণ নির্বাচনের মধ্যে যে কবিতাগুলি ১৯৭০-এর আগে লেখা, সেগুলির চয়নকালে বিমল রায়চৌধুরীর কয়েকটি প্রিয় কবিতাকে মনে রেখেছি। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি পুত্র সমরেন্দ্র দাসের কাছে। আযৌবন বন্ধু ও ভ্রাতা পূর্ণেন্দু পত্রী আমার একটি ছাড়া সব কাব্যগ্রন্থেরই প্রচ্ছদ এঁকেছেন। এটাই স্বাভাবিক। এটাই ভালবাসা। শ্যামল রায়চৌধুরীকে প্রকাশন সৌকর্যের জন্য জানাই আন্তরিক স্নেহ।

কবিতা সিংহ

# সূচীপত্র

বিমল হাওয়ার হাত ধরে [ প্রস্তাবিত কাব্যগ্রন্থ ]

রবীন্দ্রনাথের নামে



কবিতা পরমেশ্বরী [ প্রথম প্রক ১৯৭৬ ]শা

সহজ সুন্দরী [ প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫ ]

হরিণাবৈরী [ প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫ ]



কাব্যনাটক

# কবিতা সিংহের
# শ্রেষ্ঠ কবিতা

## অপমানের জন্য ফিরে আসি

অপমানের জন্য বার বার ডাকেন
ফিরে আসি
আমার অপমানের প্রয়োজন আছে !

ডাকেন মুঠোয় মরীচিকা রেখে
মুখে বলেন বন্ধুতার—বিভূতি—
আমার মরীচিকার প্রয়োজন আছে।

অপমানের জন্য বার বার ডাকেন
ফিরে আসি
উচ্চৈঃশ্রবা বিদূষক—সভায়
শাড়ি স্বভাবতই ফুরিয়ে আসে
আমার যে
কার্পাসের সাপ্লাই মেলে না।

অপমানের জন্য বার বার ডাকেন
ফিরে আসি
ঝাঁপ খুলে লেলিয়ে দেন কলঙ্কের অজস্র কুকুর—
আমার কলঙ্কের প্রয়োজন আছে !

যুদ্ধরীতি পাল্টানোর কোনো প্রয়োজন নেই
তাই করমর্দনের জন্য
হাত বাড়াবেন না।
আমার করতলে কোনো অলিভচিক্কণ আভা নেই

## অপমান

খস্ করে জ্বলল দেশলাই
অপমান
আগুন এগিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ !
নাহলে এত বারুদ !

বিফলে গেলেই আফশোস !
এতগুলো চামচ যা পারেনি
পারল একটা কাঁটায়
খোঁচা খেতেই নড়ে উঠল
জগদ্দল কূর্ম

যদি পৌত্তলিক হতেই হয়
অপমানই ঈশ্বর
হাত উঠুক—অভিশাপ নিতেও
হাত খুলুক !

যদি দাঁড়াতেই হয়
অন্যের লাঠিতে ভর করে নয়
পিঠের মাংস ফুঁড়ে
একটা হাড়ের মেরুদণ্ড চাই
যা কখনো মচকাবে না
শুধু ভাঙবে ।

## পার্টি

একসঙ্গে এতগুলো মোটা লোক
এবং এতগুলো মাতাল
আগে দেখিনি
এতগুলো পালিশ করা চামচাও না !
এই জানলাহীন প্রকোষ্ঠের মধ্যেও আমি
সেই চৌকি চাপা সুলতানকে আকাশে উড়ে যেতে
দেখেছিলাম
যে ঈশ্বরকে বিদ্ধ করতে চেয়েছিল
যে উর্ধ্বমুখী লোভী দড়ি বাঁধা পাখির ডানায় মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে রেখে উড়েছিল
প্রত্যেক সময়ে থাকে সময়ের মূর্খ ও চামচা
এই সঙ্গে গেলাসে ও লোভে

মুহূর্তেই ছাদ ভেঙে উঠে গেল
অদ্ভুত ব্যাবেল
আমি তার হুড়মুড় ভেঙে পড়া দেখতে চাই না আর
এ জীবনে অনেক দেখেছি
মূর্খ রাজা বৃথালোভী মোহন্তরা এ ভাবেই হয়
দৃষ্টান্তের মত এরা জেনেশুনে তবুও গজায়
দৃষ্টান্তের মত এরা উঠে যায়
আর ভেঙে পড়ে –
মানুষ ক্রমশ শেখে
এরা কিছু শেখে না কখনো!

## সভ্যতার বৃহৎ লজ্জাকে

কনিষ্কের মধ্যে ছিল মুণ্ডহীন ভয়
সেই ভয় সঙ্গে রেখে বুকে ও পাঁজরে
নির্ভয়ে উড়েছে যন্ত্রপাখি
অন্ত্রনালী জুড়ে তার আকাঁড়া সত্তা নিয়ে
ছিল বসে কেবল মানুষ
বিশ্বাসের হাত ধরে বসেছিল সঘন বন্ধুতা
বিরহের সঙ্গে প্রেম, বিষয়ের সঙ্গে ছিল হিসাবহীনতা
মাতৃত্বের বুকে হাত রেখেছিল শিশুর অবোলা
সভ্যতার আস্থা রেখে উড়েছিল অপাপ নিশ্চিত
কনিষ্ক বাহন করে উড়েছিল একফোঁটা মাটির পৃথিবী।

কিন্তু সেই কিম্পুরুষ ছিল না ভিতরে
শুধু উপ্ত ছিল তার ভিতর ক্যানসার
মুঠিভোর মানুষের মৃত্যু নিয়ে জগতের মুষ্টিবদ্ধ হাত
ভাবে নি এভাবে উঠে মানুষের ধর্ম দেখাবে

নিজের ধর্মের মুখ নিজেই কলঙ্কে ঢেকে দিয়ে
মুণ্ডহীন রেখে গেল নিকৃষ্ট নগ্নতা
প্রশান্ত সাগরে খোঁজে ঝিঁথের ডুবুরি
শতাব্দীর সভ্যতার বৃহৎ লজ্জাকে।

## যাওয়া

যে ভেবেছে যাবে
তারই সব দ্বার রুদ্ধ থাকে
রুদ্ধ দ্বারের কাঠে কাঠে ঘোর যুদ্ধ থাকে
ধন্দ তারই তো ক্রমে খুলে দেয় অন্ধতাকে
জুড়ায় প্রবল জিদের কঠোর শুদ্ধ পাকে।

জিদ খুলে দেয় পথ যার দ্বার বন্ধ থাকে
বন্ধ দ্বারের কাঠে মাথা ঠুকে অন্ধ থাকে
ধন্দ তারই তো ক্রমে খুলে দেয় অন্ধতাকে
আভাসের খিল খুলে যায় তালা মোচড় মারে
ইচ্ছা প্রবল ইচ্ছা যে তার ভিতর নাড়ে।

এ ভাবেই পথ, বন্ধ দরোজা গমন হয়
পথ মানে জিদ, জিদ মানে এক যাওয়ার জয়।

## আছেন ঈশ্বরী

কাব্যের ঈশ্বর নেই আছেন ঈশ্বরী!
তিনি একা, তিনি নিরীশ্বর!

ঈশ্বরী কি ধ্বনি দেন? চক্ষুহীন, কর্ণবিহীন?
না না
না তিনি দেখান তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে
চক্ষুষ্মান, সশরীর — কবিতা-চেহারা!

তিনি তো ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠুরা, তিনি—
তীব্র অপমান মুদ্রা, নীলবর্ণ করতলে করেন ধারণ

দু হাতে বিলান চিরনির্বাসন।

ঈশ্বরী কাব্যের যিনি, সাকার তমসা তিনি
তিনি ঘোরঅমা!

অর্ধ দৃষ্টিপাত তাঁর মানচিত্র ঘুরে যায় ক্রুদ্ধ-মহাকাশে,
ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হয়, নীহারিকা পুনর্বিন্যাসে, ভাঙে গড়ে
বজ্রনখ বক্ষ ফাঁড়ে ঊর্ধ্ব থেকে, ক্রমান্বয়ে অধঃ
তিনিই সৃজন দেন, এক এক হরফ নেয় রক্তের শরীর
করোটি বিদীর্ণ করে, আরাধ্য অক্ষর!

বৃথা শব্দে পাপী যত, ছদ্ম পূজারী তিনি
তিন নেত্রে করেন দাহন,
ক্বচিৎ কখনো কেউ, ফিরে আসে উৎকীর্ণ পাথর হাতে
বজ্রে উৎপাটিত,
যেমন 'সেনাই' থেকে নেমে এসে একেলা 'মোজেস'
পৃথিবীর জন্য দেন স্বর্লোকের দশটি নির্দেশ!

## মধ্য রাতে

মধ্যরাতে জেগে ওঠে প্রভুর কুকুর
জ্যোৎস্নায় খুন পায় বাহিরে ফিনিক্,
জ্বলে ওঠে—ঘুম চোখে বন্যতার খণ্ড খণ্ড ছায়া
রক্তে ফুলকি ভাঙে—কাহার শিকার—শত ধিক্
বোঝেনা সে, বুঝেও বোঝেনা শুধু স্বপ্নের ভিতর
দেখেছে সে প্রাণী এক প্রবল দন্তুর
লাল চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ ক্ষুধার্ত শরীরে ঘোরে—
অদ্ভুত চিকুর!

চেনে কি চেনে না তাকে স্মৃতি নেয় কেড়ে
অবচেতনের থেকে উঠে আসে অরণ্য-নেকড়ে !
কবে যেন ! কোন কালে, পরম্পরা পিছু হেঁটে—
নিজের অচেনা মুখ প্রতিবিম্বে রেখে সারমেয়
আজ তার জন্ম হয় নেকড়ে নয় কুকুরের পেটে
আজ তার স্বপ্নে তাই নিজের নিকটে নিজে হেয়
মানুষের সভ্যতার বশ্যতার পোষ্যতার অদ্ভুত
শিকলের ফাঁদে
বনের নেকড়ের ডাক গলে যায়—ভক্তের আহ্লাদে !

মধ্যরাতে এভাবেই, জেগে ওঠে 'ব্রয়লার' নারী
নিড়ানো দেহের রোম, জ্রযুগ শিল্পিত, ত্বক
মাসাজে মসৃণ—
মধ্যরাতে জ্যোৎস্নায় খুলে যায় চোখ তার বিস্ফার পলক
মনে পড়ে,—তারও মনে পড়ে—
মনে পড়ে কিংবা ভুলে যায়
কিংবা তার ভুলে যেতে যেতে ক্রমে আবছা মনে পড়ে
বংশ পরম্পর পরম্পর পরম্পর
কি ভাবে ভিতর থেকে তিল তিল নারীর পরাণ
ধীরে ধীরে শুষে নিয়ে বন্ধ্যা রেখে গেছে বৃহন্নলা
অথচ শরীর জুড়ে অবিকল স্তন যোনি
ঋতুময় রমণীর সব গূঢ় ছলা
মধ্যরাতে জেগে উঠে—জ্যোৎস্নায়, ভিতরের—
ছিটে ফোঁটা নারীত্বের ন্নন
নারী থেকে নয় আর, অবিকল নারীর মতন থেকে
জন্ম নেয় নারীর মতন অবিকল
মাথার ভিতর তার অবোলা যন্ত্রণা কাটে
সভ্যতার গুঁড়ো—ঝরে—মিথ্যে ঝরে আর
ক্রমাগত কাজ করে যন্ত্রণার ঘুণ।

## কবির অসুখ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

কবির কাছে বসে আছি
ইন্‌টেন্‌সিভ্‌ কেয়ার ইউনিটের ধূলিধূসর
জানালার কাচ পেরিয়ে গুটিসুটি
বিকালও আমার পাশে এসে বসল

এখন কবির চারপাশে শিলাজতুর মত গলে পড়ছে
হাসপাতাল
এত উষ্ণতা
অনেক গোলাবর্ষণের পর এখন
তাঁর শান্ত পশ্চিমরণাঙ্গণ বিছানার চারপাশে
দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে হাজার হাজার সূর্যমুখী

কবির পাঁজর কেটে, সেই ল্যাজ আপসানো
শেকড়গাড়া জ্বলন্ত কর্কটকে একবার দেখে নিয়েই
ফিরে সেলাই করেছে কেউ
ওটাকে উপড়ে তোলা যায় নি !

এজন্য কষ্ট পাচ্ছেন সবাই

কেবল কবির ভ্রূক্ষেপ নেই

তাঁর বুকে এ কোনো নতুন যন্ত্রণা নয়
জন্মতিল জড়ুল মুদ্রাদোষের মত
এ-তো আজন্ম

কবি এখন একে বুকে করেই বাড়ি ফিরবেন
যেমন এসেছিলেন ।

## ভাঙ্গী রমণীর ক্রোধে

ধুঁউশ করে জলে গেল ভিত থেকে চাল
মুহূর্তেই সংসার জঞ্জাল
ভাঙ্গী রমণী একা তাকাল উরুর দিকে তার
কালো ত্বক বেয়ে ক্রমে অর্থহীন নামে রক্তধারা।
এতদিন তার,—চোখের কোটরে শুধু গাঢ় ভয় ছিল
বড় অন্ধ, অসহায় ভয়
গভীর সন্ত্রাস ছিল সঙ্কোচ বেদনা
নিজের আজন্ম পাপ জন্ম অস্পৃশ্যতা
অপবিত্র শিশু স্বামী আত্ম পরিজন
আকাশ নদী ও ভূমি শস্যের মতন
মৌল শুদ্ধতাকে—

দখল করেছে বলে অপরাধে বড় ছোট ছিল
রক্তের মোড়কে রাখা মজ্জাগত গাঢ় অশৌচ
যাঁতার মতন তার বুক ভেঙে পিষেছে বিস্বাদ

তবু আজ, তার নগ্নতার আর—বাকি নেই
কোনো ঘোর ভয়—ব্রাহ্মণ বাটপাড়—
ধরণীর মত তাকে কর্ষণে করেছে রজস্বলা
শাড়ির সঙ্গে তার উড়েছে ভীরুতা
এখন ভিতরে তার শুধু ক্রোধ শুদ্ধ ঘোর ক্রোধ!
মন্দিরে যায় নি নারী দেখে নি সে অবিকল
তারই
নগ্ন কালো রক্তজিহ্ব প্রতিমার
অদ্ভুত বিশাল
এলো চুলে কাল শুর! খড়্গো জলে লাল
স্পৃশ্যতার কূটকচাল আজ জেনে গেছে ভাঙ্গী রমণী

শুধু দুই চক্ষু নয় ধ্বক্ ধ্বক্ কপালের চোখ
জ্বলে উঠে পেতে চায় পদতলে রাজপুত লোক
ক্রোধ তার জ্বলে উঠে বুক থেকে অস্ত্র বুকে যায়
উড়ন্ত সর্পের মত ভয়হীন পায়ের তলায়
পিষে যায় লোক নয় পোক্
ভাঙ্গী রমণীর শাপে খাক্ হোক
ব্রাহ্মণের দর্প খাক্ হোক।

## পৃথিবী দেখে না

কিছুকি আলাদা রাখো ?
শমীবৃক্ষে রমণীহে একা ?
সত্যকার এলোচুল সত্যকার রমণী-নয়ন
সত্যকার স্তন ?
খুলে রাখো নিজস্ব-ত্রিকোণ ?

তারপর চলে যাও বিরাট রাজার ঘরে—
আহা যেন স্মৃতিভ্রষ্ট অজ্ঞাতবাসিনী
খুলে রেখে চলে যাও সত্যকার শ্রোণী
হাসো তুমি অপমানে ছিন্নভিন্ন, হাসো বিমোহিনী

যে ভাবে অনন্তকাল হাসে বৃহন্নলা
যে ভাবে রমণীসমা ছুঁড়ে দাও কৌতুকের মত
ঘোরতর পরিহাস ক্রূর দিব্যছলা
ভেঙে দাও সত্যতাকে মাড়াও ব্যবসা, ওরা
তোমার বিধ্বংসী তেজ বাণিজ্য বোঝে না
গঠনের মধ্যে চুর ভাঙনের সঙ্কেত বোঝে না

নিজের ভিতরে তুমি একা কাঁদো
বড় অশ্রুহীন
বন্ধ রাখো ত্রিকালদর্শী ত্রিনয়ন

সত্যকার সঙ্গমের রণ
কে দেবে তোমায় নারী ?
কোথায় সে পুরুষোত্তম ?

তাই অভিনবা !
শমীবৃক্ষে শস্ত্র খুলে রাখো
খুলে রাখো রমণী ধরম
কিম্পুরুষের সঙ্গে ঘটে যায় পৃথিবীর
সমস্ত অফলা সঙ্গম !

আজন্ম আলাদা রাখো শমীবৃক্ষে রমণীহে একা
তোমার অনন্ত শক্তি
ধ্বংসে ছুটে যেতে যেতে
মূর্খের স্বর্গের মত পৃথিবী দেখে না

## সহজ-সুন্দরী : তিন

কাকে তুমি পাঠাও পিপাসা ?
আলজিভ ছোবলাও নীল অহিফেনে ?
কার দিকে ছুঁড়ে দাও শূন্যতার অঘোর-তামসী ?

কে শোষে নির্জল একাদশী ?

চাঁদ তার বারো কলা 'পানমুচকি' বৃথাই ফাটায়
আকন্দ আঠায় ঝরে ইন্দ্রদ্বাদশীর
গাঢ়তম জ্যোৎস্না ভলক
কার জন্যে ফোঁটা ফোঁটা বাসনায় গূঢ় হেমলক ?

রক্ত থেকে ফেলে দিয়ে রুহিতন দহলা নহলা
বামাসে দক্ষিণে গেছে যমদ্বারে যৌবন বয়সী
হেলায় চরণে তোষামোদ খাদু তাতারসি

যাদুর চেরাগ জেলে, শুধু খোঁজো শরীরের ছুরী
তাসের বাড়তি ফোঁটা ফেলে দিয়ে তখনি জহুরী
একেলা সে      তীব্র টেক্কা বুক পেতে দ্রুত ছুটে যায়
অমল তীক্ষ্ণ এক ফলকে ঝোরায় !

## ঘণ্টাধ্বনি

একটি ঘণ্টা একটিবার শুধু বেজে উঠুক
ভারী কাঁসার উজ্জ্বল, ভক্তিমান একটি ঘণ্টা
একটি বার বেজে উঠলেই
সমস্ত কুয়াশা ভেঙে ধাপে ধাপে নেমে যেতে পারত
উপত্যকার পর উপত্যকা
উঠে যেতে পারত আকাশের পর আকাশ···
পায়ের তলায় ফিরে আসত মন্দিরের চাতাল
অন্তঃরীক্ষে বিঁধে থাকত ভুবন-মোহনী চূড়া

দেখো !
একটি ঘণ্টাধ্বনি শোনার সুগভীর ইচ্ছায়
কিভাবে বাসনা গলিত হয়ে যাচ্ছে···
আমার ভিতরে কি তার মহিমময় ছাঁচ ?

আমার ভিতরে কি তৈরি হয়ে উঠছে
সেই ভারী গম্ভীর ভক্তিমান ঘণ্টা

একটি ঘণ্টা একটিবার শুধু
তারপর শুধু এক মন্দ্র ধাতব ধ্বনিবীজ
একবার বেজে উঠলেই ত্রিভুবন জুড়ে শুধু রণন রণন !
শুধু একবার বুকের ভিতর।

কি পায় তাহারা ?   যারা মুখে অত শান্তি নিয়ে
হেঁটে যায় সন্তর্পণ
কি চায় তাহারা যারা কোনোদিন পুজোর খুশিতে
প্রসন্ন ভীড়ের স্রোত ঈর্ষা করে নি ?

একবার ধুলো মেখে নিলে, একবার পথ
একবার রগড়ালে পথের পাথরে মুখ,—'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর'
দেখো বৃথা দিন যায়          দিন যায় দিন
সেই সব মানুষেরা যাদের ক্রন্দন ঘোরে শূন্যে শূন্যে
কোনো তারহীন

আমি কি তাঁদেরো পায়ে, তাঁদেরো চরণ রজে
রজের ভিতরে নত হয়ে   এ জীবনে, কখনো, কোনোদিন
জানবোনা, কাকে বলে দীনাতিদীনেরও চেয়ে      দীন

## ভাঙা ডানা থেকে

ভাঙা ডানা থেকে উঠে আসে ব্যথা
ব্যথা থেকে উড্ডীন স্মৃতি—
স্মৃতি থেকে জলফোটা ফুটেথাকা প্রেম
প্রেমের ভিতর যে সুখমরণ
তারকাছে মৃত্যু গুঁড়ো হয়ে হয়ে বল্মীক

কখন ডানায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে
সঞ্চারিত হয়ে যায়
স্থায়ী সঞ্চালন
তাই নিয়েই জন্মান্তরে ওড়া।

## বল

এই ঘোর কমলা-খয়ের অপরাহ্ণ
নিজেই আজ্ঞান
সমুদ্রের গান ওঠে সন্ধ্যা শঙ্খে কোনার্কের পায়ে
পড়ে আছে দীর্ঘ বালিয়াড়ী
লণ্ঠন জ্বেলেছে সূর্য লালটেম্ জ্বেলেছে
আকাশের স্বপ্ন ভায়োলেট ছিঁড়ে ওপারে নামাবে!

যেখানে কেবল জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না ভলক
যেখানে চরণ চিহ্ন চিহ্নময় পথ চলে গেছে
যেখানে করুণা; সমস্যা ভিতর খুলে উপ্‌চে আনে জল
মাথা নোয়ানোর মত বীর্য আর নেই
ক্ষমার মতন নেই— বল।

## বেলা যায়

এতখানি বেলা হ'ল, তবু কি বুঝি মা?
সংসার কেমন তোর? —কেমন সংসার!

সম্পর্কের শুধু ধূলা খেলা!

চতুর্দিকে ওঠে পড়ে শব্দ মায়া, মায়াশব্দ
শব্দময় মায়া

রাংতা ভড়ং রঙ্ আহা মাগো!
তোর ছেলে খেলা!

বেলা হ'ল, কখন, কি ভাবে মাগো!

এতখানি বেলা!

## হয়োনা পতিত

এই তো সকাল হ'ল এই তো সকাল
দর্পণে তোমার মুখ ভোরের দর্পণ গতকাল
সেই মুখ পুড়ে পুড়ে ক্রোধের আগুনে গনগনে
কি ভীষণ হয়েছিল, কি ভীষণ!
তুমি
তুমি কি মূলত এক জাদুকরী? মোহ-কুহকিনী?
না।
রাত্রি এক প্রগাঢ় কিন্নর এক লোভের হাকিনী
রাত্রি সব খায়, সব ভোর খায়, আলো খায়
সকালের উজ্জ্বল বিষয়
রাত্রি ভয়ঙ্কর তীব্র সর্বগ্রাসী এক দন্ত জিহ্বা
লালা ও লসিকা

সব মিলে গড়ে ওঠা সুবিশাল চোখ
লোভ যার অক্ষি গোলক।
তোমাকে সে অন্যভাবে জাগায় দুচোখে ঘোর তার
তোমার দেবীকে রেখে গাঢ় ঘুমে সে জাগায় ইন্দ্রজালিকা
তোমার ভিতরে রাখা সময় বিস্ফোরিণী অদ্ভুত যৌবন
এই তো সকাল হ'ল এই তো সকাল
দর্পণে তোমার মুখও হয়ে যাক ভোরের দর্পণ !
আমি কাল আবার দেখতে চাই এই পূত পবিত্র পবিত্র নয়ন
বরং মৃত্যুও ভালো, তোমার পতিত আত্মা তবুও জীবনে ঝলসানো
ঈশ্বর করুন যেন দেখি নাকো কাল !

## মহৎ মানুষ

সূর্য ভাঙে একা একা সূর্য জুড়ে যায়
শক্তিগুড়া থুৎকারে ছিটায়
:
ভাঙা ও জোড়ার কার্যে সূর্য বড় একা মাতোয়ারা

মহৎ মানুষ ও সূর্য
ভাঙে চোরে জোড়ে প্রবল একাকী
ভাঙা ও চোরার মধ্যে দেখে নেয় রক্তের স্ফুরণ
আত্ম শোণিত তাকে ভীষণ বাঁচায়
একা ভাঙে একা জুড়ে যায়

এই খেলা এই প্রয়োজন
নীহারিকা পুঞ্জ থেকে আকাশে উৎক্ষেপ করে তারা
ভাঙা ও জোড়ার কার্যে আত্ম মৈথুনিক
মহৎ মানুষ বড় একা মাতোয়ারা

## তুমি ও আমি

তোমার ভিতর থেকে ফেটে পড়ছে
বিদ্বেষ
আমার অন্তর থেকে ঝরে পড়ছে প্রণাম
তোমার ভিতর থেকে ঘুরে উঠছে ক্রোধ
আমার ভিতরে দেখো ক্রমাগত শুধু উঠছে নাম
এ ভাবেই জপ উঠে এ ভাবেই সরে যায় কাম।
তুমি সারাদিনমান অশ্বের উপরে
খর রোদে
আমি সারারাত্রি ধরে জেগে আছি ব্যথা
মর্মরোধে
তোমার ভিতর থেকে ফুটে উঠছে শ্রম তক্ত ঘাম
আমার ভিতরে দেখো ক্রমাগত উঠে আসছে নাম
এ ভাবে কাম যাবে, ফিরে আসবে প্রাণের আরাম

## শান্তি ও শান্তি

সূর্য প্রতিদিন ফাটে শান্তি কণিকায়
শক্তি ধীরে অনন্তে ছড়ায় কাল
অবনত ভেঙে যায় শক্তির প্রবল সকাশে
শক্তি, গাঢ় নৈর্লিপ্তির দম্ভ দেখে হাসে!

হাসিগুলি ফুল হয়ে ঝরে পড়ে আনন্দ বাতাসে!

আমার সামান্য এই দুঃখের ভুবন
এখানেই করেছি তাই, ফুল ফোটানোর আয়োজন
এখানেই পাতা খুলে, ক্রমে ক্রমে শাখাগুলি
সোনার বৃক্ষেতে উঠে আসে
ফুলগুলি হাসি হয়ে ঝরে যায় আনন্দ বাতাসে!

হাসিগুলি উঠে যায় জমে যায় রৌদ্রের কণায়
রৌদ্রগুলি সংহত হতে হতে ক্রমে হীরা হয়,
হীরাগুলি জমে জমে সূর্য হয়, দীপ্ত সূর্য হয়
সূর্য মেশে মহা সূর্যে শক্তির নিলয়

ফুলগুলি সেখানেও শ্বেত শুভ্র, ক্রমে 'শান্তি' হয়।

## নিমকাঠ

হায়!
কেন এই নিমকাঠ?        এই তেতো দেহ?
দেহ থেকে দূরে যাও মোহিনী মহিমা
দাহ কঠিন বিদেহ

এখন নিশিত ক্ষণ শাণিত নক্ষণে হবে
আবর্ত তক্ষণ
এখন মন্দিরে আনো নিম জগন্নাথ

কাহার উদ্দেশে এত নিমফুল ফুটে ওঠে ঝরে—
এত নিমফল ফোটে?  তিক্ত মুক্তা
টোপা টোপা নিম        অশ্রুকণায় নিম মধু?

হায় কেন?        কেন এই নিমকাঠ চাও?
এই তেতো দেহ?

পুতুল বানাবে?  মূর্তি?  অনন্ত মোহিনী?
ফিরে যাও চন্দনের কাছে
মেহগণি অজচ্ছল আবলুশ রয়েছে হায়!
কেন?

নিমকাঠ ভেসে যাক্    সমুদ্রে রয়েছে    খুন
রয়েছে প্রকৃতি আর টাইফুনে দুরন্ত রিজার্ভ
আবহাওয়ার আঙুলে নিপুণ
দুর্যোগের দক্ষ বাটালিতে—

এই দেখো!    দেহ নেয় যে আমার বিমূর্ত প্রণয়
যে আমার নিমকাঠে প্রতিকোষে আয়নায় আয়নায়
যে আমার সমগ্র আমিকে করে তক্ষণে সৃজন
নিজের শরীর খুঁড়ে গড়ে দেয় কৃষ্ণ চেতনাকে
হস্তবিহীন তার খুলে যাওয়া বাড়ানো দুহাত

এই দেহ অধিবাসী আদিবাসী নিম জগন্নাথ!

## কবিতা

ছেড়ে যেও না                                    থাকো!
ও আমার বাজারে না বিকোনো
লোহার অলক্ষ্মী।
অশুভ রমণী, তুমি থাকো।

এই দেখো,        যশ অর্থ কাম মোক্ষ
সব ফেলে দিয়ে
নিঙড়ে ধরেছি আয়ুষ্কাল
অয়ি তৃষাতুরা

তুমি শুষে নেবে বলে        দেখো!

এই দেখো একেলা রাত্রির কালো
নিকষ-বিড়াল
নির্নিমেষে তারার নখরে
শরীর আঁচড়ায় আর চিহ্ন আঁকে
কেবল তোমার!

ছেড়ে যেওনা                                    থাকো।
তুমিই আমার একমাত্র ধর্ম হও
আগুনের যেমন দাহিকা
আমি যেন সৎ হই তোমার অজ্ঞানে
এই একা সতীদাহে পাশে পাই
তোমাকে কেবল !

হুঙ্কার অস্থির মারে ভেঙে দাও
আমার কপাল।

## কালো ঘোড়া

চিৎকার উঠেছে শুকতার
চমৎকারা অন্ধকারে নানান আঁধার
ছুটেছে বিদিকে
ডেকে উঠি মুঠোয় চাবুকে

কালো ঘোড়া আয় কালো ঘোড়া

অন্ধকারে নির্নিমেষ আপ্‌সায় আঁধার

সমগ্র কৃষ্ণতা নিয়ে হয়মুখে
নির্মম ব্যাদানে

হ্রেষায় হ্রেষায় কাঁদে
অশ্রুজ্বালা তীব্র ছিলা ছেঁড়া
ছিঁড়ে যেতে চাই তার পুচ্ছের ঝাপ্‌টায়
বালামচি স্রোতগুলি যেমন
অকাম কৈশোরে
অন্ধকার কলঘরে নগ্ন কিশোরীর—
চুল ঝাড়া
চুল থেকে ঝরে জল
কৃষ্ণ গোলাপ কালো, যুঁইফুল তোড়া।

গন্ধমন্থন এই আসক্তির ছিন্ন লাগামে
দুই পায়ে ঊর্ধ্বমুখ হ্রেষা তোলে
কালাকাল জোড়া

আমার চাবুকে, ডাকে, ছুটে আসে
মানুষেরও অধিক সত্তায়

কালো ঘোড়া প্রিয় কালো ঘোড়া

## মরণ

বেশ কেমন হাল্‌কা নীল রঙের শার্ট পরেছে আকাশ
শার্ট মনে করতেই ছুট্‌
বালির উপর দিয়ে দিয়ে ছুট ছুট ছুট
ছুট্‌ মনে করতেই সমুদ্র আঙুল
শাদা ফেনা নখে খামচে ধরা হলুদ সৈকত
আঙুল মনে করতেই চাঁপা গড়ন মরণ!
গড়ন মনে করতেই আঙুলে আঙুলে কথা বলা
কথা বলা মনে করতেই পুরন্ত ঠোঁট
ঠোঁট মনে করতেই হাসি —হাসি থেকে
চোখের নীলতারা
নীলতারা মনে করতেই আবার নীল শার্ট
নীল শার্ট মনে করতেই নীল আকাশ
নীল আকাশ মানেই বালির উপর
ছুট্‌, ছুট্‌, ছুট্‌,
পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে —মরণ
দুখানি অমল চরণ
চরণ মনে করতেই চুম্বন চুম্বন চুম্বন চুম্বন!
চুম্বন মনে করতেই নেমে আসা নীলতারা
জোড়াভুরু চোখ

ভুরুর মাঝখানের ঘূর্ণি                ভিতরের ভিতর
নীলতারা                নীলতারা মনে করতেই আকাশ
আকাশ মনে করতেই আবার নীল শার্ট
নীল শার্ট মনে করতেই কেবল বার বার
ঘুরে ফিরে, ফিরে ঘুরে আবার—
আকাশ, আঙুল, চোখ, ছুট, হাসি, চরণ—আবার নীল শার্ট
মরণ !

## বিমল হাওয়ার হাত ধরে

যতবার ঘরে ফিরতে চাই    ততবার    সমুদ্র
ঢেউয়ের পর ঢেউ    যুদ্ধের পর যুদ্ধে    ডেকে নিয়ে যায়
প্রথমে হু হু হাওয়ায়    উড়ন্ত সাপ হয়ে ছুটে যায় আমার মাফলার

যাদের গেঁটে বাত চাগিয়ে উঠেছে
গলার তলায় ঝালরের মত মাংস
ঠোঁটের পাশে শাদা অসুখের চিহ্ন
তাদের কুক্ষি খুলে যাচ্ছে আমাদের গত করার জন্যে—

যাদুবলে সমুদ্র থেকে জেগে উঠছে অবাস্তব মখমল বিছানা
থাকে থাকে তাকিয়া বালিশ
থালায় চিরাচরিত আঙুরগুচ্ছ আর ভৃঙ্গারে লাল সুরা
এবং সিনেমায় যেমন দেখা যায় তেমন    মুরগির স্বাস্থ্যবান রোস্ট

মধ্যসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের আওয়াজে আমি তাদের ডাক
শুনতে পাইনে

গুঁড়ো জলের ফিন্‌কিতে তাদের হাতছানি ঝাপসা লাগে

একদিকে ন্যাংটো শীত থেকে খুলে আসছে শুকনো চামড়ার পলেস্তরা

আর একদিকে ক্যানিউট চেয়ার
সমগ্র কালের পরিমাপে আমার তাৎক্ষণিক রাজাসন
ঢেউএর মারে উল্টে যাবার অপেক্ষায় সাজানো

একথা জেনে গিয়ে আমি    বমল হাওয়ার হাত ধরেছি
উড়ন্ত মাফলারের দিকে ক্রমে ক্রমে ছুঁড়ে দিচ্ছি
আমার সোয়েটার কোমর বন্ধ মোজা এবং মাঙ্কিক্যাপ…

## জ্যোৎস্না

ঠিক তেমনি জ্যোৎস্না    কার্ণিশে নীলাভ ছায়া
ঘুম ভেঙে ঢুলতে ঢুলতে দরোজা খুলে দাঁড়ানো
ঠিক তেমনি হাস্নুহানা
জ্যোৎস্না মাখতে মাখতে কীযেন স্বপ্নে
কষ্টে
জেগেওঠা মাতৃহীন

কপালে চুলের কালো স্প্রীং
শরীরে কিন্নর গন্ধ    সঁপে দেওয়া আশরীর নির্ভরতা    মা

এ বছরও    হাস্নুহানা বাহিরে প্রবল
অভ্যাসবশত জেগে ওঠা
যেন জ্যোৎস্না কোনো আহ্বানে দুলে উঠছে

এ বছরও    কার্নিশে নীলাভ ছায়া
দরোজা খুলে দেখি
ভাঙা ডিশে জ্যোৎস্নার টুক্‌রো ছড়িয়ে দিয়ে
কেউ চলে গেছে !

টোকাহীন দরোজা    নীরেট    অপ্রত্যাশ

কত জন্ম কত জন্ম একা এইভাবে
একা
দুজনের জন্য জ্যোৎস্না সহায়    এই    মানব জীবন।

## যাবো

আকাশ ভেঙে পড়লেও দেখো
আবার উঠে দাঁড়ায় আকাশ
দেহ ভেঙে পড়লেও উঠে দাঁড়ায়      বিদেহ
পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও বলতে হয়      আরো যাবো

শূন্যে তৈরি হয়ে ওঠে গমন
নীহারিকায় দুলে ওঠে নিশানা।

সময়, পাশাপাশি আলাদা উড়াল পথ
সে
এইকাল থেকে সরে অন্যকালের ভাঁজে চলে গেল
আমি সীমানায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়েছি
শূন্যে তৈরি হয়ে উঠছে গমন
নীহারিকায় দুলে উঠছে জন্ম জন্মান্তর      জন্ম জন্মান্তর।

## প্রেম

যখন পায়ের তলায় পেতে দিতে হয় বুক
বুকের ভিতর তুলে নিতে হয় পা
যখন অহংকার   সকল অহংকার হে আমার
ঝরিয়ে দিতে হয় মানুষের চরণধূলায়

ভিতর সেতার থেকে ছিঁড়ে ফেলতে হয় একটি ছাড়া
অযথা সব তার

তখন একটি একতারা হয়ে
শেষ বিকালের সূর্যকে বলতে হয়   'থামো'
—থামো দিনমণি থামো

'তার মৃত্যু হয়েছে'—লিখতে গিয়ে কেউ
মৃত্যু শব্দটাকে উপড়ে ফেলে দেয়

ডুবন্ত সূর্যের আর্কল্যাম্পের দিকে
দুই হাত তুলে চিৎকার করে ওঠে—'থামো'
দিনমণি থামো

তার প্রেম হয়েছে    প্রেম হয়েছে    প্রেম।

## সেই মানুষ

একজন মানুষ যখন শরীরে শক্তি নামায়
সে দেওয়াল গলিয়ে দিতে পারে—
ঘরের চংক্রমণ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে
প্রপাতের ফিন্‌কির মত
যদি চায়
চাওয়ার মধ্যে দিয়েই শক্তি নামায় সেই মানুষ

তুমি কেন সেই মানুষ হতে পারো না ?

## গুটিয়ে যাওয়া

একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিলে নিজেকে
হরিদ্বারে তোমার সবুজ চাদর দেখা গিয়েছিল
স্যুইডেনের লেটারবক্সে তোমার পাঠানো নীল চিঠি !
পুনায় কোন সভায় দেখেছি তোমায়, গলায় মালা
আমেরিকার কোন পত্রিকায় তোমার ছবি
আল্পস্-এর তলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ কে যেন বলেছিল—
"সরসীকে আজও মনে পড়ে ? কেমন আছে সে ?"

এখন গুটিয়ে নিচ্ছ ক্রমশ !

কোথাও আর তোমার সবুজ চাদর দেখা যায় না
কাউকে নীলচিঠি পাঠাও না তুমি
বক্তৃতা দাও না—ছবি ছাপাও না—সবার মন থেকেও
ক্রমশ সরিয়ে নিচ্ছ নিজেকে

তুমি কি সেই কথা বুঝে গেছ সরসী
যা মৃত্যুর সময়েও মানুষে কিছুতেই বুঝতে চায় না !

## হারানো খেলনা কৈশোর

হারানো খেলনা কৈশোর, আমি পুরানো আলমারির
স্ফটিক হাতলে হাত রাখি   হাত
অহেতুক কেন কাঁপে ?
কপাটে কপাট, কী রেখেছ তুমি
হে নিকষ মেহগনি ?

খয়েরী আঁধার ভিতরে তোমার
বানায় খেলনা, ভাঙে—
বুকের উপর আবলুশ টিয়ে
ঠুকরিয়ে খায় ফল
ফল নয় কাঠ, কাঠের আঙুর
আঙুরের অবিকল।

হারানো খেলনা কৈশোর
তুমি কপালে শুখানো নদী
ঘুমের গোপনে অতর্কিতের
স্বপ্নের রাহাজানি
কি দেখেছ ঘুমে, মুছে গেছে ঘুমে
স্বপ্ন উথলে জল
জল, না জলের রেখা সৈকতে, লবনের অবিকল
হারানো খেলনা কৈশোর
তুমি ফাল্গুন বৈকাল
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, নয় স্মৃতি
স্মৃতি না স্ফটিক কাচ
হাওয়া দেয়, হাওয়া, বাতাস না যাদু
যাদু নয়, অবিকল।

## কি মন কেমন

তুলো ওড়ে, সোনালী সুতার গুচ্ছ জরের ভিতরে তুলো
উড়ে যায়, স্মৃতিময় দুঃখময় ছন্ন ছোটবেলা
আকন্দ কাজলে চোখ মেজে যাই দর্পণ পেরিয়ে আরো দূরে—
ঘর বাড়ি স্কুল রাস্তা শৈশবের নিবিষ্ট জটিলে চলে যাই–।
এই জরে, বিস্বাদে, সাধ যায় আকন্দের ফুল,
আহা তার ক্ষীরবর্ণ, প্রগাঢ় বেগুনি আভা রেখা !
আহা তার গরম শালের মত সুখস্পর্শ পাতাদের —
অজস্র সবুজ !
আহা তার গুচ্ছ গুচ্ছ কৌটার মতন কুঁড়ি ফুল
সেও ত আমার খাদ্য, সেইরূপ, অনুপান
রোগের শমন !
আকন্দ, আকন্দ, ক'রে বহুদিন পরে আজ
কি মন কেমন !

## ফুলখেলা থেকে কত দূরে

ফুলখেলা থেকে আমি কতদূর—বহুদূরে আছি—
এখানে বসন্তে আর ধরেনা হলুদ—
ওড়ে না তো নীল মৌমাছি !
এখানে পরাগ বৃষ্টি স্বপ্নময় করেনা রোদ্দুর !
এ ভাবেই দিনগুলি ভেঙে আসে
বিশাল পাথর থেকে খুলে পড়ে বাড়তি খণ্ডের মত—
সময়ের কঠিন তক্ষণে !

ক্রমশ ক্রমশ এক মূর্তির আদল উঠে আসে
দিন ঝরে, দিন ঝরে, এ ভাবেই ঝরে পড়ে—
অবোলা পাথর !

ফুলখেলা থেকে দূরে এই ত্যক্ত একেলা গুহায়
কী আনন্দে দিন যায়, রাত যায়—রাত দিন যায়।
এখানে স্বপ্নের কোনো শেষ নেই –
ভিতরে দর্শন

দর্শন ফেরায় এক নির্মাণের পঞ্চ প্রদীপ
শিখায় শিখায় কাঁপে আরতির অগ্নিময় লেখা
আমার প্রতিমা ওঠে পাথর খোদাই হয়ে
একেলা একেলা।

## রাখাল বালকের প্রতি

কে বলেছে সব গেছে ?
ওরা কি তোমার সব ছিল ?

রাখাল বালক তুমি উজীরের জরির পোষাক
ছেড়ে আজ, রাজকোষ থেকে নাও তোমার নিজের গচ্ছিত রাখালের লাঠি
ছিন্ন বাস, লোহার তাবিজ !

বহুদিন পরে ঐ চেয়ে দেখো বিকালের স্বর্গের টুকরা
দেখো আকাশের সমান আকাশ
মেঘের মেঘের পিঠে পৃথিবীর সবচেয়ে কোমল পশম

রাখাল বালক দেখো উপত্যকা বেয়ে নেমে যায়
যা ছিলো তোমার সব, সাথী ও আত্মীয়, সব
মানপত্র, করুণ উপাধি !

তোমার একেলা নিয়ে এইবার ফুটে ওঠো
পৃথিবীর সহিত পৃথিবী
ব্রাহ্ম ভোরে, ব্রাহ্ম সন্ধ্যাকালে

এই তো তোমার সব, রাজকোষে যা ছিলো গচ্ছিত,
ছিন্নবাস, রাঙালাঠি, লোহার তাবিজ
আর এই নিজস্ব একেলা !

## যাওয়া

মনের ভিতরে মনে হাত রেখে বলো ? —চাও ?
যথার্থ একেলা হতে ? —চাও ?
চাও ততদিন যতদিন ল্যাজ নাড়ে গন্ধ ঘেঁষে ঘোরে—
একপাল খ্যাতির কুকুর ।

একা হতে চেয়েছিলে
তবু কেউ রুমাল নাড়েনি বলে দিল্লী কালকার—
ট্রেন থেকে নেমে গেল পার্বতী মিস্ত্রির
সন্ন্যাস নেবার পরও চিদানন্দস্বামী
দরজায় কলিঙ বেল রেখেছিল অভ্যাসবশত !
অভ্যাবশত শুধু ? মনের ভিতরে মনে হাত রেখে বলো ?

যূথবদ্ধতার গন্ধ বড় গাঢ় মায়াবী গহন
বিস্বাদ জয়ের মতো নাহ'লে চলে না
ছদ্ম একেলামনা ছেড়ে দিয়ে ভীড়ে
কে যে কত ভালোবাসে কে যে কত চায় ?
কে যে কেন ভালোবাসে কে যে কেন চায় ?
সব কিছু জেনে গিয়ে ভিতরে একলায়
ক্রমে যেতে থাকে

শুধু দেখো যেন এ যাওয়া জানেনা কেউ
এ যাওয়া বোঝে না ।

## কে জানে তা ?

কার কোথ থেকে শুরু ? কে জানে তা ?
কেউ ক্রোধ থেকে বলে কেউ দুঃখ থেকে কেউ সরলতা
জল থেকে কেউ শুধু শিক্ষা নেয় অবিকল কত অনায়াসে
আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায় গাঢ় তরলতা
কারো শুধু অন্তঃসত্ত্বা তীব্র, বিকল।
বাতাসের কাছে কেউ মুক্তি খোঁজে, কেউ গতি, শ্বাস
আকাশের কাছে কেউ খুঁজে মরে আকাশেরো
উপরে আকাশ ?

কার কোথা থেকে শুরু কে জানে তা ?
কে শুধু বিফল মরা থেকে ফের মরুস্থানে ছোটে
কার ছুট ভেঙে যায়, ঘোর সফলতা

কে নেবে তারার থেকে ধার ? কে নেবে গাছের কাছে ঋণ ?
কে আবার রৌদ্র থেকে তাপ ? কে কাড়বে হাওয়ার স্বাধীন ?

কার কোথা থেকে আসে, কোন মূল ? কোন বীজ ?
কোন ভাষা থেকে কথকতা
কে জানে তা ?

## রৌদ্র

রোদ্দুরে কেবল আজ রোদ্দুর রয়েছে আমি যাই
ভিতরে জঙ্গলে যাই
এখন জ্যৈষ্ঠের দিনে জঙ্গল না বলে, ওকে মর্গ বলা ভালো
বৃক্ষদের মরাদের আগাছার মর্গ
ঝাঁঝাঘোর এ-নিমতুপুরে গাছ গাছ ? —না জ্বালানি
একা অঙ্গে অঙ্গে পোড়ে রৌদ্রের চিতায়

চণ্ডাল আকাশে বেঁধে শাখাদের লক্ষ কোটি নখ
আকাশে নখর ফুঁড়ে ঝুলে আছে ছালফাটা
সার সার ছন্ন মৃত গাছ।
ছাড়ানো পাঁঠার মত সার সার ঝুলে আছে
মাটিতে পা ফাঁসি দেওয়া
শটিত উত্তাপে!

আলগা শিকড়ে শুধু লেগে আছে
শুকনো মাটি ঝুরো!

ঝামার মতন কিছু বেবাক মৃত্তিকা রোদে
অবোলা চামার।

ঝি ঝি হাওয়া ভূতগ্রস্ত ক্রমাগত ঘুরে যায়
স্বপ্নের ভিতর গাঢ় অঘোর স্বপনে

স্বপ্নের ভিতরও যায়, ধুলো যায়, বিঘূর্ণিত
হলুদ খয়েরী লাল উগ্র গেরুয়া।

শুক্‌নো পাতার রাশি   এলোমেলো ভাঙচুর করে

এসব রঙের কোনো মার নেই, শেষ নেই কোনো
আরম্ভও নেই।

এসব স্তূপের বুক শুক্‌নো করে রেখে গেছে
রোদের বারুদ!

লু হাওয়ায় আচ্ছন্নের মত ঘুরি একা
কবে যেন শেষ ভাপ ছেড়ে গেছে মৃত্তিকার বুক
তামার মতন রঙ ফেরাচ্ছে দিক ও বিদিকে
মরীচিকা নাচে ছন্ন, উত্তাপপ্রবাহ
ছিঁড়ে ফেলে দৃশ্যধারাগুলি

ঢুকে যাই বৃক্ষ নয়, রোদ্দুরের গূঢ়মধ্য অগ্নির প্রদেশে
ঢুকে যাই তাপের উনানে!

যেখানে কেবলি ফেনা ভাঙে স্থনমাটি
ফুটে ওঠা হাঁ-করা ডোবার
তলপেটে কিছু কালো জল।

জন্ম দেয় একলক্ষ তারা
তারা না সূর্যকণা ? আগুনের হীরা
রুলটানা জ্যোতিরেখা দীর্ঘ ঝিলিক চোখে বেঁধে
বড় গাঢ় বেঁধে !

আমি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে সূর্যপাত দেখি
রোদ কাঁপে, দৃশ্য কাঁপে, তাপের প্রবাহ বড় কাঁপে
আমিও ওই সূর্যপোড়া নীলে
দুহাত বিঁধিয়ে ওই—বৃক্ষদের অবিকল বলি—
"অগ্নি খাবো দাও—দাবদাহে জ্বালাও আমাকে
এখন রোদ্দুর সব রোদ্দুরেই সর্বস্ব
রোদ্দুরই আমার মধ্যাহ্ন গায়ত্রী ওঁ
ভূ ভূর্ব স্ব।

## অরণ্যে এসেছি আমি

অরণ্যে এসেছি আমি না-কি
ওই মগ্ন বনদেশ আমায় টেনেছে
কিছু না জেনেও কেউ
কিছু না বুঝেই কেউ কী ভাবে যে ডাকে
কখন যে ডাকে ?

রৌদ্র থেকে ঝরে আসে সুন্দরের গুঁড়া
হেমন্তে নিহিত থাকে এক বন পাতার নিয়তি
সূর্য ঢাকা গাছে গাছে
ধরে আছে থরে ও বিথরে
পূর্ণতা উপচে যায় ! রূপময় ঘড়া—

উল্টে গিয়েছে যেন        ডুবে যায় হাঁটু
শুকনো পাতার ধীর নিঃশব্দ পতন
কেবল শব্দ ওঠে পায়ের তলায় মড় মড়
সমস্ত অরণ্যে আজ হেমন্তের অন্তিম অমোঘ
পত্‌ঝর      শুধু      পত্‌ঝর !

চোখের ভিতরে ঢোকে      স্তূপ স্তূপ
হলুদ বাদামী ক্রোম ব্রঞ্জ ও খয়েরী
পোড়া লাল তামা
উপচে রয়েছে

অদ্ভুত বিষাদ মেখে লুটিয়ে রয়েছে একা
জীবনের অতীব পূর্ণতা !

অরণ্যে এসেছি আমি শিকড়ে বাকড়ে
কাটলে বাকলে দেখো শ্যাওলা ধরেছে আর জলেছে ছত্রাক
দেখো আজ রাগ করে ভিমরুল উড়েছে দেখো তার ডানা ও দেহের শব্দ
হেলিকপটার

অরণ্যেই তাকে খুঁজি   কেউ নেই অলৌকিক
সব হতে পারে
যখন হেমন্ত আসে
যখন কুহক লাগে
অরণ্যের পড়ন্ত সংসারে ।

## সূর্য

অজস্র মাছ এঁকেছ উর্ধ্বমুখী
সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে আসছে জাহাজের দিকে
অথচ সূর্য তুমি কোনোদিন জাহাজ দেখনি
সমুদ্র দেখনি জানে

দেখনি মাছের উঠে আসা
দেখনি শৈবাল, ঝাঁকি, গতির দুর্বার
দেখনি মাছের গায়ে জলে ওঠা ধ্বক ধ্বক
আঁশ !

সূর্য কোথায় থেকে এই মাছ সমুদ্র জাহাজ
উঠে এল মাথায় তোমার ?
বেয়ে নামল আঙুলে ও চোখে ?
কোথায় ? মাথার মধ্যে ? কিংবা বোধিতে ?
জন্মান্তর থেকে ? না-কি হৃদয় উৎসার
তৈরি হল সমুদ্রের ছবি

তোমার অজস্র মাছ ঊর্ধ্বমুখী
সমুদ্র জাহাজ
ছবির ভিতরে গতি কোমলের উপর নির্মম
সূর্য তুমি আঁকার ছুতায়
খুলে দিলে মানুষের বাক্য ও মানসের
গোচরেরও পার

মানুষের ভিতরের তীব্র অতিক্রম।

## একা জল

মধ্য দুপুরে একা জল
কোনো ঢেউ নেই শুধু আভূমি কম্পন
এবং একটি কাচ্-ফড়িঙের একা ঘুরঘুর।
এরই গূঢ় ঔদাস্য জেনে গিয়ে বিষণ্ণ রোদ্দুর
একা চলে জলের ভিতর

আলোর সমস্ত ছটা বেঁকে যায়
প্রতিসরণের মত জন্ম নেয় আলাদা স্মরণ

মধ্য দুপুরে একা জল

কটি পলে নিয়ে আসে জাতিস্মর হীরার ঝিলিক্‌।

## জলের পুতুল

খুব বড় বিস্তারিত জলে
ক্রমশ নিম্নে, নিচে—মহিম্ন গভীরে তুমি নারী
নেমে যাও!
তলাও সাহসে!
শ্যাওলা হয়ে উঠে যাক দিশাহারা চুল
সবুজ দেখাক ত্বক      ফিরোজা আভায়      মাছ
জলের মানুষ ভেবে নির্ভয়ে ঘুরুক
উরুর চতুর্দিকে, বাহুমূলে ভ্রান্ত কেশজালে
বক্ষমধ্যে দুলুক দোলক হয়ে অশ্মফুল বর্ণাঢ্য শামুক
তুমি
মৃত্তিকার রমণীশরীর নেমে যাও
জলের ভিতরে নিচে সলিল ভুবনে গাঢ়
প্রতিস্থত রৌদ্র বিচ্ছুরণে      নীল   কোবাল্ট নিয়নে মেলো
বিস্ফারিত চোখ মেলো   দ্যাখো
জন্মান্তর ভেঙে ভেঙে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসে স্মৃতি
তোমাকে ফিরিয়ে দিতে স্বভাবী সাঁতার      দ্যাখো
পুচ্ছের আদলে দোলে দুচরণ উতল সলিলে নারী   দ্যাখো
অভ্যাস ফিরেছে ফের      ভেসে যাচ্ছ মাছের ভঙ্গীতে
গাঢ় সুখে

দ্যাখো,
জলে হাত রাখে জল জলের ঊর্ধ্বচাপ রৌদ্রে শিহরিত
[illegible] আঁশের মতো থিরথির স্পর্শের শীৎকার

দুবাহু ডানার মতো, পাখনার মতো করে মেলে দিয়ে জেনে নাও নারী
একদিন ছিলে তুমি জলের পুত্তলী ছিলে জলজা অপ্সরা

ছিলে শুদ্ধ নক্ষচরী!

## প্রাকৃত বিপ্লব

বাতাসে একেলা যায় গর্জনের বীজ
দুলে দুলে চলে যায় এক প্রজন্মের থেকে
প্রজন্ম অন্তরে একা একা

রৌদ্র খুব খর হলে স্পৃষ্টিমান নিযুত পরাগ
খসায় স্বর্ণের মত হেমপাতাময় সোনাঝুরি
অজস্র কেঁচোর কর্মে কুঁকড়ে ওঠে মৃত্তিকার গাঢ় উর্বরতা!
শান্ত গোধূলি আলো একা অবনত মুখে
নির্বাক রুধিরহীন প্রাকৃত বিপ্লব

ইতিমধ্যে ঘটে যায় দ্রুতবেগে উত্থান পতন
মরে বাঁচে যুদ্ধ করে মানুষের স্বর্ণসভ্যতা!

## শুধু

যে ভেঙে পড়ছে তাকে ভেঙে যেতে দাও
যে গড়ে উঠবে তাকে গড়ে তোলো শুধু
একেলা যে যাবে, তার দ্বার খুলে দাও
যে তোমাকে চায় তাকে বুকে রাখো শুধু
এমন ভাবেই স্বভাবেতে ছেড়ে দাও
কোনো টান নয়, ছেড়ে দেওয়া যাক শুধু
আসক্তিহীন উদাসীন ভালোবাসা
এই রাখো বুকে, এইটুকু রাখো শুধু!

## নিসর্গ

জনমানব দেখবেনা জেনেও ছাখো
প্রবল জ্যোৎস্নায় নিশিন্দাবন
সব ডালপালা ঊর্ধ্বমুখে ছড়ায় ছিটায়
হা হা করে ওঠে সব সবকিছু—
পরীময় কাক জ্যোৎস্নায়

জনমানব দেখবেনা জেনেও ঝিরি নদী
অভ্রগুঁড় বালুকায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ক্রমাগত ছেড়ে যায় জ্যোৎস্নার আঁশ
কার্পাসের বীজ ফাটে
বাতাসের চুলে নখ, রেখে ওড়ে গর্জনের বীজ—
অর্জুন গাছের ছাল ভিজে যায় জ্যোৎস্নার রসে

জনমানব দেখবেনা জেনেও ছাখো
আকন্দের ফুল
একটিও পাপড়ির কৃপণতা করেনি কখনো
জ্যোৎস্নার দুধ, নির্জনে নিয়েছে তার মরকত ডাঁটায়
ঝরেছে একেলা একা কারুকার্যময় সজিনার ফুল!

এভাবেই একদিকে নিসর্গের কাজ
নির্ভেজাল বজ্রময় নম্র নিষ্ঠাবান

অন্যদিকে ভাঙাচোরা নষ্ট কৃত্রিম কিছু
ভেজাল মানুষ!

## নাকাড়া বাজছে

নাকাড়া বাজছে, পাহাড় বাজছে
নাকাড়া বাজছে, বনের ভিতরে -
আঁধার বাজছে
নাকাড়া, নাকাড়া, নাকাড়া, নাকাড়া
মনে হয় যেন বুক ফেটে যায়
বুক ফেটে যায় বুকের চামড়া!

কিসের কাঁদন? দুরু দুরু দুরু—
বুকের ভিতর সঘন কাঁপন
চমকায় ধ্বনি, ধ্বনি প্রতিধ্বনি
ফেরায় পাহাড়—পাহাড়ের বুক
বুক থেকে বুকে ছড়ায় আওয়াজ—
নাকাড়ার বুকে ধরে রাখা বাজ
বাজের শব্দ, শব্দ ভাঙছে, প্রবল ছন্দে

মানুষ শুনছে, মানুষ বুঝছে
ভয়ে—আনন্দে! ভয়ে আনন্দে!
নাকাড়া বাজছে, পাহাড় বাজছে
বনের ভিতর বৃক্ষে বৃক্ষে তালে তালে তালি
রাত্রি বাজছে দিবস বাজছে
ওপরে আকাশ, ছড়ানো নাকাড়া
নাকাড়ার বুকে ছাওয়া আছে নীল
মহাকরোটির মোহন চামড়া
চাঁদ মাঝখানে ক্ষুদ্র চাকৃতি
যেখানে হাড়ের তাশের আঘাতে
বুকে ঢেউ উঠে জোয়ার জাগছে
নাকাড়া বাজছে পাহাড় বাজছে
ঝম্ ঝম্ ঝম্ শাখো করতালি
পাতায় পাতায় জ্যোছনা ঢালছে

ধ্বনির রূপালী ভয়াল আওয়াজ
আকাশে যে ঘোরে সেই একা বাজ
নাকাড়া ফাটায় নাকাড়া ফাটায়
পাহাড়ে এখন সুরের স্বরাজ।

## রবীন্দ্রনাথের নামে

রবীন্দ্রনাথের নামে
আজও নামে
স্তরে স্তরে ধারায় ধারায়
বুকের পাথর ভেঙে অহেতুকী
আনন্দ ক্রন্দন।
খুলে যায় হৃদয় নন্দন বনে
ক্রমাগত দুয়ারের সারি
রবীন্দ্রনাথের নামে
আঁচলে বিশ্বাস বেঁধে
যেন যেতে পারি
মিথ্যার ক্ষণিকলোক থেকে
অনঘ অন্তলোকে
একা একা পাড়ি।

## অনুভবে জেনেছিলে

গগন ঠাকুরের জলরঙা ছবি থেকে হঠাৎ
সত্যিকার ছলছলিয়ে উঠল পদ্মা
জল ঝাঁঝির মৃত্যু গন্ধ
চমকে উঠল চক্‌চকে আর্টপেপার থেকে
স্থির চিত্র থেকে উড়াল দিল বকের সারি

সূর্যাস্তের কমলায় মিশতে লাগল
বেগুনফুলের আভা
ছোট্ট, চীনেবাদামের খোলার মত বোটটা
ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল !

আর এখনই লিখতে লিখতে
শাদা মেরজাই পরে উঠে এলে তুমি
গলুইয়ে দাঁড়ালে দীর্ঘকায়

ক্রমশ অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে এল সব

তখনই কি ভবিষ্যৎ মিশে গেল অতীতের দিকে
তখনই কি চরের ভিজে ওঠা সাদা বালির ওপর কেউ
পায়ের ছাপ ফেলতে ফেলতে ফেলতে ফেলতে
ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে উঠে এসেছিল কেউ ?
চাঁদ না ওঠা অন্ধকারে
নদী পারে
কেউ ?

অনুভবে জেনেছিলে ?      অমল !

---

'যখন এসেছিলে অন্ধকারে' গানটি স্মরণে রেখে

## অলোক-সামান্য ভালোবাসা

কী কোমল অলোক-সামান্য ভালোবাসা
তুমি বার বার ফিরিয়ে আনছ রুক্ষ ক্ষুব্ধ রক্তমাখা
মানুষের দিকে
কী তীব্র সবেগ ভালোবাসা,
তুমি ঘূর্ণায়মান রাখছ মানুষের ভূমণ্ডলে
ভারহীন হাওয়ায় শূন্যে মহাজাগতিক
যেভাবে প্রতিটি জলকণা মৌলভাবে
নিখুঁত অম্লান

অমল তোমার গানে
প্রেমের তেমনি অবস্থিতি
সমস্ত সংসার তুমি অমোহিনী শুদ্ধমায়া
ঘোরাও সবেগে।
অমল সে ভালোবাসা তুমি রাখো
নিত্য বহমান।

## শোনো

অমল,
এই নিরভিমান বিকালে একা
অবনত মস্তকে হেঁটে যাই
মাঝে মাঝে হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে আসে পাতা
বসন্ত বৃক্ষের থেকে পরিত্যক্ত হলুদশটিত

এভাবেই ক্রমে ক্রমে বেশি করে পারি
যত জানি
যত কাছে সরে আসি তোমার সকাশে
অমল এই বৈশাখ সন্ধ্যায় সূর্যের মহিমা দেখে
মাথা শুধু নত হয়ে আসে।

## একা

একা, এই শব্দটির ঘোর উচ্চারণ
হা হা শব্দে জানালা কপাট ভেঙে
ধ্বনিত ধ্বনিত হতে হতে চলে যায় অনন্তের দিকে

পড়ে থাকে হিম প্রতিধ্বনি।

একা,

শুধু হেঁটে যাওয়া                         দরদালান

ক্রমশ লম্বা হয়ে বেড়ে যায় অপরাহ্নমুখে।

একেলা পায়ের শব্দ শুষে নেয় খরশান মেঝে।

কাল থেকে ইস্কুল বসবে না

কাল থেকে আর সভা নেই

কাল থেকে আসর হবে না আর

সারেঙ্গী আতর অম্বুর

চলন্ত স্টেশন হেন. একে একে ছেড়ে যায়

বালিকাবয়স, যায়, কৈশোর যৌবন

পড়ে থাকে ভূতগ্রস্ত ট্রেন।

ডুবন্ত জাহাজ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাস কুঁড়োর প্রত্যাশী

ইঁদুরেরা সামানের নগণ্য খদ্দের!

একা ফেলে ছুটে যায় যার যার ইপ্সিত নরকে

সন্তান, বান্ধব, সখা, সঘন প্রণয়ী!

হা হা করে উচ্চারণ ডালপালা ভেঙে চলে যায়।

বৃক্ষ থেকে ফুল খসে, ফুল থেকে বৃক্ষের শরীর

তারা খসে!

তারার নিকট থেকে খসে যায় সমগ্র আকাশ।

হা হা করে শব্দ যায় প্রতিধ্বনি যায়

কখন শেষের সঙ্গী স্মৃতি যায়                    স্মৃতি গেলে

চতুর্দিক থেকে আমি যাই

চতুর্দিক চলে যায় আমার নিকট থেকে              আমি

ধর্মহীন, অনুগত স্মৃতির কুক্কুরহীন একা!

একা                                         দরদালান

ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে ছায়া ফেলে

ছায়াপথে এক উল্কা থেকে আর এক উল্কার উপরে

পা ফেলে, পা ফেলে চলা

অর্থহীন স্মৃতিহীন স্বর্গনরকহীন — একা
বহুদূরে বিন্দু বিন্দু পড়ে থাকে
শিশুবেলা কৈশোর যৌবন জরা — বালিকাবয়স
সহদেব, দ্রৌপদী, অর্জুন, ভীম — চতুর্থ পাণ্ডব

একা
হা হা করে শব্দ যায় উচ্চারণ ভাঙে
আমার শূন্যতা ভাঙে   আমার শূন্যতা।

## সহজ সুন্দরী : দুই

চোখে যদি মন ফোটালে
মনে কেন চোখ দিলে না
বদলে তার বদলে
        লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে।

লজ্জায় ভুঁয়ে নোয়ালে
তবু কেন ছেড়ে দিলে না
        বদলে তার বদলে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
কালা মুখ ঢেকে দিলে না
        বদলে তার বদলে
রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে।

•

রক্তে প্রেমের বিষ মেশালে
বিষে কাল ঘুম দিলে না
        বদলে তার বদলে

চোখে মন ফুটিয়ে দিয়ে
আঁজলায় যাচ্‌না দিয়ে
বুকে কানা হৃদয় দিয়ে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে
দুনিয়ায় বেঁধে ঘোরালে।

## শেষ দুয়ারের নাম

শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ দিয়েছিলে
কুলুপে ক্লান্ত মাথা, ছোট খাটো গেরস্ত বন্ধন
রিফুকাজে মগ্ন ছিলে পুরানো কাঁথায়

কান্নার আমূল মানে কখনো খোঁজোনি তাই
অশ্রুচূর্ণে ধুলো দিয়েছিলে
সেও'ত নিজেরই দুই চোখে।

শেষ দুয়ারের নাম দুঃখ দিয়েছিলে

দুঃখ কি সেলাই ফ্রেমে অশ্রুর কারুকাজ শুধু ?
দুঃখ কি ব্যঞ্জনে নুন
গতানুগতিক থেকে উঠে আসা লাবণ্যের লতা ?
দুঃখ ঐ শেষ দরোজায়
বাহিরে বিপুল হাতে বাজায় করকা
তুষার ঝটিকা দুঃখ, ওড়ায় যোজনদূরে
একেলা তোমাকে !

লাবণ্যের আগ্রাসী লতিকা
সর্বভুক হয়ে ঢাকে ভিতর, বাহির লোকালয়

শেষ দুয়ারের নাম ভুল করে দুঃখ দিয়েছিল
দুঃখ প্রকৃত এলে কোথায় জানালা যায় ?
কপাট ? দুয়ার ?

## জলন্ত রমণী চলে যায়

জলন্ত রমণী চলে যায়, বিদ্যুৎ বল্গায় টান
গ্রীবা ঘোরে।
অগ্নিহ্রেষা তোলে অশ্ব ক্রোধ বহ্নিময়
ক্ষুরে ক্ষুরে উল্কারেখা ছুঁড়ে দেয় উগ্র খর ঘৃণা
স্ফীতনাশা হল্কা ঢালে, ছাই করে ফুলের দ্রাঘিমা
অনলবর্ষিণী যায় তীব্র অশ্বে শুশ্রূষার, নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে।

রমণী জলন্ত যায়, অগ্নিমাখা অশ্বারোহিণী যায়
অভ্যস্ত পৃথিবী থাকে নিজের ভিতরে

পৃথিবীর প্রান্তশায়ী, সীমান্ত রেলিঙে সারি দাঁড়ায় মানুষ
ভিড়, পিতা, পুত্র, তার স্বজন-বান্ধব।
জলন্ত রমণী যায় নাগালের, শুশ্রূষার সম্পূর্ণ বাহিরে।

বুকের উপরে তার রক্ত শোষে ঐতিহ্যের জোঁক
অকালে নিহত তার মাতামহী রোগ রেখে গেছে
ক্রুদ্ধ রক্তচাপ ওঠে, অগ্নি বমন ওঠে, রক্তকণা বাহিত ফোয়ারা
বুকের তলায় তার মাথা কোটে জননীর বহ্নি কর্কট,
সেই দুঃখ, সেই রোগ, সেই নীল অঘোর-বঞ্চনা
সংসার সমাজ থেকে নিয়ে যায় খসায়ে তাহাকে

অনলবর্ষিণী যায়, তীব্র অশ্বে শুশ্রূষার, নাগালের, সম্পূর্ণ বাহিরে।

## দেহ

কি চাও, দেখনা ওই দাঁড়ায়েছে ইন্দ্রজালিকা
মাত্র ওই দেহ আছে, জাদুযষ্টি, কল্পগাছ—দেহ
তবুও যষ্টির জাদু ভেদ করে উঠে আসে ক্রমে
কাঙ্খিত, কাঙ্খিত নয়, এমন যদৃচ্ছা যাবতীয়।

কি নেবে দেহের থেকে ?   মাংস মেদ বসা ?
প্রাগৈতিহাসিক অগ্নি ?   পোড়া মাংসের ঘ্রাণ, রক্ত-পানীয়
নখ দাঁত চুল কিংবা অন্নপাত্র দিব্য করোটি ?
অথবা কি নিষ্কাশন করে নেবে প্রতিভা ও মেশিনের মিশ্র কুশলতা?
অথবা জাদুর টুপি যেভাবে ওড়ায় লক্ষ কুন্দ পায়রা
সেভাবে দেহের থেকে চাড় দিয়ে ক্রমাগত খুলে নেবে শিশু !

যা চাও, তা পাবে তুমি, কটিতে দু'হাত রেখে
দু-উরু তফাৎ করে দাঁড়ায়েছে তীব্র ভানুমতী
ইচ্ছা হলে, দেহ থেকে ফোটাবে সে যথেচ্ছ বিদেহ
যষ্টির হেলনে তার করতলে মুদ্রা হবে, মাছ পদ্ম বরাহ হরিণ
চরণ ফোটাবে ছন্দ ; তুলির মুখের থেকে ছুটে যাবে সাঙ্কেতিক গুহাচিত্ররেখা
তবু তার শ্রেষ্ঠ খেলা, শেষ খেলা, যতক্ষণ থেকে যাবে দেহ
তোমাকে সমস্ত দিয়ে সঙ্গোপনে রেখে দেওয়া
একতিল ফিরোজা সন্দেহ ।

## খেলা দেখাতে দেখাতে

খেলা ছিল বাজিকরের. ছিল খেলা
কাটা মুণ্ডের কথা বলা, মড়ার খুলি, জাদুর চেরাগ
আলজিভে জিভ আটকে খেলা,

আসল খেলা মধ্যে ছিল ।

পয়সা ফেলায় রঙিন রুমাল মধ্যে ছিল
ছড়িয়ে গেল মড়ার খুলি, জাদুর চেরাগ
কাটা মুণ্ড খুচরো টাকা লাল রুমালের পাখনা হলো !
কে কার এখন, চোখ কপালে,
আলজিভে জিভ আটকে খেলা
খেলতে খেলতে বাজিকরের হাড়ে হাড়ে ভেল্কি এল

বাজিকরের কুম্ভক হলো !

হায় রে কখন জাদুর সামান
গুটিয়ে ঘরে যাবার ছিল,
ঘর না হাতি, পথের পাশে
চুলোর মুখে ফুটন্ত ভাত
শালপাতাতে, তারার আলোয় দু-মুঠো তার খাবার ছিল
সে সব কোথায় ছিটিয়ে গেল,
ছড়িয়ে গেল, গড়িয়ে গেল,
আলজিভে জিভ আটকে গিয়ে
বাজিকরের কুম্ভক হলো।

দেহের মধ্যে পদ্ম ছিল, নানান রঙের পদ্ম ছিল
পদ্মলোভী সর্প ছিল
ভীষণ ঘুমে কুণ্ডলিনী, হঠাৎ সর্প জেগে গেল!
উঠলো খাড়া লাঙুলে-ভর
পদ্ম বিঁধে সর্প ওঠে, শরীর জুড়ে বিদেহী ঝড়
হঠাৎ কী যে ভেল্কি হলো!

হায় ডমরু, ডমরু রে
কী তোর দু তাল আকাশ-পাতাল
মরণ বাজাস জীবন সাজাস
এই বাজিকর এই বা সাধক
পদ্ম ফুঁড়ে সর্প ওঠে শরীরে কালনাগিনী-শিস
বাঁশির ধ্বনি, নূপুরনিনাদ, দল মেলে পীত ব্রহ্মকমল
এক পলকে ভেল্কি এমন
সমস্ত মন অকম্প্রশিখ দূর দেউলে দেউটি হলো।

এই মনই তো চতুর্দিকে কেবল আমায়, হায় বাজিকর
এই মনই তো তামস দেয়াল গড়িয়ে-নামা কামের ধারায়
চুমক দিয়ে পান করেছে তৃষ্ণা যত বক্ষ-জোড়া!
দাঁতের শানে জিভের ধারে এই মনই তো ক্ষুধার শরীর
নিজের ভিতর আঁকছে নীল

এই মনই তো চক্ষুবিহীন, কর্ণবিহীন অচৈতন্য
অন্ধকারে ছিটিয়ে রাখা টুকরো টুকরো ধড়ে-মুণ্ডে
দেহের খাঁজে, পেশির ভাঁজে, রোম-ত্রিকোণে
মাথা কুটছে
এই মনই তো সপ্ততালের নিকষ অমায় আঁবের গন্ধে
বৃষ্টিধারায় মতন ব্রণে, ঘর্মস্ফোটে ঘুরে মরছে
এই মনই তো হঠাৎ খেলা
খেলা দেখাতে খেলা দেখাতে
এই মনই তো নিরেট শিলা
কী স্বাভাবিক কারণজলে
ডুবতে ডুবতে ডুবতে ডুবতে
হঠাৎ এ কী ভেসে এল
মরা মরা জপতে জপতে হঠাৎ ভেল্কি ভেল্কি তোমায়
হায় বাজিকর না হায় সাধক
এই মনই তো নিরেট শিলা জলের ঊর্ধ্বে ভেসে রইল !

তু তাল জানো হায় ডমরু
ডমরু তো নয় জাদু-নাকাড়া
বাজার বসাও বাজার ভাঙো
তুলতে পাততে হাত ভেরে যায়
বাজার বাজার ফের বেসাতি
মড়ার খুলি দাঁতভাঙা সাপ, স্থবির খেলা
হাড়ের ঘুঁটি, শুকনো গোসাপ, জড়ি-বুটি
রেশম-রুমাল মলিন পয়সা দোমড়ানো নোট আঁষটে দলিল
তার চেয়ে এই খুব আচমকা
ঊর্ধ্বে ওঠার পল্-সমাধি !

খেলা দেখাতে খেলা দেখাতে আকামা সাপ হঠাৎ ছোবল
খেলা দেখাতে খেলা দেখাতে মরণ দাঁতে বিদ্ধ কমল
খেলা দেখাতে খেলা দেখাতে আলজিভে জিভ শান্তি ! শান্তি !

## লীলায় নিরালা

বৃথা যে রৌদ্র এসে হেঁকে গেল
শরীর নেড়ে ঝেঁকে গেল
চামড়া বিঁধে ভিতর গেল না
বাহিরে শাড়ির বাহার শ্বেত ব্রেশিয়ার
জলুস পালিশ ভিতর ছুঁল না।

দেহ যা আয়না হেন ঠিকরে দিল
তাতে কে ঝল্‌সে গেল কে না গেল ?
জানা হল না।

যে তাকে দুঃখ দিল
সে তাকে আসল দিল
এবারে দুঃখেতেই খেলা

ভাগ্যে দেহ ছিল—খেলা তাই বোঝা গেল
আর কিছু জানা গেল না।

মন আজ যা পেয়েছে
তা নিয়ে মেতে আছে
তাকে আর তোলা যাবে না।

যেখানে যখন থাকে, দুঃখেই খেলতে থাকে
তার দেয়া দুঃখ ছাড়া
আর কোনো আঠা লাগে না।

সফরী সুখ সফরী! সফরী দুঃখ সফরী
কলসের রসে রসে
খেলা তার দিব্যি দেখ না।
দেহ এক অবাক কলস—কলসে আঁধারের রস
রসের এই ভর জোয়ারে
আর কারো ঠাঁইত মিলবে না

এই যে পূর্ণ একা একে যে সইতে হবে
বইতে হবে
নির্জলা আঁধার জ্বালা
এভাবেই ভিতর ভিতর রক্ত ঝাঁকে

দেহ লীলায় নিরালা!

## আ মরি কি রঙ্গ খেলে

আ মরি কি রঙ্গ খেলে
অঙ্গে রে তোর অঙ্গে রে
মরি কি তরঙ্গ খেলে
রঙ্গিনী ভ্রূভঙ্গে রে।

অঙ্গে কিবা রঙ্গ খেলে !!

আ মরি কি রঙ্গ খেলে
রঙ্গে ভুজঙ্গ খেলে
অন্ধকারে সঙ্গ খেলে
অঙ্গেরি ত্রিভঙ্গে রে

রঙ্গে কিবা অঙ্গ খেলে !!

আ মরি কি রঙ্গ খেলে
রঙ্গে মৃৎ অঙ্গ খেলে
অঙ্গে অনঙ্গ খেলে
রঙ্গিনী বেশভঙ্গে রে

অঙ্গে কিবা রঙ্গ খেলে !!

আ মরি কি রঙ্গ খেলে
রঙ্গে বড়ঙ্গ খেলে
সঙ্গে অনঙ্গ খেলে
অঙ্গ বিনা অঙ্গে রে
রঙ্গে কিংবা অঙ্গ খেলে !!

## নিধুবাবুকে নিবেদিত

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে ! আমার ফুলেল রুমাল
পীরিতির মরণ ফাঁসে
বুঝি বা ফাঁসি পরলাম !

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে ! আমার আঁখির কাজল
ও নয়নে পানসি নিয়ে
ভরাডুবি কমনে হলাম ?

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে ! সাধের নাকচাবিটি
নকলির ঝিলিক লেগে
চোখ ধেঁধে অন্ধ হলাম !

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে ! আমার বাগান-খোঁপা
বিনুনির বেলকুঁড়িতে
কোন সুখ উথ্‌লে দিতাম ?

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে ! আমার পাশিচুড়ি
পাকে পাকে বাঁধন কেমন
কি করে বা জানতে পেতাম !

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে!   বুকের নীল কাঁচুলি
চুমকির রক্ত ছড়ায়
উল্কিতে নাম বুকে লেখালাম!

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! কাঁচ পোকার তিলক
চলতে ফিরতে টিপের ঝিলিক
ক্যামনে কাঁপে কবে জানতাম?

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে! আমার সুধার বোতল
নেশাতে চুরচুর প্রাণ
আভাঙা এ দেহে লুকাতাম।

তোমারি বিরহ সয়ে প্রাণ
প্রাণ হে!   আমার পরের সোনা
কানে দিয়ে হ্যাচকা সেটান
সইতে গিয়ে মরে জিয়োলাম।

## বাবু হে ফুল বাবু হে

খেল্‌লে খেলব ঝাঁপান
মারবে কেউটে ছোবল
সে আবার আকামা সাপ
সে বিষে নিয়ম মরণ
মরে গেলে শেষ বাসনা
এ মুখে আগুন দিও—
তবে হে হল্‌কা থেকে
কোঁচাটি সামলে যেও।

বুকের এ তালপুকুরে
ভেবেছ ঘটি ডোবে না
এ অতল ফল্গু জলে
ও বাবু ছিপ ফেল না
উঠবে জ্যান্ত ইলিশ
হরি বলো মন রসনা
তবে হে বঁড়শি গেঁথে
ঝুটমুট ছিপ, ভেঙোনা !

হুভুরুর মধ্যিখানে
ও বাবু খেলতে যাবে ?
না শুধু ড্রেনের ধারে
রবারের বল কুড়াবে
এসনা ভুরুর আলোয়
সে আলোয় চোখ ধাঁধে না
কপালের মধ্যিখানে
বাবু গো টিপ হবে না ?

এ পাঁকে পুষ্প এলে
দেখো যেন তুলে বসো না
আহা কি দারুণ গিলে
যেন বাবু ভাঁজ পড়ে না
তুমি ধোয়া তুলসী পাতা
চিরকাল ধোয়াই থাকো

শুয়েছি বিষের ভেলায়
বলো বাবু ভেসে যাবো না ?

## অফুরান ছবি

কাউকে দেখতে ইচ্ছে হলে
চোখ বন্ধ, মনে ছবি খুঁজি
কখনো আভাসে আসে
কখনো মেলায় তোলা ম্লান ফটোগ্রাফ !
কখনো সখনো
প্রচুর আয়াস থেকে ফুটে ওঠে
একই চেহারা, ভঙ্গি, একই বয়স !
নিজের মানস নির্মাণের দৈন্যে
নির্বাক থাকি ।
অথচ তোমার একুশ বছরের ফটোগ্রাফ
যে কোনো বয়সে চলে যায়
যে বয়স আমার অদেখা
যে কোনো পোশাক নেয়
যে কোনো সময় টেনে ধরে,
ওড়ায় মাহেন্দ্র ক্ষণে আমি যেন বিবর্তিত পাখি !
তোমাকে দেখার ইচ্ছে
আমাকেই চিত্রার্পিত করে
ফ্রেম ভেঙে চতুর্দিকে না চাহিতে
অফুরান ছবি ।

## খুলে দাও আজ নৌকাগুলি

খুলে দাও আজ নৌকাগুলি
খুলে দাও মোহনার দিকে
একে একে সব নৌকাগুলি
কেবল নোঙর, কাছি, বাহিরের দড়ি দড়া নয়
খুলে দাও নৌকাদের সমস্ত ভিতর !
খুলে দাও ভিতরের সমস্ত গমন ।

একরোখা নিয়তির মত জলপথ
ভীষণ ধারালো ইচ্ছা, করাত-কলের মত
নৌকামুখে ফোয়ারা ছোটাক্।
খুলে দাও বন্ধ এক ঘূর্ণি জলের চক্রাকার পাক।

সুমিষ্ট জলের থেকে ছেড়ে দাও আজ নৌকাগুলি
দুপাশের শাল তাল তমাল হিন্তাল থেকে
ছুঁড়ে দাও সব নৌকাগুলি
বাঁধাঘাট, পারাপার, খেয়া থেকে
হীনমন্য শ্যাওলার থেকে!

খুলে দাও যত নৌকাগুলি,
উদ্দাম শানানো ইচ্ছা, তীব্র বেগ
উপকূলবিহীন লবণে
খুলে দাও নৌকাগুলি, প্রকৃত ভয়ের দিকে
আসন্ন মৃত্যুর দিকে, সমুদ্রের আকর্ণবিস্তৃত নুন স্বাদ।
খুলে দাও নৌকাগুলি, আসমুদ্র বাণিজ্যের দিকে
জীবনের নির্জলা নুন, কটুমধু, আনন্দ-বিষাদ।

## অপাপবিদ্ধ সূর্য

প্রত্যেক সকাল এক অপাপবিদ্ধ সূর্য আনে
সারাদিন সূর্য করে অকারণ নরকদর্শন
পৃথিবী দেখায় তাকে তার যত রৌরব, নরক!
তবু সূর্য শিক্ষা নেয় এক বিন্দু পুণ্যের সমীপে
অস্ত যাবার আগে ডেকে দেয় আর এক সূর্যকে!

## শুদ্ধ-অস্পৃশ্যতা

শিখা নাচে !
কার্তিক ফিরায়ে আনে কুয়াশা ভলক,
ময়দানে একেলা পাতা ঝরে যায় বয়সে শটিত ।
কার্তিক ফিরায়ে আনে পাতাদের পরিণতি, একেলা দহন ।
কুয়াশা, উত্তর-হাওয়া, পাতা পোড়া মৃত্যুগন্ধ অদ্ভূত ঘোরায়
কার্তিক ফিরায়ে আনে মধ্য বয়স, আনে ভিতরের ফল্গু—আগুন ।
পায়ে পায়ে ভূতগ্রস্ত টেনে আনে কুহকী ময়দান ।
উদ্গীরণের মুখে, আঁধার কানায় ।
যেখানে অহেতু খুন, হেতুহীন আত্মহনন হাতে হাত, হল্কা নাচায়
হিমগন্ধঅশ্রুমণিময় !
কার্তিক ফিরায়ে আনে শীতের ভিতরশায়ী ছদ্মবেশী অন্তর্দাহিকা
শিখা নাচে !
কার্তিক ঋতুর নাম, শীত এক ঋতুমতী নারী !
ময়দানে নির্ভয়ে ঘোরে রাতভোর অগ্নিগর্ভা তিমির-তনয়া,
চতুর্দিকে কেউ নেই, সেই ঘোর সর্বনাশ দাউ দাউ অগ্নি পোহাতে,
নিজের দহনে একা, নিজের হননে একা নষ্ট হয় ত্যক্ত অগ্নিময়ী
কার্তিক ফিরায়ে আনে তার ঋতু শুদ্ধ-অস্পৃশ্যতা ।

## এই গৃহে অগ্নি এসেছেন

এসো, আজ এই গৃহে অগ্নি এসেছেন
অগ্নি গৃহীর ঘরে, গৃহী আজ
স্থিরাসন, দীপ্ত, বিনয়ী
এখন প্রত্যেকে তাঁকে, অর্ঘ্য দেবো অরণ্য আনিত
এক একটি সূর্যপক্ক শাখা ।

এসো, আজ অগ্নি ঘিরে বসো যত সন্তান সন্ততি
করতলে তাপ নাও, ঠাণ্ডা কপোল ছোঁও হাতে

ঐ তিনি ঊর্ধ্ববাহু, উদ্ভিময়, পরেছেন কমলা কাষায়
ঐ তিনি, আলোয় আলোকময়
সহস্র হস্তের বরাভয়ে।

এখনিতো শূলপক্ক করে নিতে হবে স্বামী আমাদের
নিহত হরিণ!
এখনিতো তোমাদের শ্রমস্বেদে কর্ষিত সুপুষ্ট নীবার
পরমান্ন পাক গন্ধে ভরে যাবে আমাদের গুহা
প্রপিতামহের আঁকা, গুহাচিত্র খুলে দেবে, গৃহস্থ অগ্নির হল্কা
খুলে ধরবে স্বর্ণচিত্রনিভা।
প্রপিতামহের কথা, প্রপিতামহীর কথা, ভাতের গন্ধের মতো
আর কিবা, এতো পুরাতন।

এসো, আজ এই গৃহে—খাণ্ডব দাহন শান্ত অগ্নি এসেছেন,
এখনিতো আমাদের সমস্ত আকর থেকে
নিষ্কাশন করে নিতে হবে
ভিতরের অমল ধাতুকে!
তপ্ত কাঞ্চন, সিতরূপা, লালতামা, হলুদ পিত্তল
এখনিতো আমাদের নিজস্ব কালের, গোপন সঙ্কেত যতো
রেখে দিয়ে যেতে হবে প্রস্থানের পথে।

এসো, আজ এই গৃহে অগ্নি এসেছেন
তাঁকে ছোঁও, সাক্ষী করো, বলো স্বামী
সিন্দুর অগ্নিল সিঁথিহীন, অন্য নারী ভালোবাসবে না
বলো পুত্র, বলো কন্যা, শেষকৃত্যে মুখে অগ্নি দেবে?
কে বলে নির্লিপ্ত উনি
অগ্নি সব ক্রোধ নিয়েছেন
অগ্নি সব কাম নিয়ে মজ্জার ভিতরে প্রাণ
রেখে দেন শুক্রে সঞ্চিত
অগ্নি এসেছেন গৃহে
আমাদের কেন্দ্রের ভিতরে তিনি
ওম্! তিনি স্বাহা!

এখনিতো হাতে হাত, রক্তে রক্ত অচ্ছেদ্য বন্ধন
এখনিতো অগ্নি গৃহী, উত্তরকালের ছক
মানুষের তৃপ্ত সমাজ।
আমরা সৃজন করবো অগ্নিসাক্ষী, পাথর গুহায়।

## ঈশ্বর কে ইভ

আমিই প্রথম
জেনেছিলাম
উত্থান যা
তারই ওপিঠ
অধঃপতন।

আলোও যেমন
কালোও তেমন
তোমার সৃজন
জেনেছিলাম
আমিই প্রথম।

তোমার মানা
বা না মানার
সমান ওজন
জেনেছিলাম
আমিই প্রথম।

জ্ঞানবৃক্ষ
ছুঁয়েছিলাম
আমিই প্রথম
লাল আপেলে

পয়লা কামড়
দিয়েছিলাম
প্রথম আমিই
আমিই প্রথম।

আমিই প্রথম
ডুমুর পাতায়
লজ্জা এবং
নিলাজতায়
আকাশ পাতাল
তফাৎ করে
দেওয়াল তুলে
দিয়েছিলাম
আমিই প্রথম।

আমিই প্রথম
নর্ম সুখের
দেহের বোঁটায়
দুঃখ ছেনে
অশ্রু ছেনে
তোমার পুতুল
বানানো যায়
জেনেছিলাম
হেসে কেঁদে
তোমার মুখই
শিশুর মুখে
দেখেছিলাম
আমিই প্রথম।

আমিই প্রথম
বুঝেছিলাম

দুঃখে সুখে
পুণ্য পাপে
জীবন যাপন
অসাধারণ
কেবল সুখের
শৌখিনতার
সোনার শিকল
আমিই প্রথম
ভেঙেছিলাম
হইনি তোমার
হাতের সুতোয়
নাচের পুতুল
যেমন ছিল
অধম আদম

আমিই প্রথম
বিদ্রোহিনী
তোমার ধরায়
আমিই প্রথম।

প্রিয় আমার
হে ক্রীতদাস
আমিই প্রথম
ব্রাত্যনারী
স্বর্গচ্যুত
নির্বাসিত
জেনেছিলাম
স্বর্গেতর
স্বর্গেতর
মানব জীবন
জেনেছিলাম
আমিই প্রথম।

## অচেনা গাছ

অরণ্য সহেনা গাছ আলাদা অচেনা
জল ও আকাশ সূর্য কিংবা চাঁদ,—তারাও কি সয়
অমৃত কিংবা বিষ কে নেবে মর্মান্ত স্বাদ অচেনা ফলের ?
কেবা সয় অজানা ফুলের ঘ্রাণ সুতীব্র নির্যাস ?

অরণ্যে একেলা গাছ পরবাসী, ত্যক্ত, ভিন্ন, দূর
শরীরে অজস্র ক্ষত, কুঠার আঘাত, ঘাত, খুলে দেয়
গলিত রঞ্জন
অরণ্য জানেনা গাছ জানেনা রহস্য কার প্রয়োজনে
এই আঙ্গীরস !

একেলা অচেনা গাছ মাটিও কি সয় দীর্ঘদিন ?
কেবা চায় রাধামৃত বীজচয়ে অঙ্কুর উদ্গম
কেবা চায় অপব্যয় শিকড়ে শিকড়ে তার—
ভরে দিতে সূচিকাভরণ ?
অরণ্যে একেলা গাছ মৃত্যুর দিগন্তে যায় বংশহীন একা
অরণ্যে একেলা গাছ আজীবন গাছেদের ও পূর্ণ অচেনা

অরণ্যে একেলা গাছ গাছেদেরও দুচক্ষে সহে না।

## ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হ'লে

সহাবস্থানে থাকে অশ্রু এবং মূত্র তোমার শরীরে
নাকি শুধু মূত্রই সম্বল !
বিভিন্ন পাইপে যায় চক্ষু আর শিশ্ন অভিমুখে।
নারী হ'লে অভিধান, অনর্গল খেউড় ছোটাত
কিন্তু পুরুষ দেখ—'অসতী' নামক শব্দ পুংলিঙ্গহীন
এবং 'বেশ্যা' শব্দ, এবং 'ছিনাল !'
এ ভাবে চামড়া রাখো, দেহের চোখের।
তোমার শিরায় থাকে ক্লেদ রক্ত সহাবস্থানে

কাম ঘৃণা কাঁধে কাঁধ, ধাবমান থাকে ধমনীতে।
তুমি কি জানবে কোন রসায়নে নারীর শরীর
দুধ জল চিরে যায়, পরমাহংসীর শুদ্ধতায়!
ঋতু আর শুদ্ধ রক্ত রেখে দেয় সম্পূর্ণ দ্বিমুখী।
তুমি কি জানবে নারী কিভাবে নিস্ফলা প্রেম
রাখে তার মহাধমনীতে
লুকায় প্রসব ব্যথা বস্তির মায়াবী হাড়ে, ক্রমবিস্ফারিত?
তুমি কি জানবে নারী কি ভাবে ফেরায় অশ্রু
অন্তঃসলিলে?
তোমার মজ্জায় ফোটে নৃমুণ্ড শুক্রের গুচ্ছ
অপ্রতিরোধ্য বেগ, রক্তবীজ, বিষ্ণুর উরুতে নষ্ট
মধু ও কৈটভ!
বেজন্মা আগাছা ছোঁড়ে, যে ভাবে নিযুত বীজ
পথপার্শ্বে ইউরিনালে নর্দমা ব্লিচিং-এ
তুমি কি জানবে নারী কি ভাবে শরীরে তার
ঘোরায় সিন্দুর স্রোত, রক্তগুঁড়া— রজস্বলা দিন?
নিখুঁত বানায়ে ভাঙে, নিজের সৃজিত প্রাণ
নিজ অভ্যন্তরে,
তুমি কি জানবে নারী আপনার অঙ্গে অঙ্গে
কত সম্মানিত!
নারী তাই কদাচিৎ হয় ইচ্ছাময়ী
তোমাকে সহসা ছোঁয় সেই কামরূপা
তোমাকে সার্থক করে, স্বস্থানে ফিরায়ে দুই দেহজ তরল।
প্রকৃত ক্রন্দন দেয় খুলে দেয় আক্রান্ত স্নায়ু—

মাঝে মাঝে নারী তাই করুণার বিষমাখা
মেদখণ্ড ছুঁড়ে দেয় তোমার শ্ব-দন্ত লোল উদ্‌ভ্রান্ত বিবরে।
তুমি মৃত্যুচিহ্নময় পথে রজে লুটাও অন্তিম মেলে শেষবার মানবনয়ন।
তবুও ক্বচিৎ নারী হয় দয়াময়ী

অঙ্গে লালবাতি জ্বালে হাজার ওয়াট
মৃত্যুর অপেক্ষা-ঘরে রেখে যায় অচেতন তোমাকে গচ্ছিত,
তারপর বুকের বাঁপাশে হাড় কাটে।
চুপচাপ রেখে যায় টাইম বোমার গর্ভে
জীবনের আদত স্বাদুতা!
মাঝে মাঝে নারী হয় এইভাবে দরবিগলিতা
টিক্‌টিক্ শব্দ ধায় বুকের বাঁ-পাশ ঘিরে
নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি
মৃত্যুকে হৃদয়ে জেনে তবু তুমি হেসে ওঠো
নারীর প্রসাদজয়ী সম্পূর্ণ পুরুষ।
বিস্ফোরণে ছাই ওড়ে, মৃত্যুগুঁড়া, জীবনের সার্থকতা ওড়ে
হাসে ইচ্ছাময়ী নারী মাঝে মাঝে দোলায় তোমাকে
হ্লাদিনীর মায়াময় ক্রোড়ে।

## আজীবন পাথর-প্রতিমা

মা, হাতের উল্টোপিঠে মুছে নিয়েছি শেষবারের মত
দু'চোখ ছাপিয়ে নামা, চোখের জলের বৃথা দাগ
বেণীর সাটিন খুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছি আমি
অশ্বক্ষুরে ঝন্‌ঝন্ নারীদের দর্পণ ফাটায়ে
খরকরবালে একা পিতার রক্ষিতার মুণ্ড এনে দিতে!

তাই ঘৃণা, দুই চোখ কাজল জানেনি
নারীর শৃঙ্গার ছলা দর্পণের পায়ে পায়ে ক্লিন্ন অধীনতা
কার জন্য এত সাজ? বক্ষ বাঁধা? নীবি?
সমস্ত পুরুষ সেই আদি পিতা, নিষ্ঠুর অশুচি
তোমার স্তনের থেকে ছিন্ন করে ভুবন ঘোরাবে!

মা, আমি কি তেমন হব? রক্ষিতামন্যস্ফীত স্তনিত শঙ্খিনী?
মেডেলে পদকে স্বর্ণে ব্যর্থ বিজয়িনী?

শয্যায় পুরুষ হত্যা, পিতৃহত্যা শুদ্ধ নয় মাতা
রণক্ষেত্রে দেখা হবে সম্মুখ সময়ে তীব্র ইস্পাতের অচিত্র-অঙ্গনে।
আমি ত শিখিনি মাতা রমণীর পশ্চাদপসরণ।

মা, হাতের উল্টোপিঠে মুছে নিয়েছি শেষবারের মত
ঠোঁটের কোণার থেকে তোমার দুধের খাঁটি স্বাদ
সেই থেকে সব এত জোলো মনে হলো।
সব দৃশ্য সব প্রেম সব দুঃখ সমস্ত বিচ্ছেদ
উদ্ধত অশ্বের ক্ষুরে খান্ খান্ করুণ আস্থায়ী
আমি শুধু ছুটে যাই, ছিলাটান, এক অক্টেভ থেকে
অক্টেভ অন্তরে স্থায়ী রাগে
আর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধী, গ্রীবা ফেরালেই পাই ওই মুখ
গরীয়সী যেন স্বর্গাদপি।
হে আমার আদিপিতা, হে আমার আদিম প্রেমিক
তোমার বিচ্ছেদ দষ্ট যেন কালসর্পদষ্ট দয়িতার ওই মুখ
কোনোদিন তুমি দেখলে না।

এসো মা, তোমায় দেখি, আমি তোর ব্রাত্যকন্যা
আজীবন পাথর-প্রতিমা।

## অহঙ্কার।

আমার অহঙ্কারে আমি একা শিরা
একা একা জ্বরের ঘোরের মধ্যে চলে যাই
শিরাগুলি গুহা থেকে গুহার প্রশাখা আমি
চলে যাই কাল ভেঙে
কালানুক্রমিক সব ভেঙে, বিভিন্ন সময়ে!

আমার অহঙ্কারে আমি একা প্রাগৈতিহাসিক
আমি
মহাজাগতিক, আমি ফ্রেমের বাহিরে!

আমি একদিকে সব শত্রু রেখে
তুলাদণ্ডে অন্তপাশে দাঁড়াই একাকী।
আমার অহঙ্কারে আমি একা এমনকি
প্রেমেরও নিকটে
কাছে গিয়ে আরো দূরে চলে যাই, তারপর ফিরে
সিংহাবলোকনে দেখি, দেখে হাসি
পিছনের খড়ের চেহারা।

আমার অহঙ্কারে আমি একা বিদ্যুৎ-চেয়ারে
আমি শেষ মুহূর্তেও কোনো সম্রাজ্ঞীর ক্ষমা
গ্রহণ করি না! আমি
মৃত্যুর মতন নয়, অশ্বারোহিনী এক
নিজ অশ্বে একা
অহঙ্কার ছুঁড়ে দেওয়া আরো বড় অহঙ্কারে ধনী।

## ছবি ছিঁড়ে দিলে

ছবি ছিঁড়ে দিলে সব টুকরোগুলি কাচ হয়ে যায়
বিঁধে যায় অর্ধচোখ, কঠিন কনুই, বেঁধে হাস্তছেঁড়া দাঁত
বিবাহ-বার্ষিকী সেই আলিঙ্গন ছবি থেকে ছিঁড়ে চলে যায় রমণীর
বিচ্ছিন্ন উরস
রমণীর কবন্ধ উরস ওই ছিন্নখণ্ডে অদ্ভুত ভয়াল
কেন ছবি;—সুন্দর, মসৃণ, বশ্য রঙিন কাগজ
ছিঁড়ে দিলে শুধু কাচ, কাচখণ্ড, অঙ্গবৃষ্টি কিম্ভিতি অ-ছবি?
কেন ছিঁড়ে দিলে ওই কাগজের টুক্‌রাগুলি কাচ?

ছবি ছিঁড়ে দিলে রেল লাইনে মাংসের বৃষ্টি, হাঁটু, ছিন্ন পা
উলটানো শাড়ির থেকে গোপন সায়ার ক্লান্ত ছিট্
ভিড় ঘিরে আসে স্মৃতি, কিংবা মানুষ, কিংবা মাছি
প্রাগৈতিহাসিক গলা তুলে ক্রেন সরায় অতীত ভাঙা
রাবিশ বস্তুর জমা তীব্র পাহাড়—
ছবি ছিঁড়ে দিলে কেন কাগজের টুকরাগুলি, হাড়?

## রাত্রি

চতুর্দিকে রাত্রি যত ভাঙে                                        আমি তত
ভেঙে আসি অভ্যাস বৃক্ষের শাখা থেকে।
আমি তত
খুলে আসি সমবেত শয্যার কব্জার থেকে
ছুটে যাওয়া যন্ত্রের টুকরা
আমি তত
অস্ত্রের ভিতরে ভুগি, সুকঠিন সূর্যাম্লতায়
দু-কানের পাশ ঘেঁষে রাত্রি যত হু হু যায় তীব্র হুইসিলে
আমি তত
রক্তের ভিতর থেকে উঠে যেতে দেখি রৌদ্র—
রৌদ্রের আল্‌গা রঙ্
লালের তরল!
নীল-ফেনা ভাঙে রাত্রি, রক্তের ভিতরশায়ী
গরলের জ্বালাময় কালো!
চতুর্দিকে যত নেচে ওঠে রাত্রি দুরন্ত-শিখায়
কেঁপে ওঠে কালো হল্কা, যত জেগে ওঠে
আমি তত                    জেগে যাই ভিতরে ভিতর
আমি তত
যেটুকু জাগার তারও বেশি,        বহুদূর জেগে যাই
নিষ্পলক নির্নিমেষ একা
বিস্ফারিত চোখে দেখি, রাত্রি ক্রমে খুলে আনে
অতিদৃশ্য পরাদৃশ্য জলজ্যান্ত আঁধার-প্রতিমা
আমি তত
খুলে যাই বহুদূর, এতদূর        সূর্যস্মৃতিহীন
কালো থেকে আরো কৃষ্ণ        দরোজার পরের দরোজা আর তত
ক্রমাগত বন্ধ করে যাই, ফেলে আসা দুয়ারের আগের দুয়ার।

## বৃষ্টি আমাকে ঘিরে থাকো

বৃষ্টি আমাকে ঘিরে থাকো।
যেমন দুঃখে একা, অন্ধকার সঙ্গ দেয়
ঢুকে যায় রক্তের ভিতর
প্রত্যেক একাকী কণা, শ্বেত, রক্ত, অণু
পাশে পায় বৃষ্টি কণা, অদ্ভুত আঁধার বিন্দু
যেন বা সজনী।
রক্ত ও আঁধার খেলে, কথা বলে, অমর্ত্য খেলেনা
এইভাবে সারা রাত রক্ষা করে রক্তের পতন যত
তার অধঃপাত!
বৃষ্টি আমাকে ঘেরো
আঁধারের ঘনিষ্ঠ আদলে ঘেরো
গর্ভে রক্ষা করো, যেন ভ্রূণাকারে পেয়েছ আমাকে, যেন
নাড়ি থেকে আমার নাড়িতে বৃষ্টি রস, মধুর কষায়
তুমি ঢালো তোমার জরায়ু থেকে ক্ষান্ত বরষণে
বৃষ্টি পাতের স্বাদ শরীরের কোটি কোষে বিন্দু বিন্দু রেখে
বৃষ্টির সন্তান আমি উৎসারিত হই।

## ইদানীং বন্ধুরা

এই গ্যাখো কাঁধে কাঁধ হেঁটে যাচ্ছি বন্ধুরা ক'জন
একই বোতলের মুখ চুম্বন করেছি জানো
আমরা ছ'জন!
দাঁতের অসুখ আছে কার? গ্রাহ্য করিনি, সিগারেট
ফিরিয়েছি ঠোঁট থেকে ঠোঁটে হাতে হাতে
আঙটি পালটেছি খেলাছলে। শরীর ফেরতা কত
করেছি প্যান্টালুন প্রিয়নারী চামড়ার বখলশ্

এত সব, যেন কোনো গোয়েন্দার ইলেক্‌ট্রনিক
ক্যামেরা বা টেপ-রেকর্ডার চতুর্দিকে, রয়েছে লুকোনো

তাই ভেবে
তবু খুব সংগোপনে বলে রাখা ভালো
এসব বন্ধুদেরও কাছে যাই আজকাল তীব্র কড়া নেড়ে
সচকিত স্পষ্ট জানান

যাতে তিনি সময় মতন তাঁর ফুলদানী আড়াল দিয়ে
রেখে দেন তীক্ষ্ণ ভোজালী
আমার জন্য রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে যেটি
দুবেলা শানান।

## ক্ষণপ্রভার জন্য অপেক্ষা

দেখতে শিখতেই অন্ধকারও ঘুরে দাঁড়ালো!
এমন চক্ষুসর্বস্ব ব্যাপার ইতিপূর্বে আর দেখিনি!
প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত তারা হয়ে যাওয়া চক্ষুষ্মান।
অন্ধকার তাদেরই হৃৎপিণ্ডে স্পন্দিত।

দেখতে শিখতেই অন্ধকারও ঘুরে দাঁড়ালো
এমন হৃদয়সর্বস্ব ব্যাপার ইতিপূর্বে আর ঘটেনি।
প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত
সমস্ত তারা হয়ে যাওয়া মানুষের চোখ জুড়ে জুড়ে অন্ধকার!
তাই, দেখতে শিখতেই সে অন্তর্ভেদী তাকালো।

দেখতে শিখতেই অন্ধকারও দেখা দিল
এমন চক্ষুসর্বস্ব ব্যাপার আমার স্বপ্নেও আসেনি
প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যত তারা হয়ে যাওয়া মানুষ
এইখানে চোখ রেখে গেছে।
তাই, অন্ধকার কল্পতরু হলো
যা দেখিনি, যা দেখার ইচ্ছে যা
দেখার ইচ্ছেরও পরপারে!

*যা দেখতে হয়*

*অন্ধকার হঠাৎ দশ দিক থেকে একসঙ্গে*

*কোটিকল্প চোখ তুলে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য তাই দেখালো!*

সেই থেকে, সেই ক্ষণপ্রভার জন্য অপেক্ষা

কখন বালিকা হয়ে এসে

সে আমার বেড়া বেঁধে দেবে!

## পরমেশ্বরীকে

আমার শৈশব আমি তোমাকে দেব না শিশু

কৈশোর যৌবন, আমি তোমাকে দেব না, ওরা

এখনো আঙুলে, আঙটি পরার সাদা দাগ

কীরকম আঙটি ছিল? কেমন পাথর কোন্ কাজ?

আমি বলব না তোমাকে কিশোরী

কিংবা, তোমাকে যুবক, ওরা থাক!

আমার স্মৃতির বাক্সে, যার শুধু বন্ধ উপর

তোমরা দেখেছ, ওরা থাক

আমার পুরোনো দেহ, পুরোনো দেহের গন্ধ, মাপ

ভাঁজে ভাঁজে স্মৃতির কর্পূর ডেলা নিয়ে

যদিও কর্পূর উবে গিয়ে ছোট হয়ে আসে

যদিও তখন বিস্মৃতির রূপালী পোকার উপদ্রব!

আমার কৈশোর তাই একান্তে আমার থাক

একান্তে আমার থাক যৌবন শৈশব!

তোমাকে তোমার জামা বুনে নিতে হবে খুব শীতে

তোমাকে তোমার স্বাদ নিতে হবে নিজের জিহ্বায়

তোমাকে তোমার ধাঁচে জগতের বাহিরে জগৎ

জয় করে নিতে হবে নিজের ঘোড়ায়

তোমাকে অসুখ নিয়ে ঘাম নিয়ে মজ্জার ভিতরে

ফুটে ওঠা বীর্যের বকুল নিয়ে ঝরতে হবে নিজের ছায়ায়

আমি কোনো সর্টকাট দেখাবো না, বরং আমার
নিজের নিশানা ম্যাপ কম্পাস লণ্ঠন দূরে ফেলে দেব।
কে তোমাকে নিখুঁত শৈশব দেবে সোনার পাথর বাটি
পরমায় হীরার চামচে ?
কে তোমাকে ধোলাই কৈশোর দেবে, ব্রণবিবর্জিত
যৌবন ?
আমার নিকটে যত চাবি আছে সব ফেলে দেব
এখন তোমার জ্বালা আগুনে হাপরে
লোহের মাপের গণিতে
চাবি করা, পরখ পরখ ফের, ফেলে দেওয়া
আবার বানানো !
এ-ভাবেই তোমাকে আমার
সব উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে হবে।

## সূর্যম্পশ্যা

এই সূর্য সংবাহন, তীব্র, পরুষ অবিকল
ঊর্ধমুখ, চোখে চোখ, লজ্জা ধাঁধায় চোখ
অন্ধ হয় রৌদ্র-প্রণয়ে !

বুকের পলিতা পোড়ে, তেলহীন জলে যায় গলনালী
অন্ত্র শ্বাসনালী
শহরে শরীর সব ব্রাউজ শেমিজ সায়া, খয়েরি গোলাপী যত রঙের খোলশ।
ক্রমশ গায়ের ছাল ছাড়ালে যে ভাবে খোলে
কলার বুকের খোড়
খোড়ের ভিতর রঙ্  বিবর্ণ পাণ্ডাশ
যে ভাবে বাঁশের কোঁড় ক্রমশ সূর্যের দিকে
নিজের বিবর্ণ বেড় খুলে খুলে হয় শাঁখা মুঠি।
রৌদ্র অজস্র সূঁচ, তিল ধারনেরও ফাঁক
ক্রমাগত ভরে দেয় সূচিকাভরণে

আহা তবে খুলে যায় কুণ্ঠিত বাহুর মূল
ঝরে যায় উরসের লোধ্ররেণু
অবিকল আঁধারের করুণ ফাল্গাস
ঊরুর কুলুপ, ভাঁজ,
খুলে যায়। সূর্যশেঁকা বায়ু ছোঁয় প্রতিপরমাণু!
সূর্য কিভাবে তার রক্তে বেঁধায় পরকীয়া
সূর্য কিভাবে তার ভ্রূণগুলি, শুক্রকণাগুলি
রক্তের বিম্বগুলি, অবিকল সূর্য বিম্ব করে
ঘোরায় বিরলে।
কি ভাবে জাগায় তাকে
কি ভাবে ভাসায় তাকে
কিভাবে ত্বকের নীচে গলে যায়, ছেয়ে যায় সোনালী রাঙতা
সূর্যাস্তেরও পরে, হিমরাত্রে নারী জ্বলে সে গূঢ় উৎসারে।

## কোনো এক কূপমণ্ডুকের উক্তি

আমার বিষয় নয় 'বাংলাদেশ'
দায়হীন নিরক্ত উচ্ছ্বাস—
এজন্য মার্জনা চাই, শাস্তি দিন—যেমন বিধান!
কেবল সীমান্ত পারে আমি কোনো বিশেষ আলাদা
'বাংলাদেশ' আছে বলে স্বীকার করিনা।
আমার 'স্বদেশ' তবে কোন দেশ?
আমি তবে কেমন বাঙালী?

আমার বিষয় নয় চৌরাস্তায় বোমার দাপটে
ভয়ে মূত্রপাত করে সবিক্রমে চৌরঙ্গীর মোড়ে
দিব্য সামিয়ানা তুলে যেকোনো ছুতোয় শান দেওয়া
জন্ম দন্ত ভিখিরির পেশা!

আমার বিষয় নয় ভান যুদ্ধ
সুরক্ষিত বহুদূর থেকে
বাস্তব নিকটব্যাপী গৃহভঙ্গে পিঠ পেতে
কানে তুলো—দুই চক্ষুবুজে—
চতুর আশ্বাসে সারা বিশ্বকে জানিয়ে বাহবাস্ফোট।
আমার বিষয় নয় এ মুহূর্তে যাবতীয় বিশ্বের সংবাদ

লাওস ভিয়েতনাম চেক্‌ভূমে কুম্ভীরাশ্রুপাত।
আমার বিষয় শুধু নিজ বাসভূমে
শিরে ঘোর সংক্রান্তির স্তম্ভিত সংবাদ—
এই ঘোর গুরুদশা, গৃহদাহ, রক্তে মহামারী
সন্তানের বন্ধুর পিতার মৃতদেহে টালমাটাল—
ঘর, গলি, বড় রাস্তা, কাশীপুর বরাহনগর
এর বেশী দৃষ্টি নেই, অদ্ভুত বধির—
আমার বিষয় আজ নিজ কূপ—দুঃখিনী স্বদেশ।

## না

না, আমি হব না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।
হবো না শিমূল শস্ত সোনালী নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম।

কবিতা লেখার পরে বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেব না।
আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ;
জানলে না কাটামুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তী-অসুখ

লোনা জল ঝাপ্‌সা করে চুপিসাড়ে চোখের ঝিনুক।

অন্ধকার আছে বলে, হতে পারি চমৎকার ছুই
প্রতিমার মত এই নীল মুখ তুমি দেখবে না
তোমার বাঁপাশে তাই নিশ্চিন্ত পুতুল হেন শুই

যন্ত্রণা আমাকে কাটে, যেমন পুঁথিকে কাটে উই।

## পর্ণোগ্রাফী

জল্‌কে যে একবার গেছে—সে আর ফেরেনি।
চিনির পুতুল দেহ, হয় জলে গলে গলে গেছে,
নয় জল,—কাচ খণ্ড, ঠাঁই নেই তিলেক ধারণ —
সারা দেহ ফালা ফালা, ঢুকে গেছে জলের সোয়াদ।
টিনের তোব্‌ড়ানো মগে, কল্‌কাতার কলঘরে
উদোম সাগরে।
জলের নিকট থেকে এ-দেহের নিস্তার হলো না
জলে খালি দেহ মনে পড়ে।

চাঁদের সন্নিধানে আজও কার সাধ্য চলে যাবে?
একমাত্র অর্থ নিয়ে চাঁদ আজও সাংঘাতিক ওঠে
চাঁদের অনন্ত মানে হত্যা
খুব
চাঁদনির
ফুট্‌ফুটে ফিনিকে
খুন
কণ্টক মুকুলকীর্ণ দেহে নেওয়া চন্দ্রের প্রহার।

যাব না বৃক্ষের কাছে, বৃক্ষ যত স্থির তার চতুষ্পার্শ্বে ঘোরে অস্থিরতা
গগনে উন্মোচিত বহুভূজ—গোধূলির শূন্যতা আঁচড়ায়।
প্রত্যেক সবুজ কলা সবুজের বিপরীত লালে
ঝিলমিলে রক্তাক্ত লকেট।

বৃক্ষেরা সদলবলে, বা কোনো একাকী বৃক্ষে
অরণ্যে প্রান্তরে কিংবা পথ-প্রান্তে কলকাতা শহরে
হঠাৎ চিড়িক্‌ব্যথা স্নায়ুগুচ্ছে তীব্র কশাঘাত
বৃক্ষ আছে, দেহ আছে মানুষের শহরে সংসারে

যতই বাঁধাও শান চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক পর্ণোগ্রাফী।

## প্রতিমার মতন একেলা

তেমন বিনম্র হয়ে দাঁড়াতে কি পারবে সাবিত্রী ?
কোনো মন্দিরের দেয়ালপরীর সাধিত ভঙ্গিমা নয়
বা বত্তিচেলির
অভ্যস্ত মোহিনী সেই বাসনা ভেনাস।
কোনো কুট্টনী নগ্নতা নয়,
নগ্নতার আচ্ছাদন নয়,
যদৃচ্ছা দাঁড়াতে পারো দুবার খোলস ফেলে, শেষবার নিজের নিকটে
তাহলে দর্পণ দেব চোখে চোখ দেখবে নিজেকে।
তাহলে সাবিত্রী তুমি কী যে তীব্র উঠে যেতে নাগালের
সম্পূর্ণ বাহির।

তোমার চিবুক দেখতে সামান্য এ-স্ত্রীলোকেরও ঘাড় ভেঙে যেত।
নিজেকে দেখাবে যদি দৃশ্যের মতন এক দৃশ্য হয়ে যাও।
সান্ত্বনা দুঃখ প্রেম যে যা চায় অলক্ত রঞ্জিত ওই চরণ যুগল ছেনে নিক।
বক্ষের ভিতর তুমি একা রাখো অনঘ প্রতিমা।
প্রতিমার সর্ব ঊর্ধ্ব সব দূর পূজারীর কবে প্রাপ্য হয়।
সাবিত্রী প্রতিমা হও প্রতিমার মতন একেলা।

## কবিতা এবং আমি

কবিতা এবং আমি দুই যুযুধান পায়তাড়া
তীক্ষ্ণ ফলা আগুপিছু, সাপের জিভের ব্রিক্ ব্রিক্
কাগজের দলা জমছে বেতের বাস্কেটে ধিক্ধিক্ ?
বিফল মায়ের ঘায়ে মাঠে মারা যেতেছে বিদ্যুৎ !
কবিতা এবং আমি ফালা ফালা সাঁজোয়া পোশাকে
ছড়ে যাচ্ছি, কেটে যাচ্ছি বল্লমের ভুলভাল মারে
কখন হৃদয়ে ঘা যে ! অন্তরীক্ষে উৎকর্ণ যম
কখন কবিতা বলো, বিঁধে যাবে হৃদয়ে মোক্ষম ?

কি আনন্দ লক্ষ্যভেদ ! কবিতা হে ভিতরে কোথাও
ওল্টালো মধুর ভাঁড়, অমৃত গড়ায়, খাও, খাও—
এবার শাবাশ বলে হেসে উঠি দুজনে দুজন,
মৃত্যু নয়, বাঁচা নয় লক্ষ্যভেদ, সর্ত ছিল রণ।

## তার চেয়ে নগ্ন যাও

তার চেয়ে নগ্ন যাও হে রমণী ধু-ধু রৌদ্রে জোড় করি পাণি
অঞ্জলি ভরিয়া লহ কৃষ্ণফুল রক্তফুলগুলি
যদি হে শরীর নেয়, পাপ তোর নীল জামদানী।

দুই বাহু আন্দোলিলে জানি হে সমুদ্র দুলে ওঠে
এমত ডাকিনী যাদু আছে বলে নহে ব্যবহার
কুঁড়িতে ভাঙিয়া দিও তেমন বাসনা যদি ফোটে !

প্রকাশ পাপের মত, ক্ষতগুলি রুগ্‌ণ করে চিরে
ভিতরে চৌচির হলে রক্তচিহ্ন মুছে মুছে যেয়ো
প্রেম বজ্রগর্ভ মেঘ সংবরিও বিদ্যুৎগুলিরে।

## সেই নারী

সেই নারী অধোনেত্রে পিছনে জগৎ রেখে স্থির
পৃথিবীর মত সেই অন্য এক পৃথিবীতে একা
চলে যাবে মুখ ঢেকে।
ভয়, মুখে শত মসীরেখা
দুঃখ যদি ভীতি যদি
তীক্ষ্ণ টানে এঁকে এঁকে রাখে।

অবোধ ভেবেছে কেশে কোনো চিহ্ন বেদনা রাখে না
কে জানিত কেশগুলি কোঁকড়ানো বেদনা অধিক
হৃদয়ের সব রক্ত ওই কৃষ্ণ রেখায় প্রতীক
দুঃখ ঠিক দেহ ঘিরে রেখে গেছে নিজের সঙ্কেত।

ঝড়ে সারা রাত্রি তার বাতায়ন বন্ধ হয়, খোলে
কাহার চরণ ধ্বনি, যে ধ্বনি কামনা সে তো নয়
বুকের মুঠোয় ফোটে সারারাত রক্তজবা ভয়

এলে মুখ দেখাবো না ; বুঝতে পারবে ভালোবাসি।

## বায়োলজি

ভেবেছিলাম বুকেই পাবো, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!
খুঁজে পেলাম পায়ের তলায় রক্তঝরা গোড়ালিটায়
লটকে আছো পেরেক্ ওঠা ছেঁড়া চটির শুকতলাতে
একটি শুধু নাম।

হায় রে কোথা ইচ্ছে ছিল ব্লাউজ-ভরা নীল গোলাপে
গন্ধ করে পাপড়ি খুলে বন্ধ করে রাখব ভরে
ঠিক বলো ত কি মন্তরে গড়িয়ে গেলে যথাস্থানে
এসপ্লানেডে হারিয়ে যাওয়া ক্লান্তিমাখা লাল রুমালে
একটুখানি ঘাম।

চোখ বুঝেছি ঘুম খুঁজেছি কোথায় গেলে ভালোবাসা ?
মন বলেছে আছে—আছে খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, তন্ন-তন্ন
শরীর খুঁজি আঁতি-পাঁতি, ঠোঁটের তিলটি উলটে দেখি
কোথায় গেলে ? এ-পাঁচ ফুটে বাহুর ভাঁজে সিঁথির গুঁড়ি
পথের মধ্যে দিব্যি তুমি খেলছ নাকি কানামাছি।
ঝাঁঝ উঠেছে নীল বোতলে উপ্‌চে ওঠে উপস্থিতি—
একটুখানি কাম।

## দপ্‌ করে অদ্ভুত বিকাল !

সমস্ত জীবনে মাত্র হঠাৎ একটি দিন
দপ্‌ করে অদ্ভুত বিকাল।
সব বদমাইশের মুখগুলি সামান্য আব্‌ছা করেছিল।
মায় তিক্ত ভিক্টোরিয়া সেকি হো হো কুঁদ ফুল হাসি !

চূড়ার উপর থেকে সেই ধ্রুব কালো পরী
ডিমের কুসুম সূর্যে পাগলের মত উড়ে গেল।
তার আগে চুপি চুপি বলে গেল ঈশ্বর ওরা না
বলে গেল, আমিও কালো না।
আজ তার মুখ দেখো, অতর্কিতে মুখ খুলে গেছে।

কাকে তুমি·········
কাকে তুমি ····· ···
তার মুখ ভালো করে দেখো।
বোলো না, বোলো না আর শুনতে পারি না বলে
বাসন্তী রেণুর মত ঝরে পড়া বন্দুর হাতড়াই
কার দুটি ওষ্ঠ কাঁপে—আর কোন নীলার পেয়ালা
চুম্বন ফোটার আগে ঝরে যায় আছোঁয়া পানীয় সব
ঝরে যায় !

একা অভিমানে মাঠে কুয়াশা, তারায় ফুল
লালচে বাদাম পাতা
চুমুগুলি ঝরে যায় !
সমস্ত জীবনে মাত্র হঠাৎ একটি দিন
দপ্ করে অদ্ভুত বিকাল।

## ক্যবিজম্

আমি ত রক্তেই যাবো, রক্ত হব, ফুটন্ত শোণিত
হৃদয় ফিনিক ফোটে রঙ ওঠে শ্বেত নীল পীত
স্নায়ুটায় ছিঁড়ে যায় রঙ নামে জরদা লোহিত
এই রক্ত এই রঙ, আগুন শিকড়ে নাড়ে ভিত।

কোনো অন্ধকার নয়, ছায়া সব রোদ করে জ্বালো
তুলি না, মশালে জ্বলো, জলে না রক্তে গোলা রঙ
গোয়ানি গিতার আনো—তাম্বুরিণ দুপুর সারং
বাজায়ো না, বাজো পায়ে ঘুঙুর—হে উন্মাদিনী কালো।

আমি রক্ত আমি রঙ আমি এক নির্ঝরিণী লাল
জোরালো সরল টানে টান দিই শোণিতে বিশাল
সমস্ত সময় ঘোরে ফোয়ারায় নৃত্যরত কাল
রঙের অরণ্যে ঘুরি, রঙ খাই রঙের মাতাল।

## ভেবেছিলাম

কি আশ্চর্য ভেবেছিলাম
একটি প্রপাত একটি বাগান একটি পাহাড়
ধরে রাখব পুরে রাখব
কলের ধারায়, ফুলদানীটায়, কাগজচাপায়
এসব হবে খুব সহজে

ভেবেছিলাম, কি আশ্চর্য
ভেবেছিলাম।

কি আশ্চর্য ভেবেছিলাম
একটি পুরুষ, কোমলনয়ন, একটি তনয়,
ধরে রাখব ভালোবাসায়
আপন সুখের গোপন স্বর্গ শান্তির নীড়
খুব সহজে বানানো যায়
ভেবেছিলাম, কি আশ্চর্য
ভেবেছিলাম।

## ভানুমতীর দুপুর

মৃতচিঠির মহল থেকে একটুখানি দূরে
তোমার দেখা পেয়ে গেলাম দুপুরে রদ্দুরে,
দুপুরে রদ্দুরে এলে মাটি আকাশ জুড়ে
ডালাউসিকে ডুবিয়ে দিলে শুদ্ধসারং সুরে।

যাদুর মতন ছড়িয়ে গেল তোমার লাল শাড়ি
একপলকে নিখোঁজ হ'ল কলমদারের বাড়ি,
কলমদারের বাড়ি ছেড়ে চল্‌ল ট্রাম গাড়ি
এ-ট্রাম দেবে ভানুমতী তোমার দেশে পাড়ি।

এখন আমায় যাও না নিয়ে হিজলতলির মাঠে—
তোমায় আবার বসতে দেব নাজ্‌না পাতার খাটে
নাজ্‌না পাতার খাটে বসে সূর্যি যাবেন পাটে
শঙ্খ ঘণ্টা বেজে যাবে বুড়ো শিবের নাটে।

চাররঙা ঐ মোড় ছাড়াল সাতরঙা সেই ট্রাম
দূরভাষিণীর চোখে কোথায় হিজলতলির নাম
হিজলতলির নাম নেই তাই এখানে নামলাম
তিনগাঁর সেই চেনা ছেলের এমন কি আর দাম!

## নাচের পুতুল

বুক ও কটিতে শুধু সামান্ত সাটিন
পৃথিবীকে ছুঁয়ে আছে দুপায়ের অগ্রভাগ তার
তাকে ঘিরে আলো ঘোরে জালে পড়া শাদা মৌমাছি
চারপাশে রঙ্গমঞ্চে থমকায় কালো অন্ধকার।

মনে হয় পিঠে তার ডানা আছে, কাচের পতাকা
অথবা সে হাঁস এক, উড়ে যাওয়া আলোর পালক
অস্থিহীন অলৌকিক, দেহ তার উড়ন্ত বলাকা
ওপরে আলোর দিকে, তার দুই বাহু উদ্দালক।

হীরক কঠিন উরু অন্ধকারে জ্যোতি-সমকোণ
কটিদেশে বৃত্তচাপ, বাহু কাঁপে সরোদের তার
তবুও নাচের চেয়ে অপরূপ নাচের উঠোন
কারণ শরীর তার উচ্চনাদ তৃষ্ণার ভৃঙ্গার।

নাচ শেষ, ফিরে এসো উইংসের অন্ধকার কোণ
যত কাছে যেতে পারে, তত কাছে নিয়ে এসো মুখ
ম্যাস্‌কারা বিস্ফারিত, নাচে দুটি মোহন-নয়ন
অন্ধকারে ডুবে গেছে উচ্চারিত, বাহু কটি বুক

নাচ শেষ, ফিরে এসো, নেচে ওঠে অপেক্ষার মন
এতখনে তোর নাচ ছাড়ায়েছে নাচের উঠোন।

## কড়ি খেলা

কে যে কার পাপ পুণ্য দুঃখ সুখ আনন্দ অসুখ
নিয়ে কড়ি খেলে!
কে যে কার পাপস্থানে পুণ্য আর পুণ্যস্থানে পাপ—
রেখে কড়ি খেলে!

কে যে কার সর্বস্ব উল্টে পাল্টে ছিঁড়ে ছেনে ভেঙে
গড়ে কড়ি খেলে!
কে যে কার নিভৃত বিস্ময় স্মৃতি বোধ দুঃখ বেদনা নির্জন
নিয়ে কড়ি খেলে!

কে যে কার কখন ঈশ্বর আর কখন ইতর
কে যে কার কখন ঈশ্বর!
আর কখন ইতর!
শব্দ যদি ব্রহ্ম তবে শব্দের জাঙাল ভেঙে
ছোটাও তুমুল খুব
যে কোনো ফোয়ারা।
কে যে কার রক্তে লিপ্ত প্রার্থনায় পাথরের
বধির দেবতা
'পাপস্থানে পাপ রাখো, পুণ্যস্থানে
পুণ্য রাখো
হে আমার ঈশ্বর ইতর সোনা তুমি তুই প্রিয় প্রিয় প্রিয়'

পৃথিবীর বুকে বুক, মুখে মুখ, সংসারে বনবাস দাও।

## রাত্রি আমার কবিতা

কিবা অত্যাশ্চর্য রাত্রি, অভিভূত রাত্রি কিবা রাত
চিত শুয়ে আছি রাত্রি, বাজে রে রজনী বাজে বাজে
কি মৃদু ঝাঁজর ঝিঁঝিঁ কি মৃদু ঝল্লরী কিবা রাত! রাত।

এ দোল কি ঘন দোল, দোলে রে দোলে রে দোলা দোলা
কিবা কালো ফোয়ারারা তারারা তারারা সারারারা
ঘুরুক ধরারে ঘোরা, ঘোরেরে হৃদয় ঘোরে ঘোরে
গোষ্পদের জল প্রাণ – সে জাত দর্পণ প্রাণ
অবিকল ছায়া বুকে ঘোরে

তারার আঙুর ফল কতকাল দেখাবে সে তোরে?

২

বিশ্বাস করো রাত্রি
ঠিক আমার মতন জ্যান্ত
তার বুকে মাথা রেখে দেখেছি—
পেশি ত্বকের তলায় শিউরোয়।

সত্যি বলছি, গিলেছি
এই অস্ত্র চিরলে মিলবে
দেখো গলা জলে জলে নামছে
নিট নির্জলা কালো রাত্রি

কালীর দিব্যি রাত্রে
সাধু নিষ্পাপ বেশ্যার
হাতে হাত ধোয়া দেখেছি
মুখগুলি সব আয়নায়।

রাত্রির হাতে হত্যা
লেখা জন্ম থেকেই কপালে
কবে বিঁধবে কৃষ্ণ ছুরিকা
কবে হে বিশল্য-করণী?

৩

সাধে কি দিনের লাল উজ্জ্বল কর্দম দেহে মাখি
অবারিত দিবালোকে পথ হাঁটি মলিন বসনে,
রানীর মতন বুকে রজনীর নীলকান্ত রাখি।

ছেঁড়া তাঁবু ফুটো দিয়ে রোদ্দের নিলাজ মারে উঁকি
আমার জীবন গতি অণুবীক্ষণ চোখে চেয়ে
তবু বাঁচি বুকে কাঁপে রজনীর নীল ধুকধুকি।

মাটির পাত্রেও ফুটো গলে যায় পূতিগন্ধ জল
ঘুমুঠো এলানো অরে হড়োহড়ি দিবা-সহচর
তবুও রাত্রির নেশা নীল মদ বুকে টলমল।

৪

আকাঙ্ক্ষা শিশুর মত অত্যন্ত অবুঝ তাই রাতে
মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে তবে তাকে ছেড়ে দেই
ঘুরে তারা খেলা করে যেমন চাঁদের আলো ছাতে
জট পড়া ইচ্ছার সুতো নিয়ে খুঁজে ফিরি খেই।

ক্রমশ হৃদয় জাগে, হৃদয়ের অত্যন্ত গভীর
দেখে আমি ভয় পাই—সব প্রতিরোধ মরে আসে
মনের আগুনে গড়া রূপ তার বিষম সুন্দর
কেঁপে ফেরে বসন্তের কৃষ্ণচূড়ার উচ্ছ্বাসে।

অবুঝ শিশুর মত তার ছুটি স্ফুরিত অধরে
কে আর চুম্বন দেবে ?—সান্ত্বনার মত অন্তত
ঠাণ্ডা নরম হাতে রাত এসে তার হাত ধরে
ঝরে যায় যেন তার জমে থাকা নিকষ শোণিত।
উষ্ণ-ললাট তার রাত্রি ছোঁয়—চুম্বনের মত !

## বিসর্জনের পর

বিসর্জনের পর বুঝেছি জেনেছি
একদিন পূজা হয়েছিল।
আজ তাই অন্ধকারে ফিরে ফিরে
অকাল বোধন।
তারপর চোখ চুল হাসি কথা
টুপটাপ অন্ধকারে ফেলে
বাড়তি আত্মার কাছে জেনে নিই
কাকে বিসর্জন ?
জেনে নিই কে কার প্রতিমা।

## কালী

রাত্রি আমার কে ?
আমি তাইত জানিনে।

তবু জেগে প্রতীক্ষা
যেন খুলছে দরোজা।

ও রাত্রি তুমি কার ?
বলো একদম আমার

আমি কিচ্ছু জানি না
বলো তুমি আমার মা।

বুকে রক্ত রয়েছে
তাতে রাত্রি পড়েছে

পড়ে ফুট্ ফুট্ ফুট্ ফুট্—
জবা ফুটে উঠেছে।

জবা ঠেলছে দরোজা
নয়ন মেলো প্রতিমা।

## সহজ সুন্দরী

যেকথা বলতে পারিনে
আমি তার নাম দিয়েছি।
আমি যে নাম দিয়েছি
সে নামের ভাষা জানিনে।
সে-নামের ভাষা জানিনে।
তাকে যে চক্ষে দেখেছি।

আমার সে দুচোখের দেখা
এ-পোড়া নয়ন মানে না।
মানে না নয়ন মানে না।
যাকে এ-দুচোখ জানে না
আমি তাকে হাতে ছুঁয়েছি।
আমার সে সত্যিকার ছোঁয়া
এ-পোড়া দেহ জানে না।

জানে না দেহ জানে না॥

ভাবি এ-দেহ না হত
সে-কথা বলতে কি পারতেম!
ভাবি যে-নামটি দিয়েছি
সেই নাম লিখে দেখাতেম!
ভাবি যে ভাষা বুঝেছি
সে-ভাষা বলে বোঝাতেম!
ভাবি যে-রূপটি দেখেছি
সেই রূপ এঁকে জানাতেম!
ভাবি যে কান্তি ছুঁয়েছি
সে-ছোঁয়া ছুঁইয়ে বোঝাতেম!
ভাবি যে দুঃখ বুঝেছি
সে-সুখে কেঁদে ভাসাতেম!

## বিবিকে ফুল মার্কস্

বুনলি একই পশমে
বিবি তোর চুলের পশমে
গোনা সাতাশ পুলোভার
বিবি তোর জোড়া মেলা ভার।

ওই তিরছি নজরে
তোর ওই নয়ন বাণে
মারলি সাতাশ তীরের মার
বিবি তোর জোড়া মেলা ভার।

ওই দেহের সায়রে
বিবি তোর দেহের সায়রে
ভাসালি পানসি দু হাজার
বিবি তোর জোড়া মেলা ভার।

ওই চার ঘরা হার্টে
বিবি তোর চার ঘরা হার্টে
পশ্‌রা হাজার সওদাদার
বিবি তোর জোড়া মেলা ভার।

উড়োনো চুমু ছুঁড়ে দে
শুধু তুই চুমু ছুঁড়ে দে
জ্বলছে হৃদয় দু হাজার
বিবি তোর জোড়া মেলা ভার।

ঈশ্বর! ঈশ্বর!

গোপনে সবাই খুব বিফলতা ভয় করে করে
সে সব পাথুরে পথে গেলামই না!
নিজে বিদ্ধ হবে বলে তুমি ছাড়া কে আর ঈশ্বর।
বধ্যভূমে আপনার ক্রুশখানি বহে নিয়ে গেল,
হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! কাকে তুমি বিফলতা বলো?

সফলতাগুলি বিফলতা?

যথার্থ প্রেমের খুব কাছে কোনো সফলতা নেই বলে
জীবনে প্রেমের মুখ দেখলামই না!

মুখের ভঙ্গিমাগুলি ভেঙে গেলে অদ্ভুত দেখাবে, তাই
কখনো কাঁদি নি !

কেউ নয় ! হা ঈশ্বর তুমি বিনে কেউ কাঁদল না !
ক্ষমার ভীষণ শাস্তি তাকে আর কখনো দিও না !
কলঙ্কে, লজ্জায় তাকে যেতে দাও উন্মাদ জনতা
ছদ্মহাতে তুমি সব পাথর ছুঁড়েছ আমি জানি,
তুজনে আহত হলে রক্তের চুক্তিতে কাছে যাবো
নির্যাতিত হলে বুঝি আত্মজার মত বুকে নেবে,

সফলতা ! সফলতা ! না হলে কি সফলতা শুধু ?
কাকে ঠিক সফলতা বলে ?

সফলতাগুলি বিফলতা।

## প্রেম খুলে ফ্যালো

পাপড়ি খুলে খুলে তুমি প্রেমে এসেছিলে
এবারে খোলো হে প্রেম প্রেমের পাপড়ি
প্রেম খুলে ফ্যালো ওই হেমবর্ণ রক্তবর্ণ ঝরায় বৃক্ষেরা
ঋতু ঝরে ঋতু ঝরে, ঝ'রে যায় জন্মান্ধ তুপুর
সূর্য চোখ নষ্ট করে, নষ্ট করে দৃষ্টির স্বচ্ছতা
বিকালে তাই কি তুমি পাপড়ি খুলে প্রেমে এসেছিলে ?
এখন রাত্রি হলো খুলে ফ্যালো প্রেম
অঙ্গে অঙ্গে হেমবর্ণ অলংকার কী হবে এখন ?
এবার ফেরো হে তুমি আবরণ খুলে খুলে একা
দেখবে না আরো কোনো পাপড়ি আছে কিনা ?
কেন্দ্রে কী আছে একা ? কিছু—কেউ ?
দেখবে না ভ্রমর ?

## এই তো এলাম

এই তো এলাম
এলাম অতর্কিতে
তোমার পায়ে হৃদয় সমর্পিতে

খসলো ভালোলাগার থেকে ভালো
বিঁধলো বুকে সঞ্চারিণী আলো
আলোর রেখা ঢেউ খেলিয়ে চলে
রক্ত থেকে রক্তে দূরগামী !

ভাখো, তোমার চরণ-ছায়ায় এসে
সহজ তানে গানের নিরুদ্দেশে
খসলো কেমন আমার থেকে আমি !

সরিয়ে ভাখো ঢেউয়ের গোছাগুলি
তলায় নয়ন স্থির ভাবাতেই আছে
ভালোবাসার চন্দনে অঙ্গুলি
তিলক দেবে তাই তো অধীর আছে !

এমনি ক'রেই প্রস্তুতিহীন এই
হঠাৎ এমন উজাড় আচম্বিতে
যখন আসে এমনি বুঝি আসে

প্রেম কি এমন ? দোলায় আমূল ভিতে।

## সে

যতদিন সে ছিল ঘরে
ঘরে এবং চরাচরে
অসুখ তাকে ছুঁয়ে ছিল
সুখ না থাকার অসুখ !

একটু নাছোড় জ্বরের মতো
জ্বরের কিংবা ভয়ের মতো
নাড়িতে তার লেগে ছিল
ঘোর দুঃখের খানিক।

অমল ছিল দুয়ের মধ্যে
-সক্তি অনাসক্তির
যেমন ফাগুন আগুন বোশেখ
মধ্যে রাখে চত্তির

একই ডালে নতুন পাতা
একই ডালে শুকনো
অমল আমার এই-বা ভালো
এই-বা আবার রুগ্ন

এখন অমল ঘরেই আছে
ঘরে চরাচরেই আছে
অসুখ তাকে আর ছুঁয়ে নেই
আর ছুঁয়ে নেই দুঃখ
হাওয়ার সঙ্গে জলের সঙ্গে
গাছের পাতার অঙ্গে অঙ্গে
গহন এবং সূক্ষ্ম ॥

## একলা আছি

একলা আছি একলা থাকার সুখে
খানিক কথা আধেক দেখা অনেকটা কৌতুকে

কথার কথা আগেই বলা ভালো
কথা তোমার মাথার পাশের ছড়িয়ে থাকা আলো

তাহার পরে দেখা
দেখার জন্য এই শহরে তোমার চরণ-রেখা

খুঁজতে খুঁজতে, দেখতে দেখতে
আঁকতে-আঁকতে ছবি
বুকের পাঁজর ছাপিয়ে যে বয়
আনন্দ-জাহ্নবী

কৌতুকটি কেন ?
মাঝখানে কাঁচ জীবন বইছে দূরের দৃশ্য যেন
ছুঁই বা না ছুঁই কিন্তু পরখ জীবন খুলে ধরে—
ভিতর-বাগে কে যে কেমন অপ্রেমে অন্দরে—
দেখি তখন ভালোবাসার কিরণমাখা মুখে

চোখের সঙ্গে মেলালে চোখ প্রসন্ন কৌতুকে।

## শীত

শীত ভেঙে নাও বোঁটা থেকে      শাদা দুধ

গড়ায় ধুতুরা-বাটা      গাঢ় রস শিরাময় রক্তনলিকার ধারা
বাসনার নিরুপায় স্রোত      করমুচা আগুন চমকায়
ময়দানের অন্ধকার পোড়া বুক ধ'রে থাকে কমলা জিহ্বায়।

আগুনে পোড়ার গন্ধ পরিণত হেমন্তঝরনপত্র জীর্ণ স্তূপাকার
শীতে পুড়ে হিন্তালপাতার শীৎকার সারা উত্তুরে হাওয়ার
বুক ভাঙে

মাঘমণ্ডলের ব্রত করে সব সতী সীমন্তিনী

ওই প্রেমে জন্মান্ধ অচ্ছুত এক নারীকে তো কখনো দেখিনি
ধানশিষ কড়াইশুঁটির শাক কল-ওঠা বীজের সরায় মাঙ্গলিক

শরীরে ভেঙেছে শীত বোঁটা-ভাঙা বাসনা-নির্যাস
গড়ায় ধুতুরা-ধারা, শীত এক বাসনাপোড়ার মলমাস ॥

## এবার কালী তোমায় খাবো

রক্ত থেকে ফেলে দাও লোহিত-লঘুতা—লোল জল
ঘিরুক তোমাকে কালো লেলিহান শিখা
আলোর অন্তিম স্মৃতি ছেড়ে যাও শাড়ির মতন
ঝাঁপাও আগুনে এই—কালো ঘোর শিখা এই
অন্ধকারে আঁধারের শঙ্খলাগা খেলা
ক্রমশ ভিতরে যাও, কালোরও অধিকে যাও ওই ত্রিনয়নে
তারার ছিদ্র দিয়ে চ'লে যাও গূঢ়
সংকেত আঁধারে যাও সুড়ঙ্গের ভিতরে যেখানে কয়হীন
অন্ধকারের রোম ত্বকে লাগে চামরে পদ্মকাঁটা ওঠে
দাঁতে লাগে অন্ধকার জিহ্বায় গলায়
গড়ায় স্রোতের মতো কালো সুরা কৃষ্ণচৈতন্য মাখা কালো
মাংসের টুক্‌রা নখ অন্ধকার ক্রমান্বয়ে চেরে
আঁধারের রক্তে ভরে তালু ও টাগ্‌রা

কালোজবা
উদ্ভিন্ন হও হে ফুল, কালোফুল, গাঢ় অমানিশা
জারিত সঞ্চারিত রক্তে রক্তে
উদ্‌গারে উদ্‌গারে ॥

## ইষ্ট

খানিক দুঃখ খানিক অশ্রু—
একটু জ্বালা অনেকটা তাপ
সব ছাড়িয়ে সব ভাসিয়ে
এই তো তোমার প্রেমের প্রতাপ !
ছড়িয়ে ডানা ক্লান্তি-রহিত
এই সৃজনের এপার-ওপার
পেরিয়ে এল শুভ্র ঠোঁটে—

অলিভপাতার শান্তি-বাহার
মক্তে মতই ভাসিয়ে দিচ্ছি
একটি একটি অহং-নৌকা
হানছে হতমানের মুশল
তোমার প্রেমের নীল জলৌকা।
কাজল ঘনে শ্বেত-বলাকা
পেরিয়ে ভুবন ছাড়িয়ে সৃষ্টি
কেবল ছাখো মন্ত্রবীজে
করছে পুণ্যশ্লোকের বৃষ্টি ॥

## একা মধ্যযাম

রাত্রিপাখি শব্দ ছোড়ে   ঠোঁট থেকে ঠোঁটে
নকীবে নকীবে যায়   তল্লাট তল্লাট
একা মধ্যযাম জেগে ওঠে।

মধ্যযাম   একা জেগে ওঠে

বিকালের বাক্স খুলে, সন্ধ্যার মলাট খুলে রাত্রির
ডিবার থেকে

বিশ কৌটোর থেকে বিষকেউটের মতো খোলে খাপ

খাপের ভিতর থেকে   অ-নিসর্গ আলাদা কজার
খুলে আসে মধ্যযাম   ক্ষীণ মধ্যযাম
না-মর্তে না-আকাশে ঝুলে থাকে অপার্থিব ভিন্ন সময়

সুন্দর পুরুষ আসে   স্বপ্ন গড়ানোর শব্দ হয়।

বাহার ইঞ্চির শাদা চুনোটের ফুল খায় আছাড়পিছাড়
শ্মশান কাঠের গাঢ় নির্য্যাসক্ত গলিত রজন থেকে

উঠে আসে কুণ্ডলিনী ধোঁয়া
ময়দানের পোড়া পাতা   আসক্তির ধূম্র পাঠায়

দুই বিপরীত এসে মিলে যায় অপার্থিব ক্ষীণ মধ্যযামে

সুন্দর পুরুষে মিলে যায়।

## শাপ

ছাখো, সমস্ত অরণ্য ম'রে কাঠ হয়ে আছে এই ঘরে,
ওই শানিত পালঙ্কে   ওই নিশিত চেয়ারে!
তুমি   বৃক্ষের কবরে ব'সে আছো।
এবং টেবিলে,   পাথরের চোখ কাকাতুয়া
মরা পাখি ব'সে আছে মরা এক ডালে।
আর তুমি   অভিশাপ কুড়াও প্রত্যহ!

কারণ সমস্ত বন তুমি একা পিটিয়ে মেরেছো।

একদিন এই কাঠ জ্যান্ত ফুল দিত,
ভুমো ভুমো কুঁড়ির ভিতরও
জেগে উঠতো সঘন জীবন।

তোমার পালঙ্ক আজ ফুলে ফুলে পুষ্পশেজ হয়ে উঠবে না।
বালিশের ভিতরের আক্রোশী শিমুল
তোমার স্বপ্নের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে অভিশপ্ত সিল্‌কের সুতা,

অরণ্যের বিদেহী নিশ্বাসে
এইসব কাঠের ভিতরে তুমি ক্রমে
কাঠ হয়ে যাবে।

সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে ঝ'রে পড়বে স্খলন-ক্ষমতা।

## বৃক্ষ

বার বার বৃক্ষই কেবল
বৃক্ষই আমার কাছে ফিরে ফিরে আসে
প্রত্যয়ের মতো
এমন প্রত্যয় আর বৃক্ষশাখা ভিন্ন কোথা রাখি
বৃক্ষই আমার সব
আমার সাবেকী।

আমার জন্মের মধ্যে রয়ে গেছে তরুর ইশারা
বীজ থেকে ক্রমে আমি হাড়ে মাংসে শোণিতে মজ্জায়
চোখে কানে সঞ্চারিত হই
আমি যাই পত্রগুচ্ছের দিকে   ফুলে ও পাপড়িতে যাই
বহিরঙ্গে আকাশে বাতাসে

তারপর বীজ ওড়ে   আমার নিজের বীজ বাতাসে বাতাসে
আমার কথারা যায়   আমি যাই   ইচ্ছাগুলি যায়
সব যায় দিকে ও বিদিকে

আর তারও পর
আমি ফিরে আসি
নিজেকে সংবৃত করি   সংকুচিত একেলা একাকী
বৃক্ষেরই দৃষ্টান্তে ফিরে আসি
বৃক্ষের দৃষ্টান্তে হই   একা

বহিরঙ্গ ডেকে ফিরি অন্তরঙ্গে   গূঢ় মৃত্তিকায়
বৃক্ষ থেকে শিখে নিই বাহিরে ভিতরে
এইসব মনোময় অন্নময় প্রাণময় বাঁচা।

## শনি

এসো তুমি মধ্যরাত্রে ছায়া
তোমার সঙ্গে সূর্যভ্রমণের চিহ্ন   নীল একা শনৈশ্চর

চতুর্দিকে ঘুরে থাক ত্রি-বর্তুল কায়া

এসো তুমি মধ্যরাত্রে ছায়া
বিবর্ণ, আমার অবিকল
সারাদিন সৌর-সংবাহন থেকে স'রে এসে রাতে—
সমস্ত মানস থেকে কার জন্ম, একা ত্রি-বর্তুল
কার জন্ম মনের ভিতর থেকে অতিবৃদ্ধ নীল সমগ্র সভ্যতা বোধি

মধ্যরাত্রে একা
আমার ভিতর থেকে জন্ম নেয় প্রবুদ্ধ ভাবনা।

## রাহু

ওই সেই অর্ধকায় বঞ্চিত পুরুষ
সমগ্র মাথায় যার পাক খায় স্বর্গের অমৃত

একা একা বেঁচে থাকে কেবল মাথায় !

ওই তার দীর্ঘ ঘোর অসুখী প্রচ্ছায়া
প্রচ্ছায়ার সমস্ত ভিতরে ঘোরে ছায়া শঙ্কুময়
চাঁদ খায় সূর্য খায় সর্বভুক বিষণ্ণ নির্বাহু
রাহু

হায়, এত প্রবঞ্চনা, হায়, এত পাপ
সব ক্রমে চাপা পড়ে স্বর্গময় গানে
ওষ্ঠপুট থেকে তার লুঠ হয় অমৃত-কলস !
রক্ষক ভক্ষক হয়     নারায়ণ, হায়, নারায়ণ
প্রিয়েয়ো প্রিয় যে, এসে শিয়রে যে শমন দাঁড়ায় !

সেই অবিনাশী মেঘ খুলে দেয় নিহিত যন্ত্রণা
অঙ্গের অনঙ্গ রোধ ক'রে বাঁচে রুদ্রের তনয়
কেবল মস্তিষ্কে তার ক্রোধ জমে   ক্রোধের প্রণয়

আলিঙ্গনহীন তার চুম্বন কামড় হয়, সূর্য চাঁদ
কণ্ঠে বেঁধে—নষ্ট পরমায়ু
জ্বলন্ত কর্কটে ক্রমে জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হয়    রাহু!

## চরিত্রের হীরা

চোখ থেকে ক্রমাগত খ'সে যায়
যা-কিছু নয়ন নয় দৃষ্টি নয় যা-কিছু অসার—
ঠোঁট থেকে খ'সে যায়, যা-কিছু বলার মতো নয়
কথা নয়, শব্দ নয়, চুমু নয়, মনের আসল
বুক থেকে খ'সে যায়, যা-কিছু নিজের নয়
প্রেম নয়, শান্তি নয়, নিজের আপন কিছু নয়
যেভাবে ফুলের থেকে যথার্থ সময় হলে
খ'সে যায় ফুলেরও আসল যারা নয়
খ'সে যায় রঙিন পাপড়ি
ওই একই খসার আদলে
আমার মুখের 'পরে ফিরে এসো বেদনার রেখা
জন্ম-জন্মান্তর ভেদ ক'রে ফিরে এসো
দুঃখ বঞ্চনা ভেঙে, তীব্র অপমান ভেঙে
ফিরে এসো কালো চুল ভেঙে    শুভ্র পবিত্রতা
এখন রূপের কাঁচ    যৌবনের অগ্নিশিখা ফেলে

তুলে নিতে চাই আমি চরিত্রের হীরা ॥

## শেষ আমলকী

শেষ আমলকীখানি রেখে গেছে
রেখে গেছে চৌকাঠের পাশে
হাতে দেয়নি সে

কারণ দেওয়ার মধ্যে দান থাকে
দানেরও যে অহমিকা থাকে

তাই তার নিবেদন রেখে গেছে নম্র নিরুচ্চার

কোমল সবুজ অভিরাম

শেষ আমলকী !

## গর্জন সত্তর

পিস্তল ধ্বনিত করলো তাদের ছুট—
দূর থেকে শোনা যাচ্ছে সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি
থরথর কেঁপে উঠছে চারদিক
ছুটে আসছে অগুন্তি বর্ণময় অশ্বারোহী
গর্জন সত্তর !
ঘাড় বেঁকে আছে রোখা ঘোড়ার—
টগবগ করছে রক্ত
কেশর কাঁপছে রাগে
অভিমানী নাসায় ফুঁসছে আগুন
থরথর কেঁপে উঠছে মাটি—
আমি, গর্জন সত্তরের অগুন্তি অশ্বারোহীর উল্লাস
শুনতে পাচ্ছি !

তাচ্ছিল্যের হার্ডল ভাঙছে ক্রমাগত—
উল্টে ফেলছে অবহেলার খুঁটি—
উপড়ে দিচ্ছে উইয়ে-ধরা স্বপ্রোথিত জয়স্তম্ভ
গর্জন সত্তরের অশ্বারোহী !

তারা নকল ইতিহাসকে ভাঙতে আসছে

বাতাসে উড়ছে ফুলকি, হাওয়ায় দহনের সোঁদা গন্ধ—

শুকনো পাতার ওপর দিয়ে তারা চালিয়ে দিচ্ছে লাল ঘোড়া
সরসর ক'রে আগুন এগোচ্ছে···
গর্জন সত্তর আসছে অন্ধ পাহাড় গুঁড়িয়ে
বধির নদীর স্থগিত কূল ছাপিয়ে
হো হো ক'রে হেসে উঠছে, সব মন্দিরের দরোজা হাট ক'রে দিয়ে
ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু সাজানো মুখোশ
ছুটে আসছে
দুরন্ত অশ্বে আমার জলন্ত অশ্বারোহীরা

ক্ষুরের আঘাতে ভাঙছে পদ্মভোজীর ডেরা
বাস্তুঘুঘুর ঘুম

ফাল ফাল ক'রে ছিঁড়ে দিচ্ছে মুখোশ
খুলে আনছে বিদেশী মার্ক
বালিশ ফাটিয়ে বের করছে স্মাগল্‌ড্ ডলার

সাবাস! আমার স্বপ্নের অশ্বারোহীরা
খান খান ভেঙে দিচ্ছে সমস্ত যৌন-টোটেম
কবিতায় রমণী ব্যবসা!

র‍্যাবো ভেরলেন শার্ল বোদলেয়ার কাঁচিকাটা ক'রে
ফেলে দিয়ে বাতিল পুরোনো সব অনুবাদ গন্ধলাগা গলিত দর্শন
ছুটে আসছে গর্জন সত্তর
রমণীকে একভাবে কার্ডবোর্ড ছবির মতো
নীল-ছবি পোস্টকার্ডে
যারা দেখবে না

চতুর্মাত্রিক তাকে সম্পূর্ণ দেখাবে, তারা আসছে
অন্তরে বাহিরে এক, নতুন দর্শন নিয়ে
পথ কেটে চ'লে যাচ্ছে অদ্ভুত সত্তর

পিস্তল ধ্বনিত করলো সেই তীব্র ছুট—
পথের বাঁকের দিকে কীভাবে নিমেষহীন চেয়ে!
দ্যাখো থরথর কেঁপে উঠছে ভূধর

অশ্ব হ্রেষা, ল্যাজের চামর আপ্‌সানি
রেকাব উষ্ণীষ থেকে ঠিকরে পড়ছে জ্যোতি
যে-কোনো মুহূর্তে আমি দেখতে পাবো
সেইসব মুখ, সরল কোমল রেখাহীন গর্জন সত্তর!

## হরিণা বৈরী

অঘোর গৈরী পথ বৈরাগিনী
পথ না আগুন নদী ক্রূর-গামিনী
পোড়ে চুল জ্বলে ত্বক
নাড়া পদ ধক্‌ধক্‌
জানে না সে ঘোরে ক্রোধ লোভী কামিনী
শাঁখিনী হাকিনী ধায় খরডাকিনী
কোথা রে হরিণ তুই চিন্তামণি?
বৈরী আপনা মাসে তোর হরিণী!

হরিণী না জানে ঘর কোথা রে হরিণ?
একতারা হয়ে যায় তার ছিঁড়ে বীণ্‌
শিখা খায় লক্‌লক্‌
আগুনে আহুতি হোক
চোখ নাক স্তন ত্বক মাংসের ঋণ
বৈরী আপনা মাসে হরিণা অচিন্‌

একেলা নিলয় খোঁজে কোথা রে হরিণ?

## মহাশ্বেতা
( মহাশ্বেতা দেবীকে )

অগ্নিরও অন্তিম রূপ শ্বেত
রক্ত কমলা কিংবা অতসী বর্ণের নয় জিহ্বা করাল
সিন্দুর অগ্নিল কিংবা আতপ্ত কাঞ্চন
অতবেশি অগ্নি-ভীষণ ?
যেখানে অগ্নির কোনো চঞ্চলতা নেই
শুভ্রতার ভিতরে শুভ্রতা
যেখানে ফারেনহিট ছেড়ে দেয় সমস্ত মাপন
কুনকে ডোবালে ওঠে এক এক রাণীর মোহর
সেখানে তোমার স্থির ঘর
কে যাবে সেখানে নারী ? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফেলে ?
তুমি কেন তিনশ' বছর আগে
এই ভুল পৃথিবীতে এলে ?

## রাজলক্ষ্মী
( রাজলক্ষ্মী দেবীকে )

ব'সে আছো ?
জ্যোৎস্নায় নিকানো ঘর, কিছু নেই চাঁদ এক জেলেছো শিয়রে
ব'সে আছো ? একদিকে পরিপূর্ণ
আবার উজাড়

এভাবেই তুমি শুধু পারো সব দিতে
সব দেওয়া সকলের সাধ্য নয় জ্যোৎস্নার ভিতরও
বিনিময়ে অবিশ্বাসী, তাই তুমি একা দেউলিয়া

ব'সে আছো !
যেখানে মানুষী আর দুইতে পারে না ভেঙে পড়ে
সেখানেই দেবী ক্রমে ধীরে ধীরে প্রণতি শেখান
কীভাবে বা সমর্পণ ? কাকে সব দিয়ে দেওয়া বলে ?
যে-কোনো বৃক্ষের থেকে জন্ম জাদু শিখে নিলে কবে রাজেন্দ্রাণী ?

একটি বৃক্ষের থেকে খুলে যায় লাখ লাখ গাছ
একটি দুয়ার ক্রমে খুলে যায় দুয়ারে দুয়ারে

তুমি একা ব'সে থাকো, কালন্তর পিছনে যায় কেশে
লুটানো আঁচলে চাঁদ একা একা জ্যোৎস্না জোয়ার !
ব'সে থাকো, পূর্ণতা ফিনিক্ দেয়, রক্তলেখা দেয় ঘোর চাড়
যাকে বলে পূর্ণতা তারই নাম দিয়েছো উজাড় ॥

## দেবব্রত বিশ্বাস

দেবব্রত বিশ্বাস !
আপনার সঙ্গে কবে আমার প্রথম চেনা হ'ল
কবে ?
যেদিন ভীষণ দুঃখের ভিতর
এক রৌদ্রহীন বর্ণহীন ভোরে
বিনিদ্র রাত্রির পর জেগে উঠে
মনে হ'ল
কোনো মানে নেই—
কোনো অর্থ নেই বেঁচে থাকার
পৃথিবীতে আলো নেই হাসি নেই বন্ধুতা নেই
সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র চোখে
যে-অন্ধকারের পাথরে মাথা খুঁড়েছি—
নখ দিয়ে ছিঁড়তে চেয়েছি যে গাঢ় কালো
সকালের সমস্ত গায়ে
তারই শুকনো ছড়, কালশিটে রক্তের দাগ
লেগে আছে
আমি ঈশ্বরহীন •
ব্রতহীন
বিশ্বাসহীন এক অচ্ছুত মানুষ
আমি চূর্ণ বিচূর্ণ
বড় একা

তখন ভাঙা ট্রানজিসটারে
পুরোনো ব্যাটারীর অসহযোগিতা সত্ত্বেও
একটি সুর
একটি মূর্ছনা
কিছু বাণী
আমার কাছে পৌঁছেছিল
যেভাবে ফাঁসির সেলে পৌঁছোয় আলোর একটি কিরণ
বাতাসের একটি তরঙ্গ
যেভাবে ক্ষুধার্তের কাছে পৌঁছোয়
রুটির প্রথম টুকরো
তৃষ্ণা-ফাটা মানুষের কাছে
জলপাত্র—
আমি কতবার শুনেছি, কতবার!
কিন্তু সেদিন
সেই হতাশার দীর্ঘ অন্ধকার গুহায় একা
শুনলাম
বুঝলাম
দেখতে পেলাম
আকাশ, সমস্ত আকাশ কীভাবে খচিত হয়ে যাচ্ছে
সূর্য তারায়
দেখতে পেলাম অজস্র তারকাকণায় খচিত—
নীহারিকাপুঞ্জ
ঘুরে উঠছে আকাশ পারেরও মহাকাশে
ছিটিয়ে দিচ্ছে অজস্র নতুন তারা, নতুন প্রাণ
নতুন নতুন ভুবন
দেখতে পেলাম সমস্ত প্রপঞ্চ জুড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে
স্তরে স্তরে বিথরে সজ্জিত—
প্রাণ, প্রাণ, বিশ্বভরা প্রাণপুঞ্জ
আমার বিবর্ণ সকালের

পাংশু পাথর থেকে
করুণা গড়িয়ে পড়ল
আমি দেখলাম আমার বেদনা বদলে যাচ্ছে আনন্দে
আমার দুঃখ মথিত ক'রে উঠছে বিপুল সুখ
আমার কান্না থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হাসির হীরকদীপ্তি
আমার সমস্ত অপমান সম্মানিত হয়ে উঠছে
ভিতর ভিতর—
যন্ত্রণা কারুকার্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে
সুন্দর ক'রে দিচ্ছে আমার অভ্যন্তর—
জীবনকে
যেভাবে পেয়েছি সেভাবেই তো নিতে হবে
নেবো!
এই বেরঙা ভোরকে ভেঙে তুলে আনবো
সাত রঙের আলো
এই অন্ধকারের নদীতেই ভাসিয়ে দেব
ভালোবাসার মান্দাস
যারা আমাকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে আমি তাদের দিকেই
ছুটে যাবো
যে-সুর আমাকে দেখিয়েছে
যে-সুর অন্ধকার থেকে দৌড় করিয়ে নিয়ে গেছে
আমার আলোর দিকে, মানুষের দিকে,
সে-সুর বিস্ময়ে জাগিয়ে দিয়েছে আমার প্রাণ
সেই সুরই আমাকে সেই ভোরে
সেই বিবর্ণ অপমানক্লান্ত সকালে
একে একে
ফিরিয়ে দিয়েছিল আমার আরাধ্য আমার দেবতা
আমার কর্ম—আমার ব্রত
আমার সম্বল—আমার বিশ্বাস।
দেবব্রত বিশ্বাস
সেইদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার চেনা।

একদিন যখন পৃথিবী পেরিয়ে যাবে অনেকগুলো
সংক্রান্তি—
যেদিন এই সময়ের হাহুতাশ ঘূর্ণি
ঈর্ষার ধূম অহমিকার মালিন্য ধুয়ে যাবে
অপমানের বর্শায় জমবে মরচে
সমালোচনার নিউজপ্রিণ্ট যাবে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
যেদিন আপনি মিশবেন ধূলায়
সেদিনও
সেদিনও, দেবব্রত বিশ্বাস,
এক বিবর্ণ ভোরে
মরবার ইচ্ছে নিয়ে জেগে উঠবে একটি মানুষ
প্রেমহীন প্রীতিহীন বন্ধুবিহীন এক দুঃসময়ে
আর তার সেই অন্ধ গুহায়
একটি কিরণ—
একটু হাওয়া
একপাত্র জল
একটুকরো রুটির মতো—
ছুটে আসবে আপনার স্বর
আপনার কণ্ঠ
আপনার মূর্ছনা—
ধ'রে ফেলবে তার শিরা ছিন্ন করতে যাওয়া হত্যার হাত

বলবে, বাঁচো বাঁচো
দেখছ না আমি এত সয়ে এত যন্ত্রণা পেয়েও
কীভাবে বেঁচে আছি ?
দেখছ না ?
আকাশভরা সূর্যতারা—বিশ্বভরা প্রাণ—
সেইদিন মানুষ জানবে
যিনি গানের ভিতর দিয়ে ছবি আঁকতে পারেন
ছবির ফ্রেম ফাটিয়ে নিয়ে যেতে পারেন

দর্শনের গভীর জগতে
জীবিতকালেই যিনি উপকথার আশ্চর্য সম্রাট
তাঁর নাম ছিল—
তাঁর নাম আবহমান দেবব্রত বিশ্বাস ॥

## আন্তিগোনে

( কেয়া চক্রবর্তীকে )

একটি সতেরো বছরের মেয়ের পায়ের তলায়
লুটিয়ে পড়তে পারে না একবার একবারো
তাবৎ সংসার ?

শূকরী পালের মতো মুখাবয়বহীন রমণীর অপ্রয়োজন ?
ঘাড় ধ'রে নিয়ে এসে,—অবশ্য স্তন ও উদর ছাড়া
যদি থাকে অতিরিক্ত ঘাড়

একবার, শুধু একবার
চুম্বন করাতে চাই আন্তিগোনে
তোমার ওই কলাপাতারঙ্ পোশাকের পুণ্য প্রান্তদেশ !

আন্তিগোনে ? তুমি কি জানতে পেরেছিলে ?
না না আন্তিগোনে, ওরা, পুরুষেরা, মনে মনে
সমস্ত, সবাই হিসেবী ক্রেমন ওরা

তাবৎ সংসার শুধু অলীক আঠায় জোড়া দিতে চায়
আমি চাই কেবল তোমার আত্মা যা চায় ! যা চায় !
আন্তিগোনে !

আমি ওই সর্বগ্রাসী লোভী মেয়েদের
যাদের সমস্ত চাই, সব চাই, সতীত্ব এবং পরকীয়া
একসঙ্গে সতীচ্ছদ, এবং রমণ এমন কি বাৎসায়নও যাদের বিধান দেন
দিনে সতী রজনীতে বেশ্যা বনে' যেতে ( ইঙ্গিতজ্ঞঃ স্বামীর সকাশে )

আন্তিগোনে!
তুমি কেন সতেরো বছরে জেনে গেলে
ওইসব শুক্রীরা মনোমতো রান্নাঘর, সমর্থ পুরুষ আর
স্তনের দুধের শারীর যন্ত্রণা ভার কমাবার মতো শিশু পেলে
থামাবেই সমস্ত চিৎকার, শুধু রেখে দিয়ে তার আদি খুনসুটি?

আন্তিগোনে! তুমি কেন সতেরো বছরে জানতে পেরেছিলে সব?
লোভ এক ছুরি—লোভী হতে নেই—লোভ কুটিকুটি সব দাঁতে কাটে
জন্মদিনের বড় নিটোল চাঁদের মতো কেক্
সে কেবল খণ্ড খণ্ড করে।
সমস্ত পুরুষ করে জননী-গমন, শুধু স্বীকারোক্তি করে ইডিপাস?
তাই আন্তিগোনে, অত সকাল সকাল, কিংবা সকালেরও আগে
নাকি রাতে? নাকি জন্মের সময়—নাকি পিতার জ্যোতির্ময়
ঔরসেই ভাসমান ব'সে

তুমি বুকে রেখেছিলে মৃত্যুবীজ তীব্র সহজাত?
যেভাবে, স্বভাবে, বুকের ভিতর বয়, মিথ্যার যন্ত্রণা কিছু
স্বতন্ত্র ঝিনুক!
আন্তিগোনে!
তোমার উন্নত বুকে ঈশ্বরেরো ছিল আয়োজন
তোমার বস্তির সুগঠনে থেবাই-এর অনাগত নৃপতির
প্রথম দোলনা!
তবু তুমি ত্যাগ ক'রে চলে গেলে দুধের ধারার সেই নিঃসরণ-সুখ
প্রসবের দুষ্প্রাপ্য আস্বাদ
কারণ তুমি যে ওই সতেরোর ভীষণ সকালে
জেনেছিলে সত্যিকার কিছু পেলে কিছু,—কিছু তো ছাড়তেই হয়
মাংস ও শরীর।

আন্তিগোনে, পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ করে মাতৃ-গমন
স্বীকার সাহস রাখে শুধু ইডিপাস
আর একমাত্র সেই ইডিপাসই
জন্ম দিতে জানে তোকে, তোকে আন্তিগোনে!

## পৃথিবীর পুরোনো গল্প

হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগে, একটি পার্বত্য এলাকায় থেমে দাঁড়াল একটি ট্রেন। ট্রেন ছাড়তে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে শুনে যাত্রীদের অনেকেই নেমে পড়লেন এখানে ওখানে। এঁদেরই মধ্য থেকে একটি যুবক ধীরে ধীরে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন একটি পাইন গাছের কাছে। তাঁর কাঁধে একটি শান্তিনিকেতনী ঝোলা, হাতে একটি খবরের কাগজ, পরণে পাঞ্জাবী ও পায়জামা। কাঁধে ঝুলছে একটি হাল্কা শাদা শাল।

যুবকটি ধীরে ধীরে গাছের তলায় এসে বসল। পাশে রাখল তার ঝোলাটি। শাল। আর হাতের খবরের কাগজ।

অশোক ॥ আঃ, বাতাসে কি তরতাজা ঘ্রাণ—
কি অপূর্ব এক ভেষজ সুগন্ধে ভরে আছে চারিদিক—
গাছ, পাতা, ঘাস, দূরের নিচের নদীরেখাটি থেকেও যেন
উঠে আসছে প্রকৃতির দেহগন্ধ
বহুদিন বহুদিন পর যেন ভালো লাগছে আবার সবকিছু!
—মনে হচ্ছে, যেন গত জন্মে, যেন অন্য কোনো জন্মে
এমনি করে, এই গাছের তলায় এমনি কোনো বিকালে
আমি বসেছি কোনোদিন!
কিন্তু তখনো কি এমনি একলাই ছিলাম?
না-কি আমার পাশে বসেছিল আর কেউ?
শীলা? সেই জন্মেও কি তার নাম শীলাই ছিল?
আঃ [ যন্ত্রণায় ] শীলা—শীলা—
অশোক! কিছুতেই কি ভুলতে পারো না ওই নাম
ভুলতে পারো না ওই বিশ্বাসঘাতিনী নারীকে?
ভুলে যাও—ভুলে যেতে হবে।
না হলে যে ভিতরে ভিতরে সমস্ত আঘাত, ক্ষত থেকে
আবার চুঁইয়ে পড়বে তাজা অসিধারা
আবার শীলার নাম?—স্মৃতি?
নিজেকে সারাবে বলে তাহলে তো বৃথা

দূরগামী ট্রেনে তুমি সবচেয়ে দূরে যাবে বলে
অকারণে টিকিট কেটেছো !
শীলা তো ঘৃণার এক নাম
শীলা তো খুনের নাম,—রক্তে মাখা পড়ে আছে
ভিতরে নিহত ভালোবাসা !
[ চারিদিকে চেয়ে ] ভালোই লাগছে এই হঠাৎ বিরাম
কলকাতা থেকে দূরে, বহু দূর, দূরে যেতে যেতে
হঠাৎ কিছুক্ষণ এই নির্জনে
প্রকৃতির কোলের ভিতরে এই
অতিথির মত—
বলা যায় গোধূলি-মদিরা ভরা
বিকালের সরাইখানায়—[দূরে তাকিয়ে ]
কিন্তু কিছুদূরে—ও—কে ?
কে যেন আসছে একা এই দিকে সরু পথ ধরে ?
শীলা ?
হ্যাঁ,—শীলাই তো, সেই সূক্ষ্ম হাল্কা ভয়েল—
সেই এলো চুল,—সেই দৈর্ঘ্য, সেই চলা
সেই রঙ, লতার মতন
ছিপ্‌ছিপে গড়ন
চলার ভঙ্গিটিও চেনা !
—না !
ঘৃণা, ঘৃণার প্রবাহ যেন ভিতর ছাপিয়ে
উঠছে উপরে—
না, শীলা যেন আমাকে না দেখে—
বিশ্বাস ঘাতের মুখ, দেখতে চাই না আর চাই না দেখাতে
এই ভেঙে যাওয়া মুখ
যে মুখের রেখায়, দুঃখ লেখা আছে—
[ পাশের খবরের কাগজটা মুখের সামনে খুলে ধরে ]
তবুও এগিয়ে আসছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর
শাড়ি ভরা শিউলির ছবি !—না না, উনি শীলা না

ভুল হয়েছিল
বয়স শরীর আর শাড়ির ধরণে—
চলার ছন্দ আর গড়নের মিল—উনি শীলা নন।
এই তো সামনে উনি,—উনি অন্য নারী—

দীপা ॥ নমস্কার !

অশোক ॥ নমস্কার !

দীপা ॥ দূর থেকে কেন যেন মনে হয়েছিল খুব চেনা !
তাই কাছে এসে
নিশ্চিত হবার জন্য—না, আপনি সে নন।

অশোক ॥ [ কথার মাঝখানে ] দূর থেকে আমারও কেমন,
মনে হয়েছিল খুব চেনা—তাই –

দীপা ॥ [ অল্প হেসে ] কাগজটা মেলে ধরে নিজেকে
আড়াল—

অশোক ॥ [ কথার মাঝখানে ] না, ঠিক তাই নয়—কিংবা

দীপা ॥ তাকে আপনি চাননি জানাতে যে—
আপনি এখানে ? তাই না ?

অশোক ॥ গোপন করব না খুব,—এইটুকু বলি
খুব ভুল হয়নি আপনার ! যাকে ঘৃণা করি
যে আমার কাছে আজ মৃত, তার সঙ্গে
ফিরে দেখা—চাইনি এখন – এমন বিকালে—

দীপা ॥ অথচ জানেন ! যে আমায় দেখতে চায় না কোনোদিন
আমি সেই প্রবীর ভেবেই বড় আশা করে এতদূর
উজিয়ে এসেছি ! বলতে এসেছি যে—। যাক্ আপনি
তো প্রবীর নন, আমি নই আপনার ঘৃণ্য চেনা মেয়ে

অশোক ॥ বসুন এখানে। সামনে তাকান। দুজনের বুকে দুটো
গল্প রেখে, দেখা যাক এই বনস্থলী।

দীপা ॥ ভাবিনি এ ভাবে, এমন নির্জন এক স্বপ্ন পাহাড়ে
আমাদের ট্রেন থেমে যাবে। এই কটি মুহূর্ত কি
সুন্দরের অদ্ভুত দেবতা, ষড়যন্ত্র করে আজ
আমাদের প্রসাদ দিলেন !

অশোক ॥ দেখুন পাহাড়। ধাপে ধাপে নেমে গেছে, বহু নীচে—
যেখানে পাথরে ঝর্ণার ফোয়ারা ছুটিয়ে
রূপালী সুতোর মত নদী চলে গেছে
থাকে থাকে, ধাপে ধাপে মানুষের গ্রাম
ছোট ছোট কুঁড়ে, স্লেট পাথরের ছাদ
উনুনের কুণ্ডলী পাকানো শাদা ধোঁয়া
পাহাড়ের সিঁড়িতে সিঁড়িতে ঝুম চাষ
মনে হয় শান্তি বাঁধা আছে
গৃহপালিতের মত জীবনের সহজ সন্তোষ—
দীপা ॥ যে সন্তোষ, হারিয়ে ফেলেছি আমরা
হয়তো হেলায়—হয়তো বা ভুল করে
অশোক ॥ হয়তো খেলায়—তাও হতে পারে—
আগুনে বাড়ালে হাত পোড়া চামড়ার গন্ধ ওঠে
দীপা ॥ তৈরি হয়ে ওঠে কিছু বিবর্ণ বিষাদ
পোড়া দাগ, কিছু ক্ষত শুখোতে চায় না কিন্তু
কিছু পরমাদ—থাক্, আপনাকে পরিচয় দিই
দীপা রায়—স্কুলে চাকরি করি
চাকরির দীর্ঘ পথ•• সামনে রয়েছে বড় শুক্‌নো ঊষর
তাই এই পলায়ন শহরতলির
মেয়েদের স্কুলের লাগোয়া
কোয়ার্টার ছেড়ে—
আপনার পরিচয় ?
অশোক ॥ পরিচয় তেমন কিছুই নেই, সামান্য
চাকুরে। অশোক মিত্র এই নাম। পাহাড়ের কোনো এক নিভৃত
শহরে নিজেকে চলেছি প্রায় বোঝার মতন কাঁধে নিয়ে
বলতে পারেন—হৃদয় সারাতে—
দীপা ॥ আপনার গভীরে, ভিতরে—
অন্ধ কোনো গুহার ভিতর জমে আছে বরফের নদী
নদীর সঙ্গে কিছু গল্প থেকে যায়
কথা দিচ্ছি জানতে চাইব না

কোনো নাম কোনো পরিচয়
কোথায় থাকেন ?
যাবেন কোথায় ?  কিংবা ছিলেন কোথায় ?
জানতে চাই না কিছু যা কিছু পার্থিব
পৃথিবীর কেজো পরিচয়
কেবল এখানে, এই অদ্ভুত বিকালবেলায়
গলে যাক অস্তসূর্যরাগে
কাহিনীর মত সত্য—সত্যের কাহিনী—
গলে যাক অচেনা বরফ

অশোক ॥ তার চেয়ে সামনে তাকান
দেখুন কি ভয়ংকর অথচ সুন্দর
সমস্ত আকাশে ঢেলে কমলা আগুন—
পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আগুনের চুল্লী জ্বেলে
রক্তারক্তি সূর্যের সীমায়
কি ভীষণ অগ্নিপিণ্ড অথচ এখন
সান্ধ্য ধিকি ধিকি—সোনালী কমলালাল
হেলিয়োট্রোপের—
অদ্ভুত মহিমা দেখে কে বলবে পুড়ে যাচ্ছে
ভিতর ভিতর হাইড্রোজেন, হিলিয়ম
মৌল পরমাণু ?

দীপা ॥ [ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ] আমি সব বুঝি !
কিংবা হয়ত বুঝি না সব তবুও বলতে চাই
এইটুকু বুঝি, হয়ত একটি নারী বলে বুঝি
অন্ততঃ সংকেতে অন্ততঃ প্রতীকে।
ঢেলে দিন হৃদয়ের ভার
কথা দিচ্ছি প্রশ্ন করবো না
কথা দিচ্ছি ফিরে দেখা হলে
বলব না আপনাকে চিনি,

অশোক ॥ [ বিদ্রূপের হাসি হেসে ] হয়তো একটি নারী বলে ?
নারী বলে এটুকু বোঝেন ?  না—নারী বলে

এমন অবুঝ ?   বেশ—ধরুন একটি ছেলে
সাধারণ ছেলে এবং একটি মেয়ে
অতি সাধারণ।   সহসা দুজনে
যেমন ঘটেই থাকে তেমনি ধরনে
অসাধারণের চোখে দেখল অন্যকে
একসঙ্গে কখনো সকালে
কখনো দুপুরবেলা কাজের জায়গা থেকে মিথ্যে ছুটি নিয়ে
কখনো হারিয়ে গিয়ে সময়ের মাপা দাগগুলো
কখনো ঘড়ির থেকে চুরি করে ঘণ্টা মিনিটের
ছোট বড়ো কাঁটা
ঘাসের উপরে রাখা আঙুলের পদ্মকলিগুলি
ছোঁয়ার সাহস ছাড়া ভীরুতা সম্বল—

দীপা ॥ জানি, জানি সেই অদ্ভুত সময়
সোনার মাছের মত, মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে
আজীবন জলের ভিতরে ডুবে যায়
আমি জানি আজীবন কিভাবে সে
অমূল্য সময়-বিন্দু ঘিরে
একটি নারী বা নর বেঁচে থাকে সমস্ত জীবন
আমি জানি বিকালে হ্রদের ধারে চুপচাপ
দুজনের শান্ত বসে থাকা
আমি জানি প্রথম প্রেমের শুদ্ধ   সারঙ বাসনা
জানি আমি স্বপ্নে, কিম্বা জাগরণ সেইখানে
স্বপ্ন হয়ে যায়
সেইখানে হাতে হাত দুজনের একেলা ভ্রমণ
তারপর ?

অশোক ॥ তারপর সন্ধ্যায় যার যার ঘরে ফিরে গিয়ে
ক্রমশ অসহ হ'ল রাত্রের আলাদা
ক্রমশ অসহ হ'ল দুই পথে চলে যাওয়া
একেলা একেলা
বুকে বওয়া রাত্রির সঙ্গহীন ভার

দীপা ॥ তখনই তৈরী হ'ল একটি সংসার ? না-কি
তা-ও হলোনা ?

অশোক ॥ হ'ল। সরু গলি, গলির ভিতর খেলনার মত এক
ছোট্ট দু-ঘরা ফ্ল্যাটের আস্তানা।
এক আঁজলা বারান্দায় টবে ফুটল একটি বেলফুল
রোদ খুব চিন্তা করে চিলতে হয়ে আসে—
সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়ে মেলে দিত একঢাল চুল
সিঁথের জ্বলত তার চুম্বনের মত লাল
সিঁদুরের তীক্ষ্ণ রক্ত শিখা।
বেশি কিছু নয় তক্তপোষ, দুটি একটি ট্রাঙ্ক—
রঙীন পুরোনো শাড়ি—সেলাই-এর গুণে
ভয়েলের পর্দা মনে হয়—
কয়েকটি তাঁতের শাড়ি কিছু শার্ট-প্যান্ট
লেখার টেবিল একটি, রাতজ্বলা ল্যাম্প—
নীলাভ বাল্‌বের রঙে স্বপ্ন লেগে থাকা—
আর ছিল শস্তা খয়েরী
ফুটপাথ থেকে কেনা দুজনের মত, কাচের টি-সেট
একটি সসার পট ছোট্ট কেটলি আর দুটি শুধু কাপ
দুটি ছোট হৃদয়ের মত—
সোনালী চায়ের গাঢ় অন্তরঙ্গ রসে সকালে বিকেলে
পূর্ণ হয়ে যাবে বলে দুটি ছোট কাপ—

দীপা ॥ আমি জানি প্রতীক্ষার মধুর করুণ শঙ্কা কাঁপা
পল অনুপল
আমি জানি সংসার সেনাই আমি জানি
অযথা কলহ আর তারপর অযথা মিলন—জানি
রিফু কর্মে মধু মাখা সুতো—
আমি জানি রাত্রে যখন
রাতজাগা নীলবাতি তার মুখে ঈশ্বরের মত—
নীল রেখা ক্রমশ ফোটাতো
সেই রূপ চোখে নিয়ে ঘুমের দরোজা খুলে

স্বপ্নের ভিতর ভালোবাসা—
আমি জানি ঘুম ভেঙে ভোরের আলোয়
দুজনের মুখ দেখে দুজনের সুখে ডুবে যাওয়া
আরো জানি ফুঁসে ওঠা উনুনে চড়ানো জলে
ফুটে ওঠা বুদবুদে কি গভীর গাঢ় ভালোবাসা
জানি সেই নিষ্কাশন রক্তের রঙের মত
চায়ের পাতার
গহণ ভিতর থেকে তুলে আনা দার্জিলিঙ,
নীলগিরি, কালিম্পঙের—
গাঢ় ঘনিষ্ঠতা
আরো জানি ধুয়ে রাখা মুছে রাখা তক্‌তকে রাখা
দুটি কাপ, যেন দুটি হৃদয়ের বাটি—

অশোক ॥ [ গভীর যন্ত্রণায় ] তাই-ই যদি হতো।
তবে কেন সব ছেড়ে চলে গেল—ফেলে চলে গেল ?
চলে গেল তাঁতের শাড়ির রঙ সুতো
দু একটি সৌখীন এবং শখের—
সব ভালোলাগা ফেলে
ছুঁড়ে দিয়ে শস্তা কাচের সেই দুটি দুজনের—
শুধু দুজনের—ছোট দুটি কাপ ?
এত যদি গাঢ় ছিল জীবনের অদ্ভুত তরল ?

দীপা ॥ চলে গেল ? কেন ? —চলে গেল কেন ?

অশোক ॥ কারণ যুবক—স্বামীর বন্ধু এক
চক্‌চকে ধারালো
বেল্টে সাফারী স্যুটে চাবুকের মত
কামানো চোয়াল ভ্রূতে স্বেচ্ছাচার !
—তেরছা কাটা দাগ
যেকোনো সময় দামী রেস্তোঁরায় খানা
মাংস ও পেঁয়াজ
বাক্য বানাবার ঈষৎ বা আদি রস
মাখানো কায়দায়—

মন জয় করে নেওয়া মাদকের মত সিগারেট
মাঝে মাঝে পার্মিশন নিয়ে
কিছু পেগ, তরল আগুন—
মোটা ওয়ালেট্
স্ট্রীমলাইণ্ড ইম্পোর্টেড টপগীয়র গাড়ি
লঙ ড্রাইভের মত মদির মাখানো
দীর্ঘ ভ্রমণ—
এবং একটু বদনাম
সামান্য চরিত্র দোষ চাট্নির মত
নারীরা লেহন করতে বড়ো ভালোবাসে!
দীপাদেবী!
নারীদের বোধশক্তি,—উপলব্ধি—বড় বড় কথা
বলছিলেন—শুনছিলাম—হাসছিলাম
একা মনে মনে!

দীপা॥ না,—সে কথা আসেনা—ভুল হয়—
নারী তো মানুষ ভুল মানুষেরি হয়

অশোক॥ ভুল? কোনো ভুল হয়নি শীলার—
লোভ,—সুন্দর শাড়ির, গহনার—
মোটর গাড়ির—ফোমের বিছানা
সেক্স-নির্জলা নিখাদ—মাংসের আকাঙ্ক্ষা
পরকীয়া—দারুণ সুখেই কাটছে চওড়া রাস্তার
বাগান বাড়িতে কিংবা বাবুটির ফ্ল্যাটে—

দীপা॥ না! বিশ্বাস করি না। শীলা সুখে নেই
সুখে নেই—থাকতে পারে না

অশোক॥ চমৎকার মেয়েদের এই সহযোগ
চেনেন না, জানেন না তবু শীলার—
স্বপক্ষে সুন্দর সাক্ষ্য! সত্যি আপনারা
অনেক পারেন!

দীপা॥ না! শুধু সাক্ষ্য না!
এখানে আপনার সামনে এই গাঢ় রক্ত বিকালে

চারিদিকে দাউ দাউ কাঠগড়ায় পুড়ে যাচ্ছি আমি
আমি দীপা,—দীপা আমি শীলা নই,
আপনাকে প্রবীর ভেবে, এগিয়ে এসে দেখি
আপনি প্রবীর নন, তবু বলি, শীলা—
শীলা সুখে নেই
দীপা সুখে নেই,—কেউ সুখে থাকতে পারে না
কতদিন একা কোয়ার্টারে
একে একে সব বাতি নিভিয়ে আঁধারে—
বিছানায় বালিশে একা অঝোরে কেঁদেছি
অবোলা পশুর মত
বার বার নিঃসাড়ে বলেছি—
প্রবীর ! সুখী আমি হইনি কখনো
কোনো নারী ওভাবে ওপথে সুখী হতে পারেনা কখনো

প্রবীর !

প্রবীর

কখনো ভাবিনি ভিতরে ভিতরে
এত সব পিচ্ছিল ভয়াল দন্তুর, সরীসৃপ
কুণ্ডলিত ছিল
তখনো ভাবিনি একটি কোমলা নারী
যে নারীর সমস্ত গড়ন
ফুলের কোমল দিয়ে, পাতার কম্পন দিয়ে
লতার নাচন দিয়ে যত্নে বিরচিত
কখনো সে ছলনার মত
সমুদ্র পুষ্পের মত সুন্দর শুঁয়ায়
রক্ত শুষে নিতে পারে আপন প্রিয়ের—
পতনের পথ বড় দ্রুত নেমে যায়
মাংসের ভিতরে মাংস ক্লোমের ভিতরে ক্লোম
বসার ভিতরে বসা
চর্বির মতন তৈলাক্ত বিস্বাদ—
বড় তীব্র নেমে গেছি, ধ্বংসের ভিতরে গেছি—

ধ্বংস হয়ে গেছি!
পতনের পথ, এত দ্রুত এত তীব্র এমন
চড়াই থেকে অতলে উৎরাই—
আপনি প্রবীর নন তবু—
আমিও শীলাতো নই তবু—
আমি সুখে নেই!
যে কথা বলতে চেয়ে—থেমে গেছি—
আজ নতজানু—
আপনাকে জানাই,—
সেই পুরুষের সঙ্গ বহুদিন ছেড়ে চলে গেছি
বহুদিন ঈর্ষার আগুনে পুড়েছি একা একা
যে কুহক একদিন আলেয়ার মত
আমার তমসা ঘিরে জ্বলে জ্বলে পথ থেকে দূরে
বিপথে বিপাকে সরিয়ে নিয়েছে—ডাইনীজলা
বিষ বাষ্প ঘামে, তীব্র মদের গন্ধে, গাঁজে
অস্নাত অভুক্ত এক প্রবল অশুচি
প্রেতিনীর মত আমি ছুটে বেড়িয়েছি—
তাকে ছেড়ে স্নানে
নিজের কান্নায় ভিজে
নিজের লবনে বড় একা
একা একা নিজেকে বলেছি
প্রবীর তোমাকে ফের, ধীরে ধীরে সরিয়ে
বেদনা
ধীরে ধীরে কলঙ্ক সরিয়ে
আমি ফিরিয়ে এনেছি
আমার হৃদয়ে তুমি থাকো
থাকো তুমি বিবাহ পূর্বের
সেই সব সুন্দর দিনের
বিশ্বাসের শুভ্রতার স্মৃতি মাত্র হয়ে
প্রবীর তোমাকে ছাড়া

দিনগুলি চলে যাক
তোমার সহিত।

অশোক ॥ আশ্চর্য,—দূর—পাহাড়ে পাহাড়ে ধীরে—
নেমে আসছে কালো।
একাকার হয়ে যাচ্ছে সব
সুনীল আঁধার বড় গাঢ় মন্ত্র জানে
বড় মায়া জানে

দীপা ॥ মিশে যায় এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত প্রেমের
রীরংসার অদ্ভুত কাহিনী
কটা গল্প আছে পৃথিবীতে?
ত্রিকোণ ত্রিভূজ!
তিনটে চারটে ছটা
একই ছক একই মূল ঘুরিয়ে বানানো
সভ্যতার বয়সী প্রাচীন
প্রেম ও প্রীতির সঙ্গে বিনিয়ে রয়েছে পাপ
কাম ক্রোধ বিশ্বাসঘাতক
অশোক শীলার গল্প মিশে গেছে
দীপা ও প্রবীরে—
তাই ক্ষমা! শীলার জন্য ক্ষমা
আমার জন্য ক্ষমা
এই নীল সান্ধ্য কুহেলীতে
এই নতজানু নারী সমস্ত প্রেমের কাছে
সম্পূর্ণ হৃদয় নোয়াক অনুতাপে!

অশোক ॥ সূর্য মণ্ডলের দাহ, ঠাণ্ডা ভেজা হাতে
পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ধ্যা রঙের বিপ্লব
ঘোর আলো
রশ্মিরেখা অগ্নিশিখা দুপুরের ভীষণ দাহন
বিকালের ধিকি ধিকি জুড়িয়ে গিয়েছে!
এখন কোথাও কোনো জ্বালা নেই আর—
তাপ নেই কোনো

টুপ্, টাপ্, দূরের পাহাড়ী গ্রামে
জলে উঠছে সন্ধ্যার দীপ !
কেন ক্ষমা ?   কাকে ক্ষমা সব চিন্তা
জুড়িয়ে গিয়েছে জলে উদাসীনতায়
জানিনা কেমন আছে শীলা
জানিনা কেমন আছে আপনার প্রবীর
ক্ষমা কাকে ?   কেন ক্ষমা ?
সব ক্রোধ সব কাম অপরাধ
হন্তারক বিশ্বাসঘাতক—যেখানে অপার
আসুন অঞ্জলি দিই সান্ধ্য আঁধারে
আসুন এবার
আমরা পেরিয়ে যাই ক্ষমার ওপারে—
আমাদের দুঃখ দিয়ে ধোয়া
অমল শান্তির ভূমি প্রসারিত হয়ে আছে
বিস্তারিত পর্বতমালায় !

[ অশোক আর দীপা আস্তে আস্তে উঠবে।
তাদের সিলুয়েট গমনারত হয়ে ফ্রিজ হয়ে যাবে ]

## দুজনে মিলে কবিতা

[ আকাশবাণী কলকাতার যুববাণী স্টুডিও—তরুণ ঘোষক যোগব্রত চক্রবর্তী মাইক্রোফোনের সামনে। পাশে টেপ ডেকে গ্রামোফোন রেকর্ড চলছে। পিছনের দরজায় হাতল ঘুরিয়ে ঢুকল একটি যুবক। দেখলেই বোঝা যায় সমৃদ্ধ পরিবারের। হাতে একটি গাড়ির চাবি। ]

কুমার ॥ নমস্কার! আর পাঁচ মিনিট পরেই প্রোগ্রাম।
আমিই কুমার। কিন্তু আর একজন—দেবিকা সরকার?
এখনো আসেননি তো তিনি?
আচ্ছা! আপনাদের যুববাণীর প্রযোজিকা যিনি
ভদ্রমহিলার মাথার অবস্থা ঠিক কেমন বলুন দেখি ভাই
আমরা দুজন, আমি কুমার সেন এবং দেবিকা সরকার
আমরা চিনি না কাউকে তবুও মহিলা,
মানে প্রযোজিকা—দুজনকে বেঁধেছেন এই প্রোগ্রামে
—নাকি, দুজনে মিলে মুখে মুখে কবিতা রচনা
এমন কি হতে পারে?
এমন কি হয়েছে কখনো?

যোগব্রত ॥ [ ঘড়ি দেখে ] আর মাত্র এক মিনিট
দেবিকা সরকার—এখনো আসেন নি
মনে হয় আসবেনও না। দাঁড়ান 'ইনটারকমে'
কথা বলে নেই।
হ্যালো, ডিউটি রুম? আর্টিস্ট আসেননি
কি করব? আধমিনিট বাকি?
ডিভিয়েসন এড়াতে পারবো কি?
ঠিক আছে, তাহলে তাই-ই করি—
বলে দিই তাই, 'দুজনে মিলে কবিতা' প্রোগ্রামের
বদলে, শুনুন বাদ্যবাদন, তরুণ শিল্পীর
[ ফেডার তুলে ] আকাশবাণী কলকাতা,
যুববাণী। এখন নির্ধারিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে
শুনবেন—

[ দরজার হাতল ঘোরামোর শব্দ ] এই যে, এলেছি
[ রুদ্ধশ্বাস একটি মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ]
কিছু মনে করবেন না, দেরী হয়ে গেল।
—দেবিকা সরকার—

যোগব্রত ॥ মাফ্‌ করবেন, আকাশবাণী, যুববাণী
এখন শুনবেন নির্ধারিত অনুষ্ঠান,
'দুজনে মিলে কবিতা'। নিবেদন করছেন,
দেবিকা সরকার এবং কুমার সেন

কুমার ॥ [ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ] অগত্যা। নমস্কার।
আমিই কুমার সেন, আপনি?

দেবিকা ॥ দেবিকা সরকার।

কুমার ॥ মেয়েরা মেকাপে, এবং সজ্জায়
এভাবে সময় নেয়, নিয়ে থাকে
কিন্তু সময় জ্ঞান, অন্ততঃ বেতারে
আমাদের রাখা চাই, তাই নয় কী?

দেবিকা ॥ [ হেসে ] আপনার হাতে একটা
চমৎকার মোটরের চাবি ঝুলছে—বাঃ
নীচে একটা টুকটুকে লাল,
বিদেশী মোটরকার দেখলাম যেন?
ওটা আপনার?

কুমার ॥ অবশ্য আমার!—আমার বিদেশী গাড়ি—
দারুণ শখের!

দেবিকা ॥ [ শান্ত স্বরে ] আমি কিন্তু এসেছি বাসেই।
এখানে পৌঁছোতে, আমাদের বরানগরের—
নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়া থেকে এখানে আসতে প্রায় একঘণ্টা লাগে
তু'ঘণ্টা আগেই বাস স্টপে দাঁড়িয়েছিলাম
বাস এলো যখন প্রখর রোদে আপনার অভিযোগ
সামান্য মার্জনা, পাউডারের হাল্কা প্রলেপ
ঘামে গলে গেছে
এলোমেলো হয়ে গেছে চুল

প্রবল হাওয়ায়
তারপরে বাস এলো ভিড়ে ভরা বাস
কোনোমতে পা গলিয়ে ঝুলতে ঝুলতে—
থামতে থামতে এই আসা—

কুমার ॥ শুনেছি বাসের গতি আজকাল গরুর গাড়িকে
হার মানায় অবশ্য আমিতো বাসে চড়বার
সে রকম সুযোগ পাইনা ঘন ঘন—

দেবিকা ॥ থাক্‌গে সে কথা। ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ি—
একমাত্র কবিতায় মেলে
বাস্তবে মেলেনা। এখন বলুন, কবিতার কি হবে?
কাব্য বানাবার?

কুমার ॥ চমৎকার খেলা! প্রযোজিকা উর্বর মাথায়
বানিয়েছেন এই মজাগুলি
হয়তো তিনিও তাঁর রেডিওর নব্‌ খুলে
শুনছেন আমরা কী বলি?
আপনাকে চিনিনা আমি, আপনিও আমাকে
চেনেন না দেবিকা সরকার—
কিভাবে বানাবো এই কাব্যগুলি?
কি ভাবে সাজাবো শব্দ—কি ভাবে রচনা?

দেবিকা ॥ বেশ তো, কি চান?

কুমার ॥ আসুন না জেনে নিই, চিনে নিই আগে
পরস্পরকে খুব অন্তরঙ্গতায়!

দেবিকা ॥ এইখানে বলতেই হবে, প্রযোজিকা এক
অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছেন। কলকাতার মধ্যে
যেন অজস্র কলকাতা সাজানো রয়েছে।
পর পর রেকর্ডের মত
যে যার বেজে যাচ্ছে আপনার সুরে
আলাদা আলাদা স্তরে।
আপনার স্তর থেকে আপনাকে নামিয়ে এনে
আমার নিজের স্তর থেকে

আমাকে উপরে তুলে দিয়ে
এইখানে ঘটিয়েছেন 'হঠাৎ দেখার'
পনের মিনিট।
আচ্ছা বলুন। কিভাবে চিনতে চান
প্রশ্ন করুন।

কুমার ॥ নাম তো জেনেছি
ভারতীয় নাগরিক
হিন্দু—বাঙালী

দেবিকা ॥ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, ডান ভ্রূতে কাটাদাগ
চিবুকে তিলক৷

কুমার ॥ হাসছেন,—না, না, সেভাবে বলিনি
ও-তো লাগে সনাক্তকরণে—
প্রশ্ন এই, কোথায় থাকেন?
কতদূর পড়েছেন? বিষয় কী?
হবি আছে কোনো?
ফটোগ্রাফীর?
কবিতা লেখার বদভ্যেস?
নাটক করার? নাচ? গান? ছবি আঁকা?
প্রিয় লেখকের নাম,—কার গান ভালো লাগে
কোন গান? লাইট মিউজিক? পপ্? জ্যাজ্?
সিনেমা ভাখেন? এ্যালিস ওয়াকারের—
কালার পার্পল? দেখেছেন?
কিংবা শাঁওলীর - নাথবতী...

দেবিকা ॥ চমৎকার! এরপর প্রশ্ন হবে চায়ে
কচামচ চিনি ভালো লাগে—
খুলুন তো বেণীবন্ধ, দেখে নেওয়া যাক্
চুলটা আসল কিনা?
একটু হাঁটুন
চশমার পাওয়ার কত? বলতে পারেন?
ভারতের প্রথম নিক্ষেপিত উপগ্রহের শুভ নাম?

এ সমস্ত পরিচয় অন্য কাজে লাগে'
যাকে বলে 'বিবাহ প্রস্তাব'—
যাকে বলে উদ্বাহ-বন্ধন
না, না, না কুমার সেন আমরা দুজনে
আজীবন
কাটানোর কোনো স্থায়ী সম্পর্কে যাচ্ছি না
আপাতত পনের মিনিট
এবং শুনুন,—আর কোনো কিছু নয়
একটি কবিতা
সে কবিতা বিনিয়ে উঠবে ক্রমে
যখন দুজনে—
গাঢ় কথা হবে!

কুমার ॥ আর কোন পরিচয়? কি বা পরিচয়

দেবিকা ॥ অন্য পরিচয়!

কুমার ॥ অন্য কোন পরিচয়? মানুষের আর—
এ সমস্ত ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় থাকে?

দেবিকা ॥ থাকে না? কখনো কি কাউকে দেখে, একটি দুটি কথা বলে
মনে হয়নি বহুদিন চেনা?
কখনো কি মনে হয়নি আমার মনের খুব কাছে—
হঠাৎ চলন্ত ট্রেনে দু মিনিট কথা বলে?
কিংবা কখনো কি মনে হয়নি দীর্ঘ দিন পাশাপাশি থেকে
চিনিনা সঙ্গীকে?

কুমার ॥ আপনি তো রহস্য জানেন?

দেবিকা ॥ কিছুই জানি না,—কবে যেন কোন এক বইয়ে
অদ্ভুত কিমিতিবাদী কাহিনী কি নাটকই হয়ত—
একটু মনে করি—
হ্যাঁ হঠাৎ ট্রেনেই মেয়েটির দেখা হ'ল ছেলেটির সাথে
কিংবা ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির—
ছেলেটি জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছেন?
গন্তব্য শহরের নাম বলল মেয়েটি—

ছেলেটি বলল আরে, আমিও তো যাচ্ছি ওখানে
—কোন পাড়া ?
—অমুক পাড়ায়
—আরে,—আমিও তো অমুক পাড়ায়—
—কোন রাস্তা ?
—অমুক রাস্তায়—
—আরে আমিও তো থাকি সেইখানে—
—কোন বাড়ি ?
—আরে আমিও তো—
—কোন ফ্ল্যাটে ?
—অমুক নম্বর—
—আরে আমিও তো ওই ফ্ল্যাটেই থাকি
—তাহলে কি আপনি আমার কেউ হন ?
—ও ফ্ল্যাটে তো দুজনেই থাকি আমি ও আমার
বিয়েকরা স্বামী
—আমিও তো থাকি আমার পত্নীর সঙ্গে
—আচ্ছা আপনার বেড্ কভারের রঙ ?
—হাল্কা গোলাপী
—সেকী আমারও তো—[ হেসে ]
তাই বলছিলাম বছরের পর বছর গেলেও তবু
পরিচয় হয় না এমন
কত শত কাহিনী যে আছে।

কুমার ॥ বেশ তো বলুন, তবে কোন 'চেনা' কবিতা লেখাবে ?

লেখিকা ॥ কোন চেনা ?
যেমন ধরুন, বৃষ্টি ভালো লাগে !
ভালো লাগে মনে মনে কাগজের নৌকা বানাতে
ভালো লাগে আকাশের চাঁদোয়ার নিচে
তারার অজস্র তীক্ষ্ণ আলপিন থেকে
চিনে নিতে তারকামণ্ডলী ?
ভালো লাগে ঝরে পড়া শেফালীর ভোর ?

কখনো কি মনে গম গম করে ওঠে দেবব্রতের
সমস্ত আকাশ ভরা সূর্যতারার কলগান ?
কখনো কি মনে হয় এই ভাঙা মেলার মতন
বাংলায় গড়ে তুলি কিছু।
বেসুরগুলোকে নিয়ে আসি সুরে
ছুঁড়ে দেওয়া পাটকেলগুলি
এক সঙ্গে জড়ো করে কিছু গড়ে তুলি—
তছনছ বিপর্যয় নিয়ে আসি
গঠনে অন্বয়ে ?

কুমার ॥ স্পষ্ট হলোনা

দেবিকা ॥ তার মানে আপনার কাছে—আবোল-তাবোল
শুধু ননসেনস্ ভার্স তার মানে অপু দুর্গার
পথের পাঁচালী পড়ে চোখের পাতায়—
পল্লব ভেজেনি আপনার ! —তার মানে
সিধে রাস্তার—মতলবের—দেনা পাওনার—
একদম কেজো মানুষ আপনি

কুমার ॥ অকেজো হলেই কি ভালো হত ?
গড়বার কাজটাই—যেসব বলছিলেন
অকেজোরা সেই কাজ করে ?

দেবিকা ॥ না ! কিন্তু কেজোরাও সে কাজ করে না
স্বার্থ শ্রেণী জীবনযাত্রার মাপা মান
এসবেরও বেড়াজাল থাকে
কখনো কি কথা বলেছেন এলোমেলো ?
অর্থহীন ?—যে কথায় ডুবে যায় মানুষের দুঃখের হৃদয় ?
কখনো কি কোনো সুন্দর
কোনো স্মৃতি বুকে করে নিয়ে
বাঁচিয়েছেন ? যেই ভাবে পাখি
ডানার আড়ালে রাখে শাদা ডিমগুলো ?

কুমার ॥ আপনার কথা সত্যিই কবিতার মত

দেবিকা ॥ কথা নয় কাজ চাই কবিতার মত কিছু কাজ

কুমার ॥ বলুন, যেমন ?

দেবিকা ॥ ধরুন, এই তো আজ বাসে

মুড়ির টিনের মত, —ভিড়ে ভরা বাসে
ঝাঁক বেঁধে মিশিয়ে শরীর—শরীরে শরীরে একাকার
মুণ্ড রেখে আলাদা আলাদা
আমরা গরমে ঘামে অকারণ রাগে
একটু পা রেখে কিংবা পা রাখার জায়গা না পেয়ে
পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়ায় ব্যস্ত থেকেছি—
কোনোমতে শেষে লেডিজ সিটের সামনে বহু সন্তানে
বিরক্ত ক্ষুব্ধ মহিলার কাছাকাছি দাঁড়াতে পেরেছি
ততক্ষণে কার মাড়িয়ে গিয়েছে বলে পা
কিংবা কার কনুইয়ের খোঁচা পাঁজরে লেগেছে কিংবা কার
হাত ফস্‌কে পয়সা পড়েছে বলে তুমুল চিৎকার
এরই মাঝে
হঠাৎ সকালে ভাঙা রথের মেলার স্টপ থেকে
উঠে এলো একটি বালিকা হাতে শোলার ময়ূর
অবোধ বালিকা আহা চলতি বাসে দাঁড়াতে জানে না
পিতার সঙ্গে ছিল,—বলা ভালো সঙ্গে ছিল অসহায় পিতা
মুহূর্তে বদলে গেল সারাবাস, বাসের জনতা
আহারে শোলার আশ্চর্য ময়ূর
হাতে হাতে বড় সাবধানে
কোমল আঙুলে আশ্চর্য সৃজনখানি চলে এলো
বিরক্ত নারীর, তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত দুটি হাতে—
যে হাত মুঠিয়েছিল, যে মুখ মুখিয়েছিল
সব যেন শোলার পাখির
সমস্ত লাবণ্য মেখে ক্রমশ কোমল হয়ে গেল
হেসে উঠল ভিতরে ভিতরে সব প্রাণ
এভাবেই গান, গুনগুনিয়ে ভিতরে ভিতরে
উঠে আসে, কিংবা ঘিরে রয়ে যায়
গভীরে গভীরে।

কুমার ॥ একটি শোলার পাখি, এভাবে বদলে দেয়
মানুষের গহীন ভিতর

দেবিকা ॥ দেয়! দেয়! মনে পড়ে শৈশবের দিন
মনে পড়ে সরল সহজ ফুলের মতন ছোট বেলা
মনে পড়ে যায় হয়ত ভুলে যাওয়া পূর্বজন্মের
স্মৃতির মতন নীল কিছু ধূলা খেলা
হয়ত কোমল থাকে, থেকে যায় কোথাও গভীরে কোথাও
কঠিনে, বয়সে, লুকানো শৈশব।

কুমার ॥ ঠিক বলেছেন! এই তো আজ! —না না থাক
পরে বলব,—বলুন আপনার—
শোলার ময়ূর—তার সূক্ষ্ম কারুকাজ তার
গড়নের কথা

দেবিকা ॥ হ্যাঁ সে কথাই বলবার—বলি
আমরা সবাই,
একটি দোকানদার, কিছু বা কেরাণী কিছু কলকারখানার
শ্রমিকও ছিল বা বেন, কয়েকটি খেটে খাওয়া নারী
বৃদ্ধ এক, ছাত্র বা কিছু
আমরা সবাই ভিড় মুখ অবয়বহীন ভিড়
হঠাৎ একত্র হয়ে খস্‌তে দিইনি ময়ূরের
একটিও চুমকি ফুল, কারুকাজ কলা
কত যত্নে, কত কষ্টে কোমল আঙুলে হাতে হাত
মেয়েটি যখন নামল নামিয়ে দিয়েছি তার
অক্ষত শোলার ময়ূর!

কুমার ॥ 'সুন্দর' বাঁচায় যারা, তারা খুব ধনী
নিজের ভিতরে ধনী, নিজের আনন্দে
তারা পূর্ণ হয়ে যায়—জানেন আমিও
আসছিলাম তীব্র স্পীডে ভি আই পি রোডের
এ্যাশফল্ট চাকার গতিতে পিষে পিষে
গাড়িটাই দেখেছেন দেখেননি জখম
তোবড়ানো মাডগার্ড

ধাক্কা লেগে গেল গাছে, বাঁচাতে নেহাৎ
ছোট্ট একটি কাঠ বেড়ালীর
কতটুকু প্রাণ!
তুচ্ছ এক জানোয়ার—নরম রোমশ
পিঠে রামচন্দ্রের আঙুলের দাগ
ঠাকুমা বলতেন   গল্প কথা—বিশ্বাস করি না
তবু
শৈশবের স্মৃতি বড় মায়া
কাঠবেড়ালীর পিঠ বড় মোলায়েম
অদ্ভুত রঙীন—

দেবিকা ॥ এখানেই সংযোগ, এখানেই জন্ম কবিতার—
এখানেই সেই বিন্দু যেখানে সুন্দর
যেখানে শৈশব
যেখানে প্রাণের জন্য ভিতরের গভীর আকুতি
কথা বলে উঠেছে যুগলে
আমরা এসেছি কাছে অন্ততঃ একটি সূত্রেও
কবিতা গড়ার গাঢ় কাজে

কুমার ॥ কিন্তু এখনো শুরুই হলো না সেই
আকাংখিত কবিতা রচনা
ঘড়ির কাঁটায়   সময়ের চংক্রমণ দেখুন কি দ্রুত

দেবিকা ॥ কে জানে হয়ত এখানে
আপনার আমার অজানিত কথোপকথনে
হয়ে গেছে কবিতা রচনা
মিলিত কবিতাখানি দুই বেণী নদীর মতন
দুই রঙ নিয়ে এসে মিশে গেছে একটি ধারায়!

কুমারী ॥ ঘড়ির কাঁটার বেগ ছুঁয়ে যাবে সীমা
হাতে আর এক মিনিট আছে
এখুনি ঘোষক অনুষ্ঠান শেষ বলে করে দেবে
অন্তিম ঘোষণা

দেবিকা ॥ কবিতারও সমাধ থাকে—

শেষ হবে। স্বাভাবিক,—থেমে যা—

আমাদের কথা!

কুমার ॥ কিন্তু আবার শুরু হতে পারে—

এই কৃত্রিম আলো এই শব্দ নিরোধক

স্টুডিও পেরিয়ে

চলুন না চলে যাই যাই যেখানে প্রান্তর

বুক খুলে পড়ে আছে ঘাসে ঘাসে সরোম সবু—

যেখানে বাতাসে ঝরছে অস্ত সূর্য কণা

তার মধ্যে ভেসে যাচ্ছে 'আকাশিরা' কুসুমের

পীত গর্ভরেণু কুকশিমা

যেখানে ক্রমশ তৈরি হতে পারে

আরো বহু দুজনের সাধারণ

বিন্দু রচনার গাঢ় অবকাশ!

দেবিকা ॥ কিন্তু মনে রাখবেন বরানগরের গলি—

সল্টলেকের দীর্ঘ চওড়া রাজপথ কখনো মেশেনা

একাধিক বিন্দুতে—

মেশেনা কখনো! সন্ধ্যার মায়ায় কিছু ভুল

কিছু ভুল না হওয়াই ভালো

কুমার ॥ ভুল না হলে কি কেউ মানুষ বলতে পারে—

বুকে হাত দিয়ে?

এত কবিতার পর চমৎকার—গদ্য রচনা

চলুন না প্রকৃতির দিকে

যেখানে আকাশ

যেখানে কবিতা তার দিগ্বলয় ছড়িয়ে রেখেছে

সে বলয় পেরিয়ে চলুন

চলে যাই সত্যের সমীপে।

[ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে ]

---